টেরর মেশিন

চিরঞ্জীব সেন

শিলালিপি
৫১, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

চিত্তরঞ্জন ঘোষাল

প্রীতিভাজনেষু—

চিরঞ্জীব সেন

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৮০

প্রকাশক : অরুণ কান্তি ঘোষ
৫১, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলি-৭০০০০৯

মুদ্রক : শ্রীমধুমঙ্গল পাঁজা, নিউ সুধীরনারায়ণী প্রেস
১৬, মার্কাস লেন, কলি-৭০০০০৭

গ্রন্থন : কাশীনাথ পাল, কৌশিক বাইন্ডার্স, কলি-৭০০০১২

প্রচ্ছদ : সুবোধ দাশগুপ্ত

দাম : বারো টাকা

Terror Machine

Sensational & Heart-throbbing

Account of K. G. B.

by

Chiranjib Sen

ওদিকে সিআইএ, এ-দিকে কেজিবি। সিআইএ সম্বন্ধে যত বেশি জানা আছে আমাদের, তত কম জানা আছে কেজিবি সম্পর্কে। বাস্তবিক কেজিবি এ যুগের একটি আশ্চর্য সংগঠন, বহু বিচিত্র এর কার্যাবলী। অতীত ইতিহাস খুঁজলে বা বর্তমান জগতেও এর তুল্য আর একটিও সংগঠনের খোঁজ পাওয়া যাবে না। এই সংস্থাটি এতই গুরুত্বপূর্ণ এবং সোভিয়েট সরকার এর ওপর এত বেশি নির্ভরশীল যে কোনো কারণে কেজিবি যদি উঠে যায় তাহলে বোধ হয় রাশিয়ার শাসন ব্যবস্থাই ভেঙে পড়বে। শুধু শাসন ব্যবস্থা নয়, রাশিয়ার জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, সংবাদপত্র এমন কি পুলিস ও মিলিটারি ক্ষেত্রেও বিরাট একটা শূন্যতার সৃষ্টি হবে।

কেজিবি উঠে গেলে ব্যক্তি বা সংস্থা বিশেষের ওপর নজর রাখা উঠে ত যাবেই এমন কি বিভিন্ন দেশে সোভিয়েট এমব্যাসি থেকে অধিকাংশ কর্মী ছাঁটাই হয়ে যাবে এমন কি কয়েকটি দেশে এমব্যাসি রাখবার দরকারই হবে না, দু'একজন প্রতিনিধি রাখলেই কাজ চলবে। অতএব বিদেশে আর সোভিয়েট গুপ্তচর থাকবে না। স্যাবোটাজ, দাঙ্গা, রাজনীতিক হত্যাকাণ্ড, ক্যু-দ্য-তাত ধর্মঘট, ধিক্কার মিছিল, জন সমাবেশ, দাঙ্গা, সন্ত্রাস, গেরিলা যুদ্ধ, ভুল তথ্য প্রচার, এসবও বন্ধ হয়ে যাবে। এক কথায় লেনিন প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েট সমাজ ব্যবস্থাটাই ভেঙে পড়বে।

কেজিবি-এর বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়াকলাপের কিছু পরিচয় জানবার আগে কেজিবি শব্দটির অর্থ জেনে নেওয়া যাক KOMITET GOSUDARSTVENNOY BEZOPASNOSTI এই তিনটি শব্দের প্রথম তিনটি অক্ষর নিয়ে কেজিবি শব্দটি গঠিত। এর ইংরেজি অর্থ হল কমিটি ফর স্টেট সিকিউরিটি। স্টালিনের আমলে

কেজিবি যত বেশি কড়া ও নির্মম ছিল এখন আর তা নেই, অনেক নরম হয়েছে।

মসকোতে একটি পুরনো পাথরের বাড়ি, সাধারণ, বিশেষত্ব কিছু নেই। সামনে লোহার মজবুত ফটকের সামনে কড়া পাহারা। গেটের পাশে লেখা আছে সার্বস্কি ইনস্টিটিউট অফ ফরেনসিক সাইকিআট্রি।

কেজিবি কর্নেলের ইউনিফরম পরে মাঝে মাঝে এই ইনস্টিটিউটে আসে ড্যানিল আর লাণ্টস। ইনস্টিটিউটে নিজের ঘরে ঢুকে সে ইউনিফর্ম খুলে একটা সাদা এপ্রন পরে। এখন সে ডক্টর লাণ্টস।

ডঃ লাণ্টস একটা বিশেষ ডায়াগনিস্টিক ডিপার্টমেণ্টের কর্তা। যে সব সোভিয়েট নাগরিকের রাজনীতিক মতবাদ স্পষ্ট নয় তাদের চিকিৎসার জন্যে এই বিভাগে আনা হয়। ডঃ লাণ্টসের কাজ হল তাদের মানসিক ব্যাধি আরোগ্য করা, সোজা কথায় মগজ ধোলাই করা।

রোগীদের ওষুধ খাওয়ানো হয়, ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়, ব্রেন সার্জারিও করা হয়। আবার দরকার হলে বলপ্রয়োগও করা হয়। বলপ্রয়োগের মধ্যে একটি বিচিত্র ব্যবস্থা আছে। রোগীকে ভিজে ক্যাম্বিস দিয়ে বেশ করে পাকিয়ে মুড়ে ফেলা হয়, মিশরীয় মমিদের মতো আর কি। তারপর ঐ ভিজে ক্যাম্বিস যত শুকোতে থাকে ততই ওগুলো সংকুচিত হতে থাকে এবং মানুষটির দেহে চা। পড়তে থাকে।

১৯৬৯ সালের ১৯ নভেম্বর তারিখে কর্ণেল ডঃ লাণ্টসের সাম: ; একজন রোগী আনা হল যার নাম মেজর জেনারেল পিটার গ্রিগরেভিচ গ্রিগরেংকো। অনেক সম্মানে তিনি ভূষিত যথা, অর্ডার অফ লেনি:, অর্ডার অফ দি রেড ব্যানার, অর্ডার অফ দি রেড স্টার, অর্ডার অফ দি পেট্রিয়ট্রিক ওআর। ব্যক্তিটি কিছু স্বতন্ত্র এবং আত্মাভিমানী ত: উদ্ধত নয়।

ক্রিমিয়ার তাতারদের প্রহার করা হচ্ছিল, তিনি তার প্রতিবা:

করেন এবং চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে সোভিয়েট সৈন্য সরিয়ে আনতে বলেন, এই অপরাধে ঐ বছরে ৭ মে তারিখে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তাসখন্দে মনোবিজ্ঞানীরা তাঁকে পরীক্ষা করে কোনো ত্রুটি পান নি কিন্তু আরও বিচক্ষণ মনোবিজ্ঞানী ডঃ লান্টস পরীক্ষা করে দেখেন যে লোকটি বিশেষ ধরনের মনোবিকারে ভুগছে যা তিনি 'সাইজোফ্রেনিয়া অফ দি প্যারানয়েড টাইপ' বলে অভিহিত করলেন ঃ

১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি তারিখে গ্রিগরেংকোকে চেরনিয়াকোভস্কের কুখ্যাত পাগলা গারদে পাঠান হল। সেখানে নতুন করে তাঁর মনোরোগ নির্ণয়ের চেষ্টা করা হল। একজন মনোবিদ তাঁকে জিজ্ঞাসা করল ঃ

পিটার গ্রিগরেভিচ তুমি কি তোমার মত ও বিশ্বাস বদলাতে পেরেছ ?

গ্রিগরেভিচ উত্তর দিল ঃ নিজের মত ও বিশ্বাস হাতের দস্তানা নয় যে তা বদল করা যাবে।

মনোবিদ রায় দিল, চিকিৎসা এখনও চলবে। কি চিকিৎসা ? তার ধরন বা পদ্ধতি কি ? তা আমাদের জানা নেই। তবে তার চিকিৎসার জন্যে সেই মান্য ব্যক্তিকে রাজনীতিক বন্দীদের জন্যে নির্ধারিত ওয়ার্ডের একটি সেলে নিক্ষেপ করা হল।

১৯৭১ সাল ২০ অকটোবর। মেকসিকো সিটি। পেসিও ডিলা রিফরমা-এর চৌমাথার কাছে একজন অ্যামেরিকানের জন্যে ওলেগ আনদ্রিভিচ শেভচেংকো অপেক্ষা করছে।

সেই অ্যামেরিকানের নাম সার্জেন্ট ওয়ালটার টি পারকিনস, সে আসবে ফ্লোরিডা থেকে বিমানে উড়ে।

সেভচেংকো যেখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল সেখান থেকে কিছু দূরে একটি গাড়িতে বসে আর একজন রাশিয়ান এজেন্ট চারদিকে

নজর রাখছিল, বিপদের কোন আশংকা দেখলে শেভচেংকোকে সতর্ক করে দেবে।

কিন্তু সার্জেণ্ট পারকিনস এল না। নির্ধারিত সময়ের পরও আর আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করে শেভচেংকো সেদিন ফিরে গেল। শেভচেংকো খুবই নিরাশ কারণ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজ আনবার কথা ছিল, সার্জেণ্ট পারকিনসের কি হল কে জানে?

অবশ্য কথা ছিল যে কোনো কারণে পারকিনস সেদিন আসতে না পারলে পরদিন একই সময়ে আসবে। অতএব পরদিনও শেভচেংকো সেই চৌমাথায় গিয়ে একই সময়ে ও একই জায়গায় পারকিনসের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু বৃথাই অপেক্ষা। শেভচেংকো খবর পায় পায় নি দু'দিন আগেই সার্জেণ্ট পারকিনস্ গ্রেফতার হয়েছে।

ফ্লোরিডায় টিণ্ডাল এয়ারফোর্স বেসে ওয়েপনস সেণ্টারে সার্জেণ্ট পারকিনস চাকরি করত, ইনটেলিজেন্স বিভাগে। সোভিয়েট রাশিয়া যদি আচমকা ফ্লোরিডা এয়ারবেস আক্রমণ করে তাহলে মার্কিন বিমানবহর কি ভাবে সেই আক্রমণ প্রতিহত করবে সে বিষয়ে গোপন নথিপত্র দেখবার সুযোগ সার্জেণ্ট পারকিনসের ছিল। ফ্লোরিডায় বেশ কয়েকটা বড় বড় বিমানঘাঁটি আছে তার মধ্যে লডারডেল বিখ্যাত।

অ্যামেরিকার যেমন সিআইএ আছে তেমনি একটা ডিআইএ আছে। ডিআইএ পুরো কথাটা হল ডিফেন্স ইনটেলিজেন্স এজেন্সি। এই ডিআইএ-এর লোক গোপনে পারকিনসের ওপর নজর রাখছিল।

শেভচেংকোর সঙ্গে দেখা করবার উদ্দেশ্যে পারকিনস যখন ফ্লোরিডার পানামা সিটি এয়ারপোর্টে প্লেনে উঠতে যাচ্ছিল সেই সময়ে এয়ার ফোর্সের সিকিউরিটি অফিসারেরা তাকে গ্রেফতার করে। সিকিউরিটি অফিসারেরা তাকে সার্চ করে। তার সঙ্গে যে অ্যাটাচি কেস ছিল সেটি খুলে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিক্রেট প্ল্যান পাওয়া যায়।

পারকিনসের গ্রেফতারের খবরটা শেভচেংকো দু'দিন পরে

পেয়েছিল। খবর পাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সে কিউবায় পালিয়ে যায়।

১৯১১ সালের আগস্ট মাসে কেজিবি এজেন্টরা ফাদার জুয়োজাস ডেবেস্কিসকে গ্রেফতার করল। অপরাধ? ফাদার নাকি লিথুয়েনিয়ার প্রিয়েনাই গ্রামে খৃশ্চান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের বালক বালিকাদের প্রশ্নোত্তর ছলে কুশিক্ষা দিচ্ছিল। ঐ অঞ্চলে ফাদার খুব জনপ্রিয় ছিলেন। সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন আশংকা করে কর্তৃপক্ষ ফাদারের বিচারের স্থান ও তারিখ গোপন রেখেছিল।

বিচারের স্থান স্থির হয়েছিল কাউনাসের পিপলস কোর্টে, তারিখ ১১ নভেম্বর। এই দু'টি তথ্য গোপন রাখা সত্ত্বেও দেখা গেল যে বিচারের দিন সকালে আদালতের সামনে প্রায় দুশো নরনারী ও শিশু জমায়েত হয়েছে, অনেকের হাতে ফুলের তোড়া। জনবিরল অঞ্চলে দু'শো ব্যক্তি জমায়েত হওয়া সোজা কথা নয়। তার ওপর প্রচণ্ড শীতে। পুলিস এবং সাদা পোশাকে কেজিবি-এর লোকেরা সেই জনতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কারও হাত ভাঙল, কারও পাঁজর, কারও মাথা। তাদের সবাইকে টানতে টানতে ভ্যানে গাদাবন্দী করে তুলে যখন সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল তখন দেখা গেল আদালত প্রাঙ্গণে জমা শুভ্র তুষারের ওপর রক্তের ছাপ ও দলিত কুসুম। সাক্ষীরূপে কয়েকজন বালকবালিকাকে আদালতে হাজির করে জেরা করা হয়েছিল। একজন বালিকাকে জিজ্ঞাসা করা হল ডেবেস্কিস তোমাদের কি শিক্ষা দিত? বালিকার বয়স ন' বছর।

বালিকা উত্তর দিল, চুরি না করতে এবং জানালার কাচ না ভাঙতে। কয়েকজন বালক বালিকা ত ভয়ে কিছুই বলতে পারল না।

আদালত রায় দিল: শিক্ষার জন্যে বালকবালিকাদের চার্চে ফাদারের কাছে যাবার কোনো প্রয়োজন নেই। তাদের স্কুলেই যথেষ্ট শিক্ষা দেওয়া হয়। স্কুল ছাড়া আর কোথাও যেন কাউকে শিক্ষা দেওয়া না হয়।

ফাদারকে এক বছরের জন্যে করেক্টিভ লেবর ক্যাম্পে পাঠান হল। সেখানে তার মগজ ধোলাই করা হবে। আদালত থেকে বার করে এনে ফাদারকে যখন প্রিজন ভ্যানে তোলা হচ্ছিল তখন তার মুখে প্রহারের চিহ্ন দেখা গিয়েছিল।

ওয়াশিংটনে সোভিয়েট এমব্যাসিতে সেকেণ্ড অফিসারের নাম বরিস ডেভিডফ। আসলে সে একজন কেজিবি অফিসার। ১৯৬১ সালের আগস্ট মাসে ডেভিডফ একজন অ্যামেরিকানকে লাঞ্চে ডাকলেন। এই অ্যামেরিকান ভদ্রলোক রুশ-চীন সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ। কেজিবি জানে যে এই মার্কিনীকে কেনা যাবে না। অথচ তার কাছ থেকে তার সরকারের একটা মতামত জানা বিশেষ দরকার। মস্কোর খোদ কেজিবি হেডকোয়ার্টার থেকে সেইরকম কড়া নির্দেশ এসেছে।

ঐ মার্কিন ভদ্রলোক খুব গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি সরাসরি সেক্রেটারি অফ স্টেট, এমন কি প্রেসিডেণ্টের সঙ্গেও কথা বলতে পারতেন।

যে প্রশ্নের উত্তর ডেভিডফকে সরাসরি করতে বলা হয়েছে সে প্রশ্ন সোভিয়েট ইউনিয়ন সরকারীভাবে ইউনাইটেড স্টেটস্‌কে জিজ্ঞাসা করতে পারে না, তাই এই লাঞ্চে নিমন্ত্রণ।

তখন সীমান্তে রুশ ও চীনা সৈন্যদের মধ্যে সংঘর্ষ চলছে। সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে করতে ডেভিডফ বলল:

সীমান্তে অবস্থা সঙ্গীন, আমার সরকার কড়া ব্যবস্থা নেবে কি না ভাবছে।

কি ধরনের কড়া ব্যবস্থা তোমার সরকার নেবে ভাবছে? মার্কিন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, রাশিয়া চীন আক্রমণ করবে নাকি?

ডেভিডফ যেন চিন্তা করল। প্রশ্নের গুরুত্ব যেন উপলব্ধি করে ভাবছে কি উত্তর দেবে। তারপর বলল:

হ্যাঁ, চীন আক্রমণ করার কথাই ভাবা হচ্ছে এবং এমন কি নিউক্লিয়ার অস্ত্র প্রয়োগের কথাও ভাবা হচ্ছে।

মার্কিন ভদ্রলোক নিরুত্তর রইলেন। মসকো থেকে ডেভিডফকে যে প্রশ্নটি পাঠান হয়েছিল এইবার ডেভিডফ মার্কিন ভদ্রলোককে সেই প্রশ্ন করল :

আচ্ছা আমরা যদি চীন আক্রমণ করি তাহলে তোমার সরকারের প্রতিক্রিয়া বা আমাদের প্রতি তোমাদের মনোভাব কি হবে ?

মার্কিন ভদ্রলোক কোনো উত্তর দিলেন না। অন্য কথা বলে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন তবে বললেন যে তিনি এ বিষয় নিয়ে হোয়াইট হাউসের সঙ্গে আলোচনা করবেন। কেজিবি অফিসার এই ত চাইছিল। তার এই প্রশ্ন যেন প্রেসিডেণ্ট নিকসনের কানে ওঠে।

প্রেসিডেণ্ট নিকসন এ প্রশ্নের কোনো জবাব দেন নি। এক্ষেত্রে কাউকে সমর্থন করা বা পক্ষপাত দেখান অ্যামেরিকার পক্ষে ঠিক হত না। অ্যামেরিকা তখন রুশ এবং চীন দু'জনের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সমান সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইছে অতএব প্রেসিডেণ্ট নিকসন সংশ্লিষ্ট সকলকে নীরব থাকবার উপদেশ দিলেন।

সারা ইউরোপের মানুষ লেনিনগ্রাডের কিরলভ ব্যালে কম্পানির নাম জানে আর সেই ব্যালে গ্রুপের একজন প্রধান নর্তক হল ভ্যালেরি প্যানভ। রুশ সরকার এবং বিদেশ থেকেও প্যানভ অনেক সম্মান ও পুরস্কার অর্জন করেছে।

প্যানভ রাশিয়ান হলেও ইহুদি। ১৯৬১ সালের মার্চ মাসে সে স্থির করল যে সে ইজরেলে গিয়ে বসবাস করবে। এজন্যে সরকারের কাছে আবেদন করতে হবে। আবেদনের সঙ্গে একটা ক্যারেকটার সার্টিফিকেট থাকা চাই। এই সার্টিফিকেটের জন্যে প্যানভ ব্যালে ইউনিয়নকে অনুরোধ করল।

এই ব্যালে ইউনিয়ন সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। আঠার দিন পরে প্যানভ জবাব পেল। সভ্যপদ থেকে ইউনিয়ন তার নাম ত খারিজ করেছেই উপরন্তু তাকে বিশ্বাসঘাতক বলে অভিহিত করেছে।

ফলে প্যানভের ইজরেল যাওয়া বন্ধ ত হলই এমন কি বেচারীর রাশিয়াতে নাচও বন্ধ হয়ে গেল।

ঐ কিরলভ ব্যালে কম্পানিতে প্যানভের বৌ সুন্দরী গ্যালিনা রোগোজিনাও একজন ব্যালেরিনা ছিল। স্বামীর জন্যে তাকেও শাস্তি ভোগ করতে হল। তার পদাবনতি ঘটিয়ে বেতন কমিয়ে দেওয়া হল। এ হল এপ্রিল মাসের ঘটনা।

মে মাসের শেষাশেষি প্যানভ একদিন যখন রাস্তা দিয়ে একা কোথাও যাচ্ছিল তখন হঠাৎ দু'জন মিলিটারি পুলিস থুতু ফেলার অপরাধে তাকে ধরে। পরে তার বিরুদ্ধে গুণ্ডামির অপরাধে লেনিন-গ্রাডের জেলখানায় আটক করা হয়। যে ঘরে তাকে আটকান হয় সেই ঘরে হাত পা কাটা ও খঞ্জ কয়েকজন কয়েদি ছিল। প্যানভ ভয় পেল। কেজিবি কি তার পা কেটে দেবে নাকি।

কিন্তু কিছুদিন পরে তাকে ছেড়ে দেওয়া হল। পাঁচদিন পরে সে আবার যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল তখন আবার থুতু ফেলার অপরাধে তাকে গ্রেফতার করা হল এবং পনেরো দিন জেল দেওয়া হল।

জেল থেকে একদিন ছাড়া পেল। হাতে পয়সা নেই, খাওয়া জোটে না। বিদেশ থেকে বন্ধুরা টাকা পাঠায় কিন্তু সে টাকা তার হাতে পৌঁছয় না। স্থানীয় বন্ধুদের টেলিফোন করলে তারা কণ্ঠস্বর চিনতে পেরেই লাইন কেটে দেয়। এদিকে বেকার থাকলে জেলে যাবার সম্ভাবনা আছে। রাশিয়ার সংস্কৃতির একজন খ্যাতনামা শিল্পীর শেষ পর্যন্ত কি পরিণতি হল তা আমাদের জানা নেই।

আর একটি ঘটনা। বল্টিক সাগরে সুইডেন উপকূল থেকে চল্লিশ মাইল আন্দাজ দূরে ডেনমার্কবাসীদের একটি ট্রলার শ্যামন মাছ ধরছিল। তারিখটা হল ১৯৬১ সালের ৮ সেপ্টেম্বর। ট্রলারটির নাম 'উইণ্ডি লাক'। এমন সময় একটি মোটরবোট ট্রলারটির কাছে এগিয়ে এল। মোটরবোটে ছিল একজন মাত্র যাত্রী, মাঝবয়সী, চোখে-

মুখে ভীতির চিহ্ন সুস্পষ্ট। চুল উসকো খুসকো, দেহ রোদে পোড়া। দেখে মনে হল লোকটি বিপদগ্রস্ত।

লোকটি তার মোটরবোট থেকে ভাঙা ভাঙা জার্মান ও ইংরেজিতে ট্রলার চালকদের চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করছে, "তোমরা কি কমিউ-নিস্ট?" ট্রলার চালকেরা যখন বলল যে তারা কমিউনিস্ট নয় তখন সে বলল "আমি সোভিয়েট রাশিয়া থেকে পালিয়ে আসছি, তোমাদের আশ্রয় চাই।"

তখন ট্রলারের দু'জন চালক আর্নে এবং বোর্গ লারসেন ট্রলারের নাবিকদের সাহায্যে সেই পরিশ্রান্ত লোকটিকে তার মোটরবোট থেকে তুলে নিল। লোকটি কি বলল এবং তার নামই বা কি বলল তা তার উদ্ধারকারীরা বুঝতে পারল না। মনে হল সোভিয়েট রাশিয়া তার দেশ লিথুয়ানিয়া বা এসটোনিয়া দখল করবার আগে সে দেশ থেকে পালিয়েছে। পালাবার প্ল্যান সে অনেক আগে থেকেই করে রেখেছিল এবং সেই উদ্দেশ্যে সুইডেন পর্যন্ত পৌঁছবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য ও পেট্রল সংগ্রহ করেছিল। খাদ্য আগেই ফুরিয়ে গেছে তবে তখনও কিছু পেট্রল অবশিষ্ট আছে।

বাতাসের অভাবে সে চলতি পথ থেকে দূরে চলে গেছে নইলে এতদিনে সে সুইডেন পৌঁছে যেত। ট্রলার চালকেরা ডেনমার্কের লোক। তারা লোকটিকে ভরসা দিল যে আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তারা ওকে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দেবে, তখন মুক্তির আশ্বাসে ও কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে উঠল।

সুইডেনের দিকে ট্রলারের মুখ ঘোরানো হল। কিছু দূর যাবার পর লারসেনরা লক্ষ্য করল যে একটি সোভিয়েট যুদ্ধ জাহাজ তাদের দিকে বেগে ছুটে আসছে। জাহাজ থেকে কাস্তে হাতুড়ি চিহ্নিত সবুজ রঙের একটি পতাকা উড়ছে। এই পতাকা হল কেজিবি-এর প্রতীক অর্থাৎ জাহাজখানি কেজিবি-এর।

কেজিবি-এর জাহাজখানা সেই ট্রলারের পাশে এসে পড়ল। জাহাজ থেকে একজন অফিসার মুখে মেগাফোন লাগিয়ে বলল, ট্রলার

থামাও। লারসেনরা আদেশ অগ্রাহ্য করে ট্রলার চালাতে লাগল কারণ তারা তখন খোলা সমুদ্রে রয়েছে। কোনও দেশের এলাকার মধ্যে নয়, সোভিয়েট এলাকার মধ্যে ত নয়ই।

কেজিবি-এর জাহাজ সেই ট্রলারের প্রায় পাশে এসে ঘেঁসে চলতে লাগল, যে কোনো সময়ে ধাক্কা দিয়ে ট্রলার উলটে দিতে পারে। জাহাজের ডেক থেকে তাদের দিকে দুটো মেসিন গান তাক করা হল। অতএব ট্রলারকে এঞ্জিন বন্ধ করতে হল।

তারপর রিভলভার হাতে সোভিয়েট অফিসারেরা ট্রলারে উঠে এসে বলল যে তারা ট্রলার সার্চ করবে। কেবিনে সেই আশ্রয়প্রার্থী লোকটি লুকিয়ে ছিল। আর্নে সোভিয়েট অফিসারদের বাধা দেবার চেষ্টা করল, কিন্তু বৃথা।

লারসেনরা বলল, যে লোকটি তাদের একজন নাবিক, অসুস্থ হয়ে পড়েছে। যুক্তি টিকল না। মোটরবোটটা ওরা ট্রলারের পিছনে বেঁধে নিয়ে আসছিল। সেই মোটরবোটে লোকটির পাসপোর্ট এবং পরিচয় পত্র পাওয়া গেল। লোকটিকে রাশিয়ানরা ধরে নিয়ে গেল।

বাইশ দিন পরে সুইডেনের গটল্যাণ্ড দ্বীপের কাছে 'টমাস মূলার' নামে একটি ট্রলার শ্যামন মাছ ধরবার জন্য সমুদ্রে জাল ছড়িয়ে দিচ্ছিল। বিকেল হয়ে এলেও সূর্য তখনও প্রখর এবং সমুদ্র শান্ত।

এমন সময় একটা সোভিয়েট জাহাজ দ্রুতবেগে ট্রলারের দিকে ধেয়ে এসে ট্রলার প্রেরিত ইণ্টারন্যাশানাল ওয়ার্নিং সিগন্যাল উপেক্ষা করে তাকে ধাক্কা মেরে জাল ছিন্ন ভিন্ন করে চলে গেল। ভাগ্যক্রমে ট্রলারটি উলটে যায় নি।

ডেনমার্ক সরকার ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত করেছিল। পরে ডেনমার্ক সরকার তাদের দেশের জেলেদের সতর্ক করে দেয় যে তারা যেন আর কোন সোভিয়েট আশ্রয়প্রার্থীকে তাদের ট্রলারে তুলে না নেয়।

পেটেন্ট এবং ট্রেডমার্ক স্বত্ব রক্ষার যে আন্তর্জাতিক সংস্থা আছে,

যার নাম ইণ্টারন্যাশানাল অ্যাসোসিয়েশন ফর দি প্রোটেকশন অফ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল প্রপার্টি তারই বিভিন্ন দেশের উকিল এবং ব্যবসায়ীরা নিজেদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে ১৯৭২ সালের ২৩ এপ্রিল তারিখে ফ্রান্সের ক্যানে শহরে মিলিত হয়েছিল।

এই সম্মিলনীতে রাশিয়া থেকেও একজন প্রতিনিধি এসেছিল। তাঁর নাম পিটোভ্রানভ, সোভিয়েট চেম্বার অফ কমার্সের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট।

৫৭ বৎসর বয়স্ক হাস্যময় এই ব্যক্তিটি সকলের সঙ্গে বেশ সহজভাবে মেলামেশা করতে লাগল। দেখে মনে হয় বুদ্ধিজীবি, ইংরেজি, ফরাসি এবং জার্মান ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে। তার ইচ্ছা সকলে রাশিয়ার সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য করুক। কোনো অসুবিধে নেই, শর্তও উদার। বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ীরা তার সঙ্গে আলাপ করে মুগ্ধ এবং তারা আলাপের সময় নিজেদের কিছু কিছু তথ্যও প্রকাশ করতে লাগল।

কিন্তু হায় ব্যবসায়ীরা কেউ পিটোভ্রানভের আসল পরিচয় জানে না। জানলে তাকে এড়িয়ে চলত এবং কোনো তথ্যই প্রকাশ করত না।

পিটোভ্রানভ আসলে একজন এঞ্জিনিয়ার। ১৯৩৮ সালে সে সিক্রেট পলিটিক্যাল পুলিস দলে যোগ দেয় এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অসাধারণ কৃতিত্বের জন্যে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হয়। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত তার কাজ ছিল 'বিপথ-গামী' সোভিয়েট নাগরিকদের শায়েস্তা করা।

উচ্চমহলের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে বেচারীর জেল হয়ে যায় কিন্তু ম্যালেনকভ তাকে উদ্ধার করে। তাকে নতুন কাজের ভার দেওয়া হয়, বিদেশে চোরাগোপ্তা কাজ চালানো। কিন্তু কর্তারা লক্ষ্য করলেন যে পিটোভ্রানভ অসাধারণ বুদ্ধিমান। তাকে কেজিবি সংগঠনে আনা হল। যখন যেখানে গোলমাল দেখা যেত, দেশে বা বিদেশে, তার মীমাংসা করবার জন্যে তাকে সেখানে পাঠান হত। ইস্ট বার্লিনে

তাকে কেজিবি রেসিডেন্ট করে পাঠান হয়েছিল। সেখানে সে এসপিওনেজ এবং কিডন্যাপিং তদারক করত। পরে তাকে কেজিবি রেসিডেন্ট করে পিকিং পাঠান হয়। দুই শহরেই সে দারুণভাবে কৃতকার্য। পিকিং থেকে ফিরিয়ে এনে তাকে কেজিবি ট্রেনিং স্কুলের ডিরেকটর করা হয়।

পশ্চিমী দেশের ব্যবসাবাণিজ্যে বাধা দেওয়ার একটা চক্রান্ত করা হয়। সেই চক্রান্ত কার্যকরী করবার উদ্দেশ্যে পিটোভ্রানভকে পলিট-ব্যুরো ১৯৬০ সালে চেম্বার অফ কমার্সে নিয়ে এল। তখন থেকে সে বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য মেলায় এবং ব্যবসায়ীদের সম্মিলনীতে ঘুরে বেড়ায়, রাশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করে আর সেই সঙ্গে অন্য দেশের তথ্য সংগ্রহ করে পরে গোলমাল সৃষ্টি করে। এই হল তার কাজ।

পিটোভ্রানভের বুদ্ধিজীবিদের মতো নানা বিষয়ে কথাবার্তা, স্বতঃস্ফূর্ত হাসি, লাঞ্চ ও ডিনার পার্টি দেওয়া এসবই আবরণ। আসলে লোকটি শিকারী। প্রখর তার দৃষ্টি, তীক্ষ্ণ তার বুদ্ধি। বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই সে ক্যানে গিয়েছিল।

আর একটি ঘটনা। একজন মার্কিন সিকিউরিটি অফিসার একটি স্পেশাল রেডিও মনিটর নিয়ে ১৯৬১ সালের মার্চ মাসের এক সন্ধ্যায় রোমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্টে অ্যামেরিকান এমব্যাসি কর্তৃক বেতারে প্রেরিত কথাবার্তা ইলেকট্রনিক যন্ত্রে রুটিন চেক করছিল।

হঠাৎ সে শুনতে পেল দু'জন ব্যক্তি প্রাণ খুলে আলাপ করছে। তাদের ঘরে কেউ কোথাও লুকিয়ে মাইক্রোফোন রেখে দিয়েছিল। দু'জনের মধ্যে একজন হল এমব্যাসির উচ্চপদস্থ কূটনীতিক। সিকি-উরিটি অফিসার তৎক্ষণাৎ তার ঘরে গিয়ে তার হাতে একখানা কাগজ দিল। তাতে লেখা ছিল ঘর থেকে বেরিয়ে কথা বল এবং সাবধানে কারণ তোমাদের কথা আমার রেডিওতে শোনা যাচ্ছে, ইউ আর অন দি এয়ার।

তারা অপর ঘরে চলে যাওয়ার পরও তাদের কথা শোনা যেতে লাগল। তখন সিকিউরিটি অফিসার সাব্যস্ত করল ওদের পরিচ্ছদের মধ্যেই কেউ মাইক্রোফোন লুকিয়ে রেখেছে। এ নিশ্চয় কেজিবি এর কাজ।

কূটনীতিকের পোশাক সার্চ করে কিছু পাওয়া গেল না অথচ সার্চ করার পরও তার কথা রেডিওতে শোনা যাচ্ছে। ব্যাপার কি?

তখন সেই সিকিউরিটি অফিসার বলল: জুতো খুলুন ত?

খুঁজতে খুঁজতে বাঁ পায়ের জুতোর গোড়ালির ভেতর থেকে মাত্র দু' আউন্স ওজনের ক্ষুদে অথচ শক্তিশালী একটা মাইক্রোফোন বেরিয়ে পড়ল। গোড়ালির ভেতরে সরু একটা ছিদ্র ছিল।

জুতোর গোড়ালিতে কে কখন মাইক্রোফোন ঢোকালো?

মনে পড়ল। এমব্যাসির একজন মেডকে দিয়ে কূটনীতিক তার জুতো মেরামত করতে পাঠিয়েছিল। সেই সুযোগে কেজিবি-এর লোক জুতোর আসল গোড়ালি খুলে নকল ফাঁপা গোড়ালি বসিয়ে দিয়েছে যার ভেতরে ছিল শক্তিশালী সেই বিচ্ছু ট্রান্সমিটার! সেই ট্রান্সমিটারের সঙ্গে ক্ষুদে একটা মাইক্রোফোনেরও যোগাযোগ ছিল।

যোগাযোগ কাজটা সেই মেডই সম্পাদন করত। মেড ছিল কেজিবি-এর বেতনভূক।

স্পেশাল রেডিও মনিটর দ্বারা চেক করার পদ্ধতি না থাকলে আরও কত গুপ্ত তথ্য ফাঁস হত।

মস্কো, মেকসিকো সিটি, ফ্লোরিডা, লিথুয়ানিয়া ওয়াশিংটন, লেনিনগ্রাড, বাল্টিক সমুদ্র, ক্যালে এবং বুখারেস্টের এইসব ঘটনার উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হল কেজিবি-এর বিভিন্নমুখী কার্যাবলীর পরিচয় দেওয়া। কেজিবি-এর কর্তারা বলে যে কেজিবি সংগঠন হল ঢাল ও তলোয়ার। ঢাল রক্ষা করে, তলোয়ার আক্রমণ করে। কেজিবি-এর জন্যেই পার্টি বেঁচে আছে।

এই জন্যেই সোভিয়েট সরকার কেজিবি-কে প্রচুর অর্থ দেয়, ক্ষমতাও দিয়েছে প্রচুর।

এইবার কে.জি.বি-এর একটি অসাধারণ কীর্তির উল্লেখ করছি। ঘটনাটি পড়লে জানা যাবে কত দূর সূক্ষ্মভাবে তারা চুপিসাড়ে কাজ সারে।

ইউ এস ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট অর্থাৎ অ্যামেরিকার যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষা বিভাগের হেডকোয়ার্টার যে বাড়িতে অবস্থিত সেই বাড়ির নাম পেণ্টাগন। বাড়িটার পাঁচটা বিশাল ডানা আছে তাই এর নাম পেণ্টাগন। এত বড় বাড়ি অ্যামেরিকায় আর দ্বিতীয় নেই।

এই পেণ্টাগনের কোন এক কোনে চাকরি করে সার্জেণ্ট রবার্ট লি জনসন। যাদের নাম হয় রবার্ট, তাদের ডাকনাম হয় বব। উইলিয়ম যেমন বিল, এডওয়ার্ড যেমন টেড, রবার্ট তেমনি বব।

বব জনসন একদিন তার ব্যাংক থেকে তার সঞ্চিত ষোলো হাজার ডলার তুলে নিজের গাড়িতে উঠে বেরিয়ে পড়ল।

স্ত্রী হেডউইগ অর্থাৎ হেডিকে বলে গেল আমি অফিস যাচ্ছি।

হেডি খেঁকিয়ে উঠল : তুমি জাহান্নমে যাও। মাতাল, জুয়াড়ি, পাজি, বদমাশ, মাগীবাজ, স্পাই, তুমি মর। আমার হাড়ে বাতাস লাগুক···

হেডি মাটিতে পা ঠুকে, চুল টেনে গায়ের ফ্রক ফেলে দিয়ে হাতের মুঠো দেখিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে আরও কত কি বলল, বব জনসন সে সব শুনল না। সে তার গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। বেলা তখন পৌনে তিনটে।

আমি যাচ্ছি বলে বাড়ি থেকে বব বেরোল বটে কিন্তু সে অফিসে গেল না এবং কোনোওদিন আর অফিসে যায় নি। ছ'দিন পরে ওয়াশিংটন পোস্ট দৈনিক পত্রিকায় তার নিরুদ্দেশের খবর ছাপা হল।

পেণ্টাগনের একজন মুখপাত্র ঐ পত্রিকার রিপোর্টারকে বলল ব্যাপারটা রহস্যজনক। সে কি চাকরি থেকে পালিয়ে গেল, কেউ তাকে ধরে নিয়ে গেল নাকি খুন করল?

চিন্তার কারণ ছিল বৈকি কারণ পেন্টাগনে বব জনসনের কাজ ছিল গোপন নথিপত্র স্থানান্তরে পৌঁছে দেওয়া। পদের নাম ছিল কুরিয়ার অফ সিক্রেট ডকুমেন্ট।

ইতিমধ্যে একটা কাণ্ড ঘটেছে। কোপেনহেগেনে রাশিয়ান দূতাবাস থেকে একজন কূটনীতিক, ধরা যাক তার নাম মিখাইল, অ্যামেরিকায় আশ্রয় প্রার্থনা করে। তার প্রার্থনা মঞ্জুর করা হয়। তাকে অ্যামেরিকায় আনা হয় এবং তার মারফত অ্যামেরিকা অনেক গোপন তথ্য জানতে পারে। মিখাইল বলে যে ফ্রান্সের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ ও সামরিক বিভাগে কেজিবি-এর গুপ্তচরেরা ঢুকে পড়েছে এমন কি ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট দ্য গলের একজন বিশ্বাসভাজন উচ্চপদস্থ অফিসার কেজিবি এজেন্ট। এরা সকলেই ফরাসি নাগরিক। এই স্পাইচক্রের কোড নেম ছিল 'স্যাফায়ার'।

স্যাফায়ার পরিচালনা করে কেজিবি-এর একজন টপম্যান। আর ফ্রান্সে বসে তার নির্দেশ অনুসারে ফরাসি কেজিবি এজেন্টদের যে পরিচালনা করে তার নাম গরলভ।

ঐ সোভিয়েট চরচক্র ফ্রান্সের অনেক মিলিটারি সিক্রেট মস্কোয় পাচার করেছে এবং কোপেনহেগেনের নর্থ অ্যাটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন অর্থাৎ ন্যাটো হেডকোয়ার্টারেরও অনেক খবর তারা কেজিবি হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়েছে।

এই গুরুত্বপূর্ণ খবর জানিয়ে প্রেসিডেন্ট কেনেডি ব্যক্তিগত একটি চিঠি লিখলেন প্রেসিডেন্ট দ্য গলকে এবং একজন বিশেষ দূত মারফত সেই চিঠি প্যারিসে পাঠালেন। আর এদিকে এফ বি আই-কে কড়া নির্দেশ দিলেন কেজিবি স্পাইদের ধরবার জন্যে সারা অ্যামেরিকা তোলপাড় কর।

মিখাইল যে স্বীকারোক্তি করেছিল তা রুশ ভাষায়। তার অনুবাদ করে একটি ফাইল তৈরি হয়েছে। সেই ফাইল থেকে এফ বি আই অনেক সূত্র পায়। সেই ফাইলে কোথাও বোধহয় বব জনসনের নাম ছিল।

বব জনসনের বৌ হেডি তীব্র মানসিক রোগে ভুগছিল। মাঝে মাঝে সে সম্পূর্ণ পাগল হয়ে যেত। একদিন সকালে জনসন তার বউ হেডিকে ওয়াশিংটনের ওয়ালটার রিড হাসপাতালের মানসিক রোগ বিভাগে ভর্তি করবার জন্যে বুঝিয়ে সুজিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

হেডি যদি সেদিন হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যেত তাহলে বব জনসনকে পালাতে হত না। হেডির ভয়েই তাকে পালাতে হল। ঐ হাসপাতালে হেডি আগে একবার কিছুদিন কাটিয়ে গেছে এবং সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছিল। বব জনসন বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলেও তার বউই তাকে ডুবিয়ে দিল শেষ পর্যন্ত।

বউ হেডিকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে জনসন হাসপাতালে গেল খোঁজ নিতে। ইনকুয়ারিতে শুনল যে মানসিক রোগ বিভাগের ডাক্তার মঙ্গলবারের আগে আসবেন না। অতএব আজ কিছু করা যাবে না। রোগীকে পরীক্ষা করবার কেউ নেই, ভর্তি করার ত প্রশ্নই ওঠে না।

ইনকুয়ারি থেকে বলল যে ব্যাপারটা ত জরুরী নয়, আর দুটো দিন অপেক্ষা করা যাবে না? মঙ্গলবার এস।

ব্যাপারটা যে কত জরুরী তা সে কি করে হাসপাতালের মানুষদের বোঝাবে? তার বউ যে হঠাতই মাঝে মাঝে ক্ষেপে ওঠে, জামা কাপড় সব খুলে ফেলে, ডিশ, প্লেট, কাপ ভাঙতে থাকে, চিৎকার করে অশ্লীল ভাষায় গালাগাল দেয়।

শুধু গালাগাল দিলেও কথা ছিল, বলুক না যত ইচ্ছে মাগীবাজ, বেহন্মা কিন্তু পাড়া প্রতিবেশীদের যে শুনিয়ে শুনিয়ে সে বলে তোমরা সবাই শোনো বব একটা নোংরা স্পাই। সকলেই কি আর কথাটা পাগলের প্রলাপ মনে করে? কেউ যদি এফবিআই-কে শুধু একটা টেলিফোন করে দেয় যে সার্জেন্ট বব জনসন একটা স্পাই। তাহলে?

বব জনসন ভয়ে ভয়ে দিন কাটায়! সেদিন সে এইজন্যেই হেডিকে হাসপাতালে ভর্তি করতে নিয়ে গিয়েছিল। ভর্তি করতে না পেরে বব বেপরোয়া হয়ে উঠল। যা হয় হবে, সে এমন দজ্জাল পাগল বউকে ত্যাগ করে পালাবে।

হেডি কিন্তু এমন ছিল না। ষোল বছর তাদের ভাব। হেডি ত একদা সুন্দরীই ছিল। দেহের গঠন ছিল সাঁতারের পোষাক পরা বেদিং বিউটি মডেলের মতো। তবে এখন বয়স হয়েছে, একচল্লিশ হল। মানসিক রোগের জন্যেই চেহারা খারাপ হয়েছে, নিয়ম করে খায় না, স্নান করে না, রাত্রে ঘুম হয় না।

কিন্তু রোগটা কেন হল? তিন বছর ধরে সে মানসিক ব্যাধিতে ভুগছে। দারুণ একটা বিকার। চিকিৎসা করালে কিছু দিন ভাল থাকে। রোগের প্রকোপ যখন বাড়ে তখন ববকে উদ্দেশ করে চিৎকার করে, ইউ আর এ ফিলদি স্পাই, রাশিয়া তোমাকে টাকা দেয়। আমি সব জানি, আমি এফ বি আই-কে বলে দোব। এই শেষের কথা শুনেই বব জনসন ভয়ে কেঁপে ওঠে। পাগল কখন কি করবে কে জানে। বলে দিলেই হল।

তাই সেদিন বব জনসন বউ-এর ভয়ে ব্যাংক থেকে মোটা টাকা তুলে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল। বব জনসন দেশের যে কি ক্ষতি করে গেছে তা পেন্টাগণ বা এফ বি আই এখনও জানে না।

নিরীহদর্শন সার্জেন্ট রবার্ট জনসনের হাত দিয়ে কেজিবি যে সব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেছিল তা যদি তারা কাজে লাগাতে পারত তাহলে পশ্চিম ইউরোপ সোভিয়েট রাশিয়ার প্রভাবে এসে যেত। কিন্তু রাশিয়া সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারে নি।

ন্যাটো জোটের দেশগুলি ইউরোপের কোথায় কি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অবলম্বন করছে, কোথায় রকেট বেস স্থাপন করছে, কোথায় তৈরি করছে মিসাইল বেস, রাশিয়া যদি আক্রমণ করে তাহলে ন্যাটো জোটের সমর কৌশল কি হবে, এ সবের বিস্তারিত প্ল্যান মস্কোর হস্তগত হয়েছিল এবং এই সব প্ল্যান ঐ সার্জেন্ট বব জনসন প্যারিসে কেজিবি এজেন্টের হাতে তুলে দিয়েছিল। সে নিজেই জানত না যে সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে কি গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র কেজিবি-এর হাতে তুলে দিয়ে সে নিজের দেশের সর্বনাশ করছে।

এই কুকাজ বব জনসন একা করে নি। তার এক সঙ্গী ছিল

এবং হেডিও তাকে সাহায্য করত। আধুনিক কালে এদের তুল্য স্পাই বিরল।

সার্জেন্ট রবার্ট জনসনের স্পাই হবার কোনো যোগ্যতা নেই এবং স্পাই হবার মূলে তার কোনো প্রেরণাও ছিল না। সে কোনো রাজনৈতিক পার্টিভুক্ত নয়। কোনো রাজনৈতিক মতবাদেও বিশ্বাসী নয়। তার কোনো আদর্শ নেই, লোভও ছিল না এমন কি ঝোঁকের বশে দুঃসাহসিক কিছু কাণ্ড করবারও আগ্রহ ছিল না তবুও সে দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করল।

তবে সে ঝোঁকের মাথায় স্পাই হয়েছিল এবং সাময়িক দারিদ্র্যও কিছু পরিমাণে দায়ী।

১৯৫২ সালের কথা। বব জনসন তখন বারলিনে অ্যামেরিকান জোনে মিলিটারি ক্লার্ক। তার বেশি অন্য কোনো চাকরি করার তার যোগ্যতা ছিল না অথচ তার এক সহকর্মীকে কর্তৃপক্ষ যোগ্য বিবেচনা করে যখন প্রমোশন দিল বব তখন ক্ষেপে গেল।

প্রতিবাদ করে যখন কিছু করতে পারল না তখন স্থির করল সে প্রতিশোধ নেবে। দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি তোমাদের। সে বারলিনের রাশিয়ান জোনে চলে যাবে। বব মনে মনে ভাবছিল সে একটা কেউকেটা! রাশিয়ানরা তাকে লুফে নেবে। সে মস্কো রেডিও থেকে মার্কিন নীতির কঠোর সমালোচনা করবে, গুপ্ত ফাঁস করে দেবে, তখন প্রমোশন না দেওয়ার মজাটি টের পাবে।

কিন্তু রাশিয়ানদের কাছে যাবে কি করে? কোথায় যাবে? কার কাছে যাবে? এ ত এক সমস্যা?

হেডি বোধহয় তাকে সাহায্য করতে পারে। হেডি তার গার্ল ফ্রেণ্ড। এখনও তাদের বিয়ে হয় নি।

১৯৪৮ সালে বব জনসন যখন ভিয়েনাতে ছিল তখন সুন্দরী অস্ট্রিয়ান যুবতী হেডির সঙ্গে তার পরিচয়। ভিয়েনাতে বব একা, হেডিও একা তাই ওরা দু'জনে একই বাসায়, এক-সঙ্গে থাকত।

পরে বব যখন বারলিনে এল তখন হেডিও বারলিনে এল এবং ভিয়েনার মতো বারলিনেও দু'জনে একই সঙ্গে বাস করতে লাগল।

হেডির একটা স্বামীর দরকার। এমন সুন্দরী মেয়ের এতদিন কেন বিয়ে হয় নি সেইটেই আশ্চর্যের ব্যাপার। বয়সে সে হয় ত বব জনসনের চেয়ে বড় হবে। বলতে গেলে হেডি এতদিন বৈরিণী জীবন কাটিয়েছে। আর ভাল লাগে না। এখন সে একটা শক্ত খুঁটি চায়। স্বামী হিসেবে বব খারাপ কি? বব কিন্তু নিজে তখনও বিয়ে করতে উৎসুক নয়। বেশ ত চলছে, এই স্বাধীন জীবন কি মন্দ?

তখন ব্যারিকেড ওঠে নি, ওয়েস্ট বারলিন থেকে রাশিয়ান জোন ইস্ট বারলিনে যাওয়া সহজ ছিল। ইচ্ছে করলেই যাওয়া যেত। বব জনসন না হয় ইস্ট বারলিনে যাবে, কিন্তু যাবে কার কাছে?

হেডি ত ভিয়েনার মেয়ে। তার পরিচিত অনেক পুরুষ ত ওদিকে আছে। সে বোধ হয় সাহায্য করতে পারে।

হেডির কাছে বব একদিন প্রস্তাব করল তুমি রাশিয়ানদের সঙ্গে যোগাযোগ কর। রাশিয়ানদের সঙ্গে? হেডি ভয় পেয়ে যায়। বলে রাশিয়ানদের সঙ্গে যোগাযোগ কেন? তুমি নিজে যাও। ওরা ভারি পাজি। যুদ্ধের সময় ওদের সৈন্যদের অস্ট্রিয়ায় দেখেছি ত, বর্বর, কত মেয়ের সর্বনাশ করেছে, ওদের ভয়ে আমি পথে বেরোতুম না। আমি ত ছেলে সেজে থাকতুম, সব সময় ছেলেদের মত প্যাণ্ট পরতুম। মাথার চুল ছোট করে ছেঁটে ফেলেছিলুম। না বব, আমি ওদের সামনে দাঁড়াতে পারব না।

পারবে না? তাহলে তুমি আমার কাছ থেকে চলে যাও। বিয়ের কথা বলেছিলে না? ওসব বিয়েটিয়ে তাহলে ভুলে যাও।

তা আবার হয় নাকি? এতদিন একসঙ্গে রইলুম, স্বামী স্ত্রীর মতো একসঙ্গে এক বিছানায় শুলুম আর এখন তুমি আমাকে তাড়িয়ে দেবে? বেশ মানুষ ত? তাহলে আমিও তোমাকে ছাড়ব না। আমিও তোমার অফিসে গিয়ে বলে দোব যে তুমি আমাকে রাশিয়ানদের কাছে পাঠাতে চাইছ। তোমার মতলব ফাঁস করে দোব।

শেষ পর্যন্ত দু'জনে মিটমাট হয়। হেডি একদিন একা ইস্ট বারলিন গেল। শহরের স্ট্যালিন অ্যালিতে একজন রাশিয়ান অফিসারকে বেশ খানিকটা অনুসরণ করে গেল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহস হল না।

তারপর হেডি আরও একদিন ইস্ট বারলিনে গেল। এবার শহর কার্লহর্স্ট অঞ্চলে। একজন রাশিয়ান সব শুনে বলল: না বাপু ভ্যাগাবণ্ড বা নিষ্কর্মা মানুষের সোভিয়েট ইউনিয়নে কোনো দরকার নেই তবে সুন্দরী তুমি যখন বলছ তখন তোমার সেই সার্জেণ্টকে একদিন নিয়ে এস, কথা বলে দেখি।

২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩। জর্জ ওয়াশিংটনের জন্মদিন উপলক্ষ্যে বারলিনে অ্যামেরিকানদের ছুটি। সেদিন দু'জনে ওয়েস্ট বারলিনে ট্রেনে চেপে ইস্ট বারলিন যেয়ে কার্লহর্স্ট স্টেশনে নামল।

বেলা তখন দশটা। স্টেশনে কেজিবি অফিসার ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল। একজন পুরুষ, অপর জন রমণী। ওরা নিজেদের মিঃ ও মিসেস হোয়াইট বলে পরিচয় দিল।

মিঃ হোয়াইট বেশ মোটাসোটা ঘাড়ে গর্দানে, মাথার সামনে টাক পড়ছে। গোল মুখ। গালের মাংস ঝুলছে, হাসলে কাঁপে। পুরু নাক। মিসেস হোয়াইট-এর চেহারা দশাসই, স্বামীর চেয়ে লম্বা, বুকের মাপ বোধ হয় বিয়াল্লিশ ইঞ্চি হবে। লাল স্কার্টের ওপর সবুজ জ্যাকেট, মাথায় টুপি। সব মিলিয়ে দেখতে খারাপ নয়। বেশ হাসি-খুশি দু'জনেই।

হোয়াইটদের সঙ্গে গাড়ি ছিল। ওরা হেডি ও ববকে গাড়িতে উঠিয়ে কিছু রাস্তা ঘুরে বেশ বড়সড় একটা পাথরের বাড়ির সামনে থামল। বাড়ির সব জানালায় মোটা ও মজবুত জাল লাগানো। জেলখানা নাকি?

ওদের একটা ঘরে বসানো হল। জানালা খোলা থাকলেও পুরু পর্দা ঝুলছে। সেজন্যে অন্ধকার দূর করবার জন্যে মাথার ওপর একটা হলদে আলো জ্বলছে তেজ কম।

ওরা বসেছিল একটা টেবিলের সামনে। একজন লোক এসে ঘরের সব জানালা বন্ধ করে দিয়ে গেল।

একজন লোক এসে ওদের সামনে টেবিলের ওধারে বসল। বসবার আগে কিছু বলল না বা ওদের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেকও করল না। মিঃ হোয়াইট পরিচয় দিল লোকটির নাম মিঃ ব্রাউন। হোয়াইট এবং ব্রাউন নিশ্চয় ছদ্মনাম। রাশিয়ানদের এরকম নাম বব বা হেডি শোনে নি।

কথা আরম্ভ করার আগেই টেবিলেব ওপর ভদকা এবং পাঁচটি গেলাস এল। ব্রাউন নিজে প্রত্যেক গেলাসে বোতল থেকে ভদকা ঢেলে প্রত্যেকের হাতে তুলে দিল তারপর সকলের সঙ্গে গেলাস ঠেকিয়ে "শান্তির জন্য" বলে গেলাসে চুমুক দিতে আরম্ভ করল।

জনসন ত ভদকা পেয়ে ভারি খুশি। ভদকা তার খুব প্রিয়। এই ভদকা একেবারে খাঁটি, মেড ইন রাশিয়া, স্বাদে, গন্ধে, গুণে সেরা।

একদফা ভদকা পানের পর ব্রাউন জনসনের কাহিনী শুনতে চাইল। জনসন কিছু গোপন করল না, সব বলল।

ব্রাউন জিজ্ঞাসা করল : সমাজবাদে তুমি বিশ্বাস কর?

সমাজবাদ সম্বন্ধে আমার স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই তবে মনে হয় খারাপ নয়, বব জনসন উত্তর দিল।

তোমার কি কোনো ধর্মমত আছে? ব্রাউন প্রশ্ন করে।

ধর্মমত মানে গড, না না ওসব বা চার্চ আমি বিশ্বাস করি না, বলে নিজেই বোতল থেকে গেলাসে খানিকটা ভদকা ঢেলে চুমুক দিতে লাগল।

ব্রাউন জিজ্ঞাসা করল : তোমার বান্ধবীর কাছে শুনেছি তুমি সোভিয়েট নাগরিক হতে চাও, কেন? কারণটা কি?

বব জনসন বলল : আই অ্যাম ফেড্ আপ উইথ দি আর্মি, আর্মিতে আমি এক মিনিটও থাকতে পারছি না।

সে ত অনেক সৈনিকেরই আর্মির বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে, আমার নিজেরই ও আর্মির বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল। তাই বলে নিজের দেশ ছেড়ে বিদেশে চলে যেতে হবে? হোয়াইট বলল, বেশ তুমি যদি আর্মিতে থাকতে না চাও ত আর্মির চাকরি ছেড়ে দাও।

কারণ তা নয় বব জনসন বলল, আমি ওদের একটু শিক্ষা দিতে চাই। তোমরা শোনো, তোমাদের আমি কিছু উপকার করতে পারি।

কি রকম? হোয়াইট জিজ্ঞাসা করল।

আমি তোমাদের হয়ে, তোমাদের হয়ে আমেরিকার বিরুদ্ধে রেডিওতে প্রোপাগাণ্ডা করতে পারি, টেলিভিশনে বক্তৃতা দেব, তা ছাড়া প্রচার কাজ, তোমরা যেমন বলবে…

বব জনসনের কথা শুনে ও ভাব দেখে ওরা দুজন হাসছে। নিজেরা হাসাহাসি করছে। ততক্ষণে ববের ও পেটে তিন পাত্র পড়ে গেছে, রং ধরেছে। বব ওদের হাসি গ্রাহ্য করল না।

ব্রাউন এবং হোয়াইট দম্পতি এবার বব জনসনকে নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগল: তার অতীত জীবন, মিলিটারি অভিজ্ঞতা, ওখানে সে কি কাজ করে, কাদের সঙ্গে মেলামেশা করে। অবসর সময়ে কি করে, কি কি নেশা আছে, মেয়েদের কি দৃষ্টিতে দেখে ইত্যাদি।

বব জনসন প্রত্যেকটি প্রশ্নের সরাসরি জবাব দিল, কিছু গোপন করল না।

ব্রাউন ও হোয়াইট দম্পতি সব শুনল কিন্তু কোনো মন্তব্য করল না। প্রশ্নোত্তর যখন শেষ হল বব জনসন তখন রীতিমতো মাতাল। হেডি কিন্তু সংযমের পরিচয় দিয়েছে। সে আধ গেলাসের বেশি ভদকা পান করে নি, দু'টোর বেশি সিগারেটও খায় নি। বব জনসনের কথা জড়িয়ে গেছে, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না।

বব জনসনের দুরবস্থা দেখে রাশিয়ানরা একটা গাড়ি করে রেল-স্টেশনে তাকে ও হেডিকে পৌঁছে দিল।

কিন্তু এ লোককে নিয়ে ওরা কি করবে? এ ত মোটেই নির্ভরযোগ্য

নয়। ওরার দান এবং আরও অনেক দোষ আছে, জুয়াড়ি মাতালদের যা তাও দুর্বলতা, তবে কিছু আছে বলে ত মনে হয় না। পরিশ্রম করতে পারে না। সাহসও নেই, সাহস থাকলে একেবারে না হলে অবসর সময় দফতরে আসত।

এ রকম লোক কি রকম গুপ্তচর হবে? নিজে ত মরবেই সেইসঙ্গে অপরকেও বিপদে ফেললে।

তবুও কেজিবি ওকে ছাড়তে রাজি নয়। তালিকায় বব জনসনের নাম লিখে নেওয়া হল। দেখাই যাক না ওকে স্পাই তৈরি করা যায় কি না। দু'সপ্তাহ পরে বব জনসনকে আবার আসতে বলা হল।

কেজিবি ভাবলো যে আজ না হক দু'চার বছর এমন কি পাঁচ সাত দশ বছর পরেও ওর কাছ থেকে মূল্যবান কিছু পাওয়া যেতে পারে। আজ যে পদে বব চাকরি করছে সে পদ থেকে এমন পদে হয়ত যেতে পারে যেখানে গুপ্ততথ্যের সোনার খনি আছে। অতএব ওরা হেডিকে বললো: দেখো তোমার বয়ফ্রেণ্ড চাকরি যেন এখন ছেড়ে না দেয় অন্ততঃ আমাদের সঙ্গে পরামর্শ না করে।

হেডিকে বলল এই কারণে যে ববের তখন কথা শোনবার অবস্থা ছিল না, রীতিমতো মাতাল।

দু' সপ্তাহ পরে হেডিকে সঙ্গে নিয়ে বব জনসন আবার যখন ওদের সঙ্গে দেখা করল তখন ব্রাউন বলল ওরা ববকে নিতে রাজি হয়েছে তবে এখনি তাকে কোনো বড় কাজের ভার দেওয়া হবে না। বব ওর বিভাগের বা অফিসের কিছু কিছু খবর দিক। দেখা যাক বব কেমন কাজ করে তখন অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা হবে।

বব তার দফতর থেকে কি রকম খবর এবং কি করে সংগ্রহ করে এনে কোথায় কি ভাবে পাঠাবে সে বিষয়ে ব্রাউন তাকে নির্দেশ দিয়ে এবং এবারও দু'জনকে ভদকা ও রাশিয়ান সিগারেট খাইয়ে বিদায় দিল।

বিদায় নেবার আগে ব্রাউনকে বব বলল: তাহলে আমি যা

চাইছিলাম সেরকম কোনো কাজ তোমরা, আমাকে দিলে না। আমাকে একটা সাধারণ ছিঁচকে স্পাই হতে বলছ।

বলছ কি তুমি বব জনসন? তুমি স্পাই হতে যাবে কেন? তুমি একজন শান্তিকামী। যুদ্ধের বিরুদ্ধে তুমি সংগ্রাম করছ, কথাটা হোয়াইট বলল।

ব্রাউন বলল, যাকে তোমরা অ্যাটম স্পাই বল সেই ডঃ ক্লাউস ফুকসের নাম শুনেছ?

শুনেছি বৈ কি।

তাহলে কি জান? ডঃ ফুকসকে যখন তোমাদের এফ. বি. আই-এর একজন বড়কর্তা জিজ্ঞাসা করল যে সে কেন অ্যাটম বোমার সিক্রেট সোভিয়েট রাশিয়ায় পাচার করল? এমন অন্যায় কাজ সে কেন করল? এ জন্যে তার কি অনুতাপ হচ্ছে না?

উত্তরে ডঃ ফুকস বলেছিল, অনুতাপ? কিসের অনুতাপ? আমি কিছুই অন্যায় করিনি। এমন গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার তোমরা কুক্ষিগত করে রাখবে? আমি যা করেছি ভালই করেছি, পৃথিবীকে আপাততঃ ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পেরেছি, আমি বোধ হয় আসন্ন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ থামাতে পেরেছি।

তাহলে দেখ অত বড় বিজ্ঞানী, অ্যামেরিকার অ্যাটম বোমার কারখানা ম্যানহাটান প্রজেক্টে বিশিষ্ট পদে কাজ করত এবং পরের বছরে যে নোবেল প্রাইজ পেত তাকেও তোমরা স্পাই বল। ভাগ্যে আজ আমাদেরও অ্যাটম বোমা আছে তাই ত তোমরা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সাহস করছ না, নইলে আমাদের কি ছেড়ে দিতে?

বব জনসন আর একটাও কথা বলল না। একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল: ঠিক আছে, তাই হবে, আজ আমরা আসি।

এবার বব জনসনকে কথা রাখতেই হল। কেজিবি-এর সঙ্গে হেডিই ত যোগাযোগ করিয়ে দিল। তাহলে বব এবার তুমি কথা রাখ, আমাকে বিয়ে কর, হেডি দাবি করল।

বব জনসন কথা রাখল। ১৯৫২ সালের ২৩ এপ্রিল তারিখে রেজেষ্টারী অফিসে গিয়ে তিন মিনিটের মধ্যে হেডিকে বিয়ে করল। বব জনসন চার্চ ত মানে না, তাই চার্চ যেয়ে বিয়ে করে নি!

বিয়ের পর বব জনসন অফিস থেকে ছুটি নিল, বলল বৌকে নিয়ে ব্যাভেরিয়াতে হনিমুন করতে যাবে। ছুটি মঞ্জুর হল। হেডি তখনও সুন্দরী, তখনও লোভনীয়। ঘরনী হবার অনেক দিনের আশা পূর্ণ হওয়ায় তার মুখশ্রী একটা শান্তরূপ ধারণ করেছে।

না, ব্যাভেরিয়া ওরা গেল না। দু'জনে একদিন ট্রেনে চেপে ব্রাণ্ডেনবার্গ যেয়ে হাজির হল এবং সেখানে কেজিবি-এর আতিথ্য গ্রহণ করে ছুটি উপভোগ করতে লাগল। ছুটির মধ্যে কিছু কিছু পাঠ গ্রহণ করতে হত।

বাগানঘেরা সুন্দর একটা বাংলোয় ওদের থাকতে দেওয়া হয়েছিল। লাল টালির ঢালু ছাদ। ফুলের বাগান। বেশ সুন্দর। এসপিওনেজের প্রথম পাঠ দেবার জন্যে এবং হাতে কলমে কিছু শিক্ষা দেবার জন্যে রোজই কেজিবি দফতর থেকে শিক্ষক বা শিক্ষিকা আসত।

মাঝে মাঝে ডাক্তারও আসত। সাধারণ ডাক্তার নয়, মনের ডাক্তার। এদের মনের ভেতর কি আছে তাই তারা খুঁজে বার করত। খেলা, গল্প ও ধাঁধাঁর সমাধানের মধ্য দিয়ে তারা ওদের মনের খবর বার করত।

হেডিকে শেখান হল দূতীর কাজ। তাকে জাল আইডেনটিটি কার্ড দেওয়া হল। ফাঁপা হিলওয়ালা নতুন জুতো দেওয়া হল যার মধ্যে মাইক্রোফিলম লুকিয়ে নিয়ে আসা যাবে। ভ্যানিটি ব্যাগে রাখবার জন্যে দেওয়া হল এমন একটা কমপ্যাকট যার ভেতরে স্বচ্ছন্দে কাগজ লুকিয়ে রাখা যায়।

বব জনসনকে নানা ভাবে পরীক্ষা করে পাস মার্ক দেওয়া হল। আপাততঃ এর দ্বারা কাজ চলবে।

ছুটি শেষ হল। ওরা এবার ওয়েস্ট বারলিনে ফিরে যাবে। ওদের

একটা তারিখ ও সময় দেওয়া হল ইস্ট বারলিনে কেজিবি দফতরে আসবার জন্যে।

শুধু বব আর একা স্পাই নয়, তার বৌ হেডিও স্পাই। তাই ওরা দুজনেই সেই নির্ধারিত তারিখে ও সময়ে ইস্ট বারলিনে কেজিবি দফতরে এল যেখানে ওরা আগে কয়েকবার এসেছে।

কিন্তু হোয়াইট দম্পতি বা ব্রাউন কোথায়? তারা নেই, আছে ভলাডিমির ভ্যাসিলেভিচ ক্রিভোসি। এখন থেকে সে ওদের কর্তা। সাতাশ বছর বয়স, বেশ চকচকে। লোকটিকে হেডির চোখে ধরল। বেচারা কেজিবি দফতরে চাকরি নিয়ে এই প্রথম জার্মানিতে এসেছে। ওর একটা কোড নেম আছে। 'পলা'। আর একজন রুশ গুপ্তচরেরও এই নাম ছিল। কোড নেম 'মাস'।

পলা বেশ হাইডিয়ার লোক। গভীর কালো চোখ, একমাথা কালো কোঁকড়া চুল। কেজিবি প্রায়শ এই ধরনের সুদর্শন মাইডিয়ার লোক পাঠায়।

ঠিক ঠিক নির্দেশ পালন করলে বব জনসনকে পলা যেমন পুরস্কার দিত তেমনি কাজে ভুল বা গাফিলতি করলে ধকুনিও খেতে হত। ববকে পলা বলত তাকে যে সব আদেশ দেওয়া হয় সেগুলি ফালতু বা হঠাৎ নয়। তার পশ্চাতে অনেক চিন্তা ভাবনা ও প্ল্যানিং আছে। আদেশগুলি অবহেলা করবার জন্যে নয়, কঠোরভাবে পালন করবার জন্যে। একচুল নড়চড় যেন না হয়। পলার কথা শুনে চললে ববের ভাল হবে। তবে পলাকে বব পছন্দ করেছিল তাই সে পলার কথা শুনত।

এদিকে পলা হেডির সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিয়েছে। গাল টিপে দেয়, গালে চুমো খায়, যেন ছোটবোনকে চুমো খাচ্ছে। ক্লাবে সুইমিংপুলে হেডিকে নিয়ে সাঁতার কাটে, ড্রিংক করে, থিয়েটারে যায়। কিন্তু এর বেশি আর এগোয় না।

বব জনসনকে একটা মাইনক্স ক্যামেরা দেওয়া হল। এই ক্যামেরা দিয়ে দ্রুত ফটোস্টাট কপি করা যায়। তবে বব জনসন ত ছিল

সাধারণ মিলিটারি ক্লার্ক, কোন গুপ্ত চিঠি বা নকশা চুরি করবার বা ফটো তোলবার তার সুযোগ ছিল না।

পলাও বুঝল। যে ডিপার্টমেন্টে বব কাজ করছে সেই ডিপার্টমেন্ট থেকে কিছুই পাওয়া যাবে না। তখন পলা পরামর্শ দিল: বব তুমি যে করে হোক তোমাদের বারলিন কমাণ্ডের জি টু (ইনটেলিজেন্স) সেকশনে ট্রান্সফার নেবার চেষ্টা কর। এর জন্যে তোমাকে যদি কাউকে অনেক মদ খাওয়াতে হয় বা যুবতী উপহার দিতে হয় তার ব্যবস্থা আমরা করে দোব। খরচের জন্যে তুমি ভেবো না।

বব সফল হল। পরোক্ষভাবে ঘুষ দিয়ে বব জি-টু সেকশনে এসে স্পাইং-এর কাজটা এলোমেলো ভাবে করতে লাগল। যা পায় তারই ফটো তোলে এমন কি দেওয়ালে টাঙানো ইউনাইটেড স্টেটস এর মানচিত্রেরও।

পলা বলল: এসব কি আনছ? এসব বাজে কাজ। আর এত বেশি কাজ করছ কেন? বেশি কাজে বেশি বিপদ। তুমি শুধু গোপন ডকুমেন্ট রিপোর্ট বা নকশার খোঁজ করবে, আমরা সেইগুলোর ফটো বা নকল চাই। এছাড়া ওয়েস্টপেপার বাস্কেটটা রোজ হাতড়ে দেখবে। ওখান থেকেও কিছু পাওয়া যেতে পারে।

ওয়েস্টপেপারের কাগজগুলো তো রোজ একটা মেসিনে কুঁচিয়ে ফেলা হয় তারপর সেই কুঁচিগুলো পুড়িয়ে ফেলা হয়। বব বলল, বাসকেট থেকে কাগজ তুলে নেবার সময় যদি ধরা পড়ে যাই।

ধরা পড়বে কেন? বলবে স্ট্যাম্পের [illegible] নিচ্ছ এবং সত্যিই রোজ স্ট্যাম্প বসানো কিছু কিছু খাম খুলে নেবে তাহলে তোমার দিকে কেউ আর নজর দেবে না।

এইভাবে বেশ কিছুদিন কাটল কিন্তু বব জনসন কে জি বি-কে উল্লেখযোগ্য কিছুই দিতে পারল না। কারণ কোনটা কে জি বি-এর কাজে লাগতে পারে সে বিচার করবার ক্ষমতা নেই।

বব জনসনের কাজে পলা ক্রমশঃ বিরক্ত হচ্ছিল। তার পিছনে অনেক রুবল খরচ করা হচ্ছে অথচ কাজ কিছু পাওয়া যাচ্ছে না।

একদিন ববকে পলা বকুনি লাগাল। বকুনি খেয়ে ববও বিরক্ত হল। মনে মনে ভাবল এ কাজ তার দ্বারা হবে না।

১৯৫৩ সালের জুন মাসে ইস্ট জার্মানিতে জার্মানরা রুশ শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ জানায়। তারা বিদ্রোহ করে। সোভিয়েট সরকারের ধারণা এই বিদ্রোহের পশ্চাতে অ্যামেরিকার হাত আছে।

ববকে পলা বলল: তুমি এ বিষয়ে কিছু প্রমান সংগ্রহ কর। কি প্রমাণ? বব জিজ্ঞাসা করল।

প্রমাণ বুঝতে পারছ না? জার্মানদেরও অ্যামেরিকানরাই খেপিয়েছে সেই বিষয়ে কিছু···

কথা শেষ করতে না দিয়ে বব বলল: না, আমরা খেপাই নি। সেদিন আমাদের কয়েকজন কর্তা এই বিদ্রোহ নিয়ে আলোচনা করছিল তাদের কথাবার্তা শুনে আমি বুঝলুম তারাও হতবুদ্ধি, তাদের ধারণা ইস্ট জার্মানিতে বোধহয়, একটা প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে উঠেছে। তাদের কে মদত দিচ্ছে তা অ্যামেরিকানরা জানে না।

তাই নাকি? বেশ এবার থেকে তাহলে কান খাড়া করে রেখ। যদি নতুন কিছু শুনতে পাও ত আমাকে বোলো। তবে বব জেনো এই তোমার শেষ সুযোগ।

ববও স্থির করল আর মাসখানেক দেখে সেও কাজটা ছেড়ে দেবে। ভাল লাগছে না। কিন্তু এই সময়ে তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল তার এক পুরনো বন্ধু। শুধু পুরনো নয়, একেবারে ন্যাংটো বেলার বন্ধু।

অফিসে একদিন বব যখন এক ঘর থেকে আর এক ঘরে যাচ্ছিল সেই লম্বা করিডরে কে যেন তাকে পিছন থেকে ডাকল? 'কে রে বব নাকি?

বব ঘাড় ফেরাল। আরে! ও তো তার প্রাণের ইয়ার জেমস মিণ্টকেনবাউ।

দু'জনে তিন বছর দেখা হয় নি। শেষ দেখা হয়েছিল টেকসাস রাজ্যের ফোর্টহুড শহরে। বব জনসন যে এই ইউ এস বারলিন

কমাণ্ডে চাকরি করে সে খবরটা জেমস মিণ্টকেনবাউ জানতে পেরে তার অফিসে দেখা করতে এসেছিল। ববের ঘরে যাবার আগেই করিডরে দেখা হয়ে গেল।

ছু'জনে প্রাণের বন্ধু হলেও তফাত অনেক। বব জনসন বেপরোয়া, মদ্যপ, পেটুক, নারীলোলুপ, বুদ্ধিহীন। তার বন্ধু সার্জেণ্ট জেমস অ্যালেন মিণ্টকেনবাউ অনেক বেশি বুদ্ধিমান, বলিষ্ঠ, বাদামী চোখ, বাদামী চুল কিন্তু মুখ দেখে বোঝা যায় না মানুষটার প্রকৃতি কি রকম, সৎ না অসৎ। তবে মাত্রানুসারে স্থির, মদ খায় নিয়মিত, কখনও মাত্রা ছাড়ায় না। নারীর সঙ্গে মেলামেশা করে, তবে খুব সাবধানী। হঠাৎ কিছু করে না এবং মিতব্যায়ী। ছুই ভিন্ন প্রকৃতির মানুষের মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠতা ক্বচিৎ দেখা যায়।

আরে জেমস! তারপর, অনেক দিন পরে, দাঁড়া একটু, বসকে বলে আসি, আজ আর কাজ করব না, কোনো একটা বারে বসে আড্ডা জমান যাবে।

বারে বসে ছু'জনে বেশ গল্প জমে উঠল। পুরনো কাহিনী নিয়ে ছু'জনেই মেতে উঠল। কথা বলতে বলতে বব জনসনের হঠাৎ খেয়াল হল যে সে নিজে ত কেজিবি-দের কোনো কাজ দেখাতে পারল না কিন্তু জেমস যদি তাকে সাহায্য করে, বুদ্ধি দেয়, তাহলে সে হয় ত এখনও কিছু করতে পারবে। পলার কাছে তার কদর বাড়বে। সে অফিসে যখন টেবিলে বসে কাজ করবে সেই সময়ে জেমস এধার ওধার ঘুরে খবর যোগাড় করে আনতে পারবে। কেজিবি যে টাকা দেবে তা আপাততঃ ছু'জনে ভাগ করে নেবে। পরে জেমসকেও দলে ভর্তি করে নেবে।

বব নিজে কি করেছে সে-কথাটা চুপি চুপি জেমসকে বলল। জেমস বিস্মিত।

বব বলল: তা বেশ ছু'পয়সা রোজগার হচ্ছে, মদ আর মেয়ে-মানুষের খরচটা উঠে আসে, এসব কি আর মাইনেতে কুলোয়? তাছাড়া একটা দজ্জাল মেয়ে বিয়ে করেছি ত!

তারপর সরাসরি প্রস্তাব করল, তা জেমস তুইও আমার সঙ্গে আয় না। তুই এই লাইনে আমার চেয়ে বেশি যোগ্যতা দেখাতে পারবি। তবে রাশিয়ানগুলো গোলা ত, ওদের বাজে খবর দিই, ওরা ওতেই সন্তুষ্ট। খাঁটি খবর পাব কোথায় বল। তুই ঠিক পারবি।

আমার এতে কি সুবিধে? জেমস জিজ্ঞাসা করে। তুই একটা কাজের লোক, কয়েকটা ভাল খবর যোগাড় করে দিলে আমার কদর বাড়বে, দু'চারটে রুবলও বেশি পাওয়া যাবে।

সার্জেণ্ট জেমস প্রথমে রাজি হয়নি। বয়ে যাওয়া ছেলেটির ওপর মায়ের যেমন টান বেশি থাকে তেমনি বয়ে যাওয়া এই বন্ধুটির ওপরও জেমস মিণ্টকেনবাউয়ের টান ছিল। তাছাড়া জেমস বর্তমানে যেখানে চাকরি করছিল সেখানে কর্তাদের ওপর সে তেমন প্রসন্ন ছিল না। কারণ তারা কিছুতেই তার বেতন বৃদ্ধি করছিল না কিন্তু অনেক দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছিল। বর্তমানে তার টাকারও দরকার।

সার্জেণ্ট জেমস রাজি হয়ে গেল তবে বব জনসন সঙ্গে সঙ্গে পলাকে কিছু বলল না। সুযোগ বুঝে বললেই হবে এখন। জেমস ঠিক পারবে। সে একটা অ্যামেরিকান কাউণ্টার ইনটেলিজেন্সে চাকরি করেছিল। কিছু অভিজ্ঞতা আছে। দেখা যাক জেমস কেমন খবর আনে, তখন পলাকে বললেই চলবে এখন।

ইতিমধ্যে দু'জনেরই কিছু অর্থের প্রয়োজন হল। সেই অর্থ রোজগারের উদ্দেশ্যে দুই বন্ধুতে মিলে বব জনসনের ফ্ল্যাটে যুবক যুবতী এনে অশ্লীল ছবি তুলে বারলিনে সৈনিকদের কাছে বিক্রয় করতে লাগল। একদিন ওরা হেডিকে ধরে তার নগ্ন ছবি তোলবার চেষ্টা করল। হেডি এমন চেঁচামেচি আরম্ভ করল, যে অন্য ফ্ল্যাটের লোকেরা বিরক্ত হয়ে পুলিসে খবর দিল।

পুলিস খোঁজ নিয়ে জানল যে ঐ ফ্ল্যাটের ভাড়াটে অ্যামেরিকান এবং অ্যামেরিকান মিলিটারি মিশনের বার্লিন কমাণ্ডে চাকরি করে। জার্মান পুলিস তখন মিলিটারি পুলিসকে খবর দিল।

মিলিটারি পুলিস এল একদিন পরে। এই একদিনের মধ্যে

জেমস ফ্ল্যাট থেকে সমস্ত নেগেটিভ ও ছবি অন্যান্য সরঞ্জাম সরিয়ে ফেলল।

মিলিটারি পুলিস এল, ওদের জিজ্ঞাসাবাদ করল, ফ্ল্যাট সার্চ করল কিছুই পেল না। তারা বব জনসনকে সতর্ক করে দিল, বলে গেল অন্যান্য ভাড়াটেদের সুবিধে অসুবিধের প্রতি নজর রাখা উচিত, তারা জার্মান হক আর ফরাসিই হক।

বব জনসন কিন্তু রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলো। মিলিটারি পুলিস কেন এল। তার অফিসের কর্তারা কিছু টের পেয়েছে নাকি? কর্তারা হয়ত আর দিনকতক নজর রাখবে তারপর সোজা গারদে পুরবে।

আরও একটা দুশ্চিন্তা ববের মাথায় হেডি ঢুকিয়ে দিল। বলল তোমার প্রাণের বন্ধুটি যত নষ্টের গোড়া। ও ত কাউন্টার ইনটেলিজেন্সে ছিল। তোমাকে কর্তারা সন্দেহ করে নিশ্চয় সি আই এ-কে খবর দিয়েছে। সিআইএ তোমার বন্ধুকে পাঠিয়েছে তোমার ওপর নজর রাখবার জন্যে।

বব প্রথমে তাই বিশ্বাস করেছিল কিন্তু পরে ভেবে দেখল এই সন্দেহের কোনো ভিত্তি নেই। কিন্তু সে এখানে আর থাকবে না, ইস্ট বারলিনে পালাবে। জেমসও ভয় পেয়ে গেল।

তখন একদিন দুই বন্ধুতে ইস্ট বারলিনে গিয়ে পলার সঙ্গে দেখা করল। পলাও ওদের দু'জনকে দেখে ভীষণ চটে গেল। আগে খবর দিয়ে না আসার জন্যে চটে ত গেলই তার ওপর সঙ্গে অপরিচিত একজনকে আনার জন্যে আরও চটে গেল। জনসন কিছু বোঝাবার চেষ্টা করল। কিন্তু তার যুক্তি শুনে পলা মোটেই সন্তুষ্ট হল না। সে বলল : ডোণ্ট টক লাইক অ্যান ইডিয়ট বব জনসন, বোকার মতো কথা বোলো না। মিলিটারি পুলিস যদি তোমাদের গুপ্তচর বলে সন্দেহ করত তাহলে তোমাদের কি সন্দেহজনক কোনো প্রশ্ন করত না? প্রশ্ন না করুক, তোমাদের ছেড়ে দিত নাকি? শুধু ঘরের কয়েকটা জিনিসপত্র নেড়েচেড়ে একটু দেখে তোমাদের সাবধান করে দিয়ে চলে গেল।

যাবার আগে মিলিটারি পুলিস তোমাদের কি বলে গেল। ঠিক ঠিক কথাগুলো বলবে।

মিলিটারি পুলিস বলে গেল, আমরা যেন ফ্ল্যাটে হই-হুল্লোড় না করি, জার্মানরা গোলমাল মোটেই পছন্দ করে না।

তবে? ভাল কথাই ত বলে গেছে। তোমাদের কেউ ফলো করছে?

না ত, সে রকম কিছু লক্ষ্য করি নি।

লক্ষ্য করি নি মানে? সন্দেহ হয়েছিল কি?

না, আমরা দুজনই সতর্ক ছিলুম, মাঝে মাঝে আমরা হঠাৎ কোনো দোকানের শো-কেসের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁচের দিকে চেয়ে দেখি যে কেউ আমাদের ওপর নজর রাখছে কিনা আবার মাঝে মাঝে হঠাৎ দাঁড়িয়ে জুতোর ফিতে বাঁধবার ছল করে পিছনটা দেখে নিই কেউ আমাদের পায়ে পায়ে আসছে কি না।

পলা আর কিছু বলল না। বব ও জেমসকে বসতে বলল। একটা সিগারেট ধরিয়ে নীরবে ধূমপান করল। তারপর উঠে গিয়ে ফাইল ক্যাবিনেট থেকে ফাইল বার করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেটা পড়ল। তারপর ফিরে এসে নিজের টেবিলে বসে কাকে ফোন করল। বব বা জেমস রুশ ভাষা জানে না অতএব কিছুই বুঝল না।

রিসিভার নামিয়েই জেমসকে জিজ্ঞাসা করল, আর্মিতে তুমি কি কর? তোমার কি ফ্যামিলি আছে? তুমি বব জনসনের সঙ্গে ভিড়লে কেন?

এই রকম কিছু প্রশ্নোত্তর চলল। পলার মনে হল এই লোকটি তার বন্ধু বব অপেক্ষা চতুর ও নির্ভরযোগ্য। লোকচরিত্র বোঝবার শিক্ষা তাদের দেওয়া হয়েছে। আরও কয়েকটা প্রশ্ন করে জেমসের দুর্বলতাগুলি সে বুঝে নিল, বোতল বা নারীর প্রতি কিছু আকর্ষণ থাকলেও বাড়াবাড়ি সে করে না।. তার একমাত্র দুর্বলতা সে উলঙ্গ হয়ে থাকতে ভালবাসে, নিজের ঘরে ত উলঙ্গ হয়ে থাকেই, অনেক সময় প্রকাশ্যেও উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়ায়। তা এমন দুর্বলতা কিছু নয়,.

অ্যামেরিকানদের ও স্বভাব আছে। যাই হোক জেমসকে সামনের কয়েকটা সপ্তাহ বাদ দিয়ে পলা আসতে বলল। ইতিমধ্যে সে চেষ্টা করে দেখবে জেমসকে কোনো কাজে লাগানো যায় কি না। তবে জেমস যেন একা আসে।

কার্লহর্স্টের সেই বাড়িতে যে বাড়িতে হোয়াইটরা এবং ব্রাউন প্রথমে বব জনসনের সঙ্গে দেখা করেছিল সেই বাড়িতেই জেমসের সঙ্গে পলা দেখা করল।

পলা একা ছিল না। আরও কয়েকজন কেজিবি অফিসার ছিল। জেমস কিন্তু বিস্মিত। তাই কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কেজিবি তার পুরো জীবনপঞ্জী সংগ্রহ করেছে এমন কি অ্যামেরিকার কোন স্কুলে পড়ত, সেখানে কি করত, যুদ্ধের সময়ে কোথায় কোথায় পোস্টেড ছিল এবং কবে অ্যামেরিকা থেকে জার্মানি এসেছে, সব তথ্য তারা সংগ্রহ করেছে। কয়েকখানা ছবিও তারা তুলেছে তার মধ্যে একখানা ছবি খুব মজার। ওরা কয়েকজন মাত্র কয়েক দিন আগে একটা নির্জন মাঠে উলঙ্গ হয়ে বাসকেটবল খেলছিল তার ছবি। তাকে স্পষ্টভাবে চেনা যাচ্ছে। ছবিখানা বোধহয় টেলি ফটো লেনস দিয়ে তোলা।

পলা এবং কেজিবি অফিসারেরা জেমসকে নানাভাবে জেরা করল। অফিসারেরা সন্তুষ্ট হয়ে জেমসকে ওয়েস্ট বার্লিনে কয়েকজন অ্যামেরিকান সম্বন্ধে কয়েকটা তথ্য সংগ্রহ করতে বলল। তার খরচ বাবদ অগ্রিম কয়েক শত ডলার দিল। কাজটা শেষ করতে কয়েক মাস সময় লাগবে।

ইতিমধ্যে জেমসের যদি টাকা বা অন্য কিছু দরকার হয় তাহলে সে যেন ইস্ট বারলিনে কোনো একটি বিশেষ দোকানে বিশেষ একটি সিগার কিনতে যায়। সেই সিগার সে এক বাক্স চাইবে। শপ অ্যাসিস্ট্যান্ট যদি বলে এক বাক্স পাওয়া যাবে না তাহলে সে যেন বলে যে এই সিগার কাইজারকে পাঠাতে হবে। তাহলে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে।

পাঁচ সপ্তাহ পরে জেমস মিণ্টকেনবাউ বারলিনের সেই সকল অ্যামেরিকানদের সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে একদিন পলাকে দিয়ে এল। ইতিমধ্যে তার আর টাকার দরকার হয় নি।

জেমসের কাজে কেজিবি সন্তুষ্ট। বব জনসন নিজে কিছু করতে না পারলেও একজন ভাল লোক দিয়েছে। কেজিবি তাকে আদেশ দিল জেমস যেন তার বন্ধু বব জনসনের সঙ্গে আপাততঃ যোগাযোগ না রাখে।

কেজিবি তাকে আরও বলল যে আর্মি থেকে তাকে যদি ছেড়ে দেয় তাহলে কেজিবি তাকে বারলিনেই রাখবার ব্যবস্থা করে দেবে। তাকে একটা অ্যান্টিক শপ করে দেবে। তবে কেজিবি-র ইচ্ছে ওরা জেমসকে অ্যামেরিকায় পাঠাবে। সেখানে ওর জন্যে ক্ষেত্র তৈরি করা হচ্ছে।

বব জনসন কিছু কিছু কাজ করছে। তার জি-টু ইনটেলিজেন্স সেকশন থেকে মাসে একখানা করে রিপোর্ট বার্লিন কমাণ্ডের হেড কোয়ার্টারে যায়। বব জনসন সেই রিপোর্টের একখানা করে নকল কেজিবি-কে দিয়ে আসছে, তার বেশি কিছু সে করতে পারে নি।

পলা তাকে কিন্তু বরাবর উৎসাহ দিয়ে এসেছে কিন্তু বব জনসনের মন থেকে স্পাই হবার উৎসাহ ক্রমশঃ কমতে কমতে একদিন নিবে গেল। যদিও বা টিকে থাকত কিন্তু জেমস ত কেটে পড়েছে।

তারপর বব জনসনকে হঠাৎ একদিন ফ্রান্সের রোশেফোর্টে অ্যামেরিকান আর্মি ফিনান্স অফিসে বদলি করা হল। এ হল ১৯৫৫ সালের এপ্রিলের কথা। ফ্রান্সে যাবার আগে বব জনসন একবার পলার সঙ্গে দেখা করেও গেল না। এমন কি কেজিবি অফিসে খবরও দিল না।

কেজিবি কিন্তু তার সব খবর রাখত। তারা দেখল বব যাচ্ছে ফিনান্স অফিসে। আপাততঃ তাকে দরকার নেই। পরে দেখা যাবে।

আর্মিতে এই চাকরি করতে জনসনের আর ভাল লাগছিল না। এক ঘেয়ে কাজ, কোনো ভবিষ্যত নেই। এদিকে তার ছত্রিশ বছর

বয়স হল, এখনও কিছু করতে পারল না। আর করবেই বা কি? উপযুক্ত শিক্ষা বা ট্রেনিং নেই। কোনো বড় চাকরি করবার যোগ্যতাও নেই। উপরন্তু অনেক দোষ আছে। কেজিবি-এর ইদানিং এমন কিছু পাচ্ছিল না। হেডিকেও ওরা কোনো কাজে লাগাচ্ছিল না।

আর্মির চাকরিটা একদিন ছেড়েই দিল তারপর হেডিকে নিয়ে অ্যামেরিকায় গেল। অ্যামেরিকায় যখন নামল তখন পকেটে ছিল তিন হাজার ডলার।

জনসন ঠিক করল কিছু টাকা খরচ করে সে একটা করেসপণ্ডেন্স কোর্সে ভর্তি হবে। লেখক হবে। কোর্স শেষ হলে এবং তারপর একটু চেষ্টা করলেই সে একজন ভাল নভেলিস্ট হবে। অনেক বই সে পড়েছে। ঐ তো সব লেখা। ওদের চেয়ে ও ভাল লিখতে পারবে।

আর বাকি টাকা? সে ত অনেক টাকা থাকবে। জুয়ো খেলে সে বড়লোক হবে। অনেকেই ত বেশ বড়লোক হচ্ছে আর সে পারবে না?

হেডিকে নিয়ে বব জনসন গেল জুয়াড়িদের শহর লাস ভেগাসে। রাত্তিরে ওরা নিজেদের গাড়িতে ঘুমোত আর সারা দিন ও অনেক রাত পর্যন্ত এক গ্যাম্বলিং ডেন থেকে আর এক গ্যাম্বলিং ডেন ঘুরে বেড়াত। দিনের বেলায় সময় পেলে করেসপণ্ডেন্স কোর্সের পাঠান বইগুলো নিয়ে বসত।

দু'মাসের মধ্যেই তিন হাজার ডলার উড়ে গেল? আমদানি যা হয়েছিল সে আর কত? সেও ত মদে আর মেয়ে মানুষেই উড়ে যেত। এ দু'টি দোষ সে ছাড়তে পারে নি। এখনও তার চোখ ফোটে নি। অবস্থা তার সঙ্গীন। আর বোধহয় খাওয়াই জুটবে না।

অ্যামেরিকায় এসে কিন্তু হেডির চেহারা আরও চকচকে হয়েছিল। হেডির দিকে একদিন ববের নজর পড়ল।

তাকে বলল: এই হেডি তুই ত খালি বসে বসে গিলছিস্ আর

চেহারাখানা বাগাচ্ছিস। রোজগার করতে পারিস না? রাত্তিরে রাস্তায় বেরোতে পারিস না?

স্বামীর ইঙ্গিত হেডি বুঝতে পারল। ভিয়েনায় যখন সে অসহায় অবস্থায় পড়েছিল তখন বেশ্যা বৃত্তি গ্রহণ করেছিল কিন্তু এখন সে বধূ। বয়সও বেড়েছে। পুরনো ব্যবসায়ে ফিরে যেতে তার ইচ্ছে নেই। তবুও সে চাকরির চেষ্টা করল। কোথাও চাকরি পেল না।

শেষ পর্যন্ত ববের চাপে পড়ে সেজে গুজে রাস্তায় নামল এবং সঙ্গে সঙ্গে সাফল্য। ভালই রোজগার করতে লাগল। দুশো ডলার ত প্রায় রোজগার করে। একদিন ত এক ধনী যুবক তার বিদেশী টানে ইংরেজী শুনে এতই ঝুলে পড়ল যে সে হেডিকে পাঁচশ ডলার দিল এবং পাহাড়ে তার কেবিনে নিয়ে গিয়ে এক সপ্তাহ রেখে দিল।

কেবিন থেকে ফেরবার সময় আরও দু'শো ডলার দিল। বাড়ি ফিরতে হেডির ভ্যানিটি ব্যাগে সাতশ ডলার দেখে বব তাকে বুকে তুলে চুম্বনে চুম্বনে অস্থির করে তুলল। জোর করে হেডিকে খানিকটা মদ গিলিয়ে তাকে নিয়ে নাচতে লাগল।

হেডির অর্জিত অর্থে বব জনসন একটা ট্রেলার কিনল। দিনের বেলায় বব জনসন করেসপণ্ডেন্স কোর্সের পাঠ যত না নিত, ভান করত তার চেয়ে অনেক বেশি। আর রাতে হেডির পয়সার মদ গিলত। সারা রাত্রি বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকত। হেডির কোনো খবর রাখত না।

কিন্তু তার এই আরাম বেশি দিন সহ্য হল না। ১৯৫৬ সালের শেষের দিকে হেডি অসুখে পড়ল। রোজগার বন্ধ। দালালি করে কিছু কিছু রোজগার করে বব নিজের খরচটা কোনোরকমে চালায়। কি করবে ভেবে পায় না, ভবিষ্যত অন্ধকার।

১৯৫৭ সালের জানুয়ারি মাসের কোনো এক শনিবার সকালে যা ঘটল তা এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

এবারও সেই সার্জেণ্ট জেমস মিণ্টকেনবাউ যে বব জনসনের জীবনের মোড়টা একবার ঘুরিয়ে দিয়েছিল। সেবার ওয়েস্ট বারলিনে

বব জনসন যখন ঠিক করেই ফেলেছিল যে কেজিবি-এর সঙ্গে সে আর সম্পর্কই রাখবে না, সেবার সার্জেন্ট জেমস ডেকেছিল,'কে বব নাকি' ?

এবারও জেমস। এবং এবারও সে ঠিক খুঁজে খুঁজে বব জনসনের আস্তানা বার করেছে। তবে এবার 'কে বব নাকি ?' বলে ডাকে নি, বব যে ট্রেলার বাসে বাস করছিল তার গায়ে ধাক্কা দিতে লাগল।

গতরাত্রে বেপরোয়া বব প্রচুর মদ্যপান করেছিল। আলস্যে ও ঘুমে তখনও চোখ জড়িয়ে আছে। মাথা ঝিম ঝিম করছে। একেই বুঝি বলে হ্যাংওভার।

ট্রেলারের দরজায় অবিরাম আওয়াজ শুনে বিরক্ত হল। কোনো পাওনাদার নাকি রে বাবা। নইলে এত সকালে আর কে আসবে।

দুত্তোর ছাই! বাংক থেকে উঠে বসল।

হেডি বেশ কড়া করে ব্ল্যাক কফি কর ত। দেখি কে আবার সাতসকালে আমাকে জ্বালাতে এল ?

দরজা খুলেই দেখল ওধারে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে জেমস, তার পুরনো ইয়ার।

আরে আরে এস এস। কি খবর বল, নাও ঐখানটায় বোসো, তারপর বল খবর। আর আমার ত চরম দুরবস্থা, এবার না জেলে যেতে হয়।

কোনো চিন্তা নেই, তোমার একজন বন্ধু আছে জেনো। এই নাও খামটা ধর।

কি আছে হে খামের মধ্যে ?

ভয় পাচ্ছ কেন ? খুলে দেখই না।

খামখানা বেশ পুরু। দুমড়ে মুচড়ে গেছে, ময়লা হয়েও গেছে। মুখটা আঠা দিয়ে বন্ধ। বব জনসন ভয়ে ভয়ে কাঁপা হাতে খামখানা খুলল। আরে সাবাশ! ভেতরে নতুন করকরে পঁচিশ খানা নোট! প্রত্যেকটা কুড়ি ডলারের। তার মানে পাঁচশো ডলার। মেঘ না চাইতেই জল। আজ সকালে কার মুখ দেখে উঠেছিল। বব জনসন ত হতবুদ্ধি। কি ব্যাপার ?

জেমস বলল ১৯৫৬ সালের এপ্রিলে সে আর্মি ছেড়ে দিয়ে বারলিন থেকে অ্যামেরিকায় চলে এসেছে। উত্তর ক্যালিফরনিয়ার একটা আইসক্রীম কলে সে চাকরি করছে। হাসিমুখে জেমস বলল পলা তোমাকে উপহার পাঠিয়েছে, নববর্ষের উপহার বলতে পার। এখন থেকে তুমি আমার সঙ্গে কাজ করবে। প্রতিমাসে তিনশ' ডলার পাবে।

বাঁচালে ভাই, মরে যাচ্ছিলুম, তোমাকে কি বলে ধন্যবাদ দোব জানি না। একটু বোসো ভাই আসছি।

ফূর্তির চোটে বব জনসন তার বন্ধু জেমস এবং হেডির সামনেই রাতের পাজামা স্যুট খুলে দিগম্বর হয়ে বাথরুমে চলে গেল। ফিরল অবশ্য কোমরে একটা তোয়ালে জড়িয়ে। ঘরে ঢুকে প্যাণ্ট পড়তে পড়তে বলল ঃ

আমাকে তাহলে কি করতে হবে?

টাকার প্যাকেটটা আগে তুমি হেডির কাছে রেখে দাও নইলে ত জুয়ো খেলে আজই সব উড়িয়ে দেবে।

না হে না আমার শিক্ষা হয়েছে। ওপথে আর যাচ্ছি না।

শিক্ষা হয়েছে কি? তাহলে এবার থেকে বুঝেসুঝে চলবে। বেশ বোসো। অ্যামেরিকানরা আজকাল মিসাইল অর্থাৎ নানারকম ক্ষেপনাস্ত্র নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কেজিবি চায় মিসাইলের ফটোগ্রাফ, সম্ভব হলে নকশা এবং কিছু ফটোগ্রাফ পারবে না? পারতেই হবে, আর এ কাজ তুমি অ্যামেরিকাতে বসেই করতে পারবে।

সার্জেন্ট জেমস মারফত পলা বলে পাঠিয়েছিল যে বব জনসন যদি পারে ত ইউ এস এয়ারফোর্সে যেন একটা চাকরি যোগাড় করে নেয় কিন্তু এয়ারফোর্স থেকে তখন লোক ছাঁটাই হচ্ছিল তাই এয়ারফোর্সে চাকরি পাওয়া গেল না। তবে সেই দিন থেকে বব জনসনের সময় ভাল পড়েছে তাই আর্মিতেই সে আবার একটা চাকরি পেল এবং আগেকার সার্জেন্ট র‍্যাংকে।

ক্যালিফরনিয়াতে একটা মিসাইল বেস তৈরি প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। বব জনসন সেই মিসাইল বেসে গার্ডের চাকরি পেল। যেখানে ডিউটি পড়ত সেখানে গার্ড দিত কিন্তু চোখ আর কান পরিষ্কার রাখত। নজর ছিল অন্যত্র। এবার সে কাজে মন দিয়েছে।

মিসাইল বেস এবং মিসাইলেরও কয়েকখানা ভাল ফটো তুলল। মিসাইল আকাশে ক্ষেপনের জন্যে যে ফুয়েল ব্যবহার করা হত তার খানিকটা নমুনা সংগ্রহ করে বব জেমসকে দিল।

কেজিবি সন্তুষ্ট। বব জনসনকে ওরা বোনাস পাঠাল। একবার ৯০০ ডলার আর একবার ১২০০ ডলার। এর বেশি বোনাস কেজিবি-এর দেবার ক্ষমতা নেই নইলে তারা যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়ে গেল তার তুলনায় ঐ পরিমাণ বোনাস কিছু নয়।

ক্যালিফরনিয়া থেকে ববকে টেকসাসে আর একটা মিসাইল বেসে বদলি করা হল। কেজিবিও নতুন মিসাইল বেসের নতুন তথ্য পেতে থাকল। স্পাই বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা।

ক্যালিফরনিয়ার এল পাসো এয়ারপোর্টে বব ও জেমস দেখা করত, স্পাইং-এর ভাষায় যাকে বলে রঁাদেভু। ববের কাছ থেকে জেমস ছবি বা তথ্যাদি সংগ্রহ করে ওয়াশিংটন উড়ে যেত। সেখানে সোভিয়েট এমব্যাসিতে প্রটোকোল অফিসার ছিল পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্ক পিটার ইয়েলিসিভ। তার হাতে জেমস সব কিছু পৌঁছে দিত।

ওয়াশিংটনে তখন বেশ গরম। ইয়েলিসিভ প্রচুর ঘামত বার বার চোখ থেকে চশমা নামিয়ে রুমাল দিয়ে মুছত আর হাসির চুটকি কাটত। জেমসের সঙ্গে রঁাদেভু ঠিক করত কোনো বার্লেস্ক থিয়েটারের কাছে যাতে সে সেই সুযোগে একটা ষ্ট্রীপটিজ শো দেখে নিতে পারে। এইটুকু ছিল তার দুর্বলতা। এসব ত আর রাশিয়ায় দেখানো হয় না।

ইয়েলিসিভের একটা কোডনেম ছিল 'চার্লস'। জেমস ত ঐ নামটাই জানত। ১৯৫৯ সালের জুলাই মাসে পোটোম্যাক নদীর ধার দিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে চার্লস একদিন জেমসকে

বলল, শীগগির তোমাকে চার মাসের জন্যে বাইরে পাঠান হবে, তৈরি থাক।

কোথায় পাঠান হবে?

তা বলতে পারব না তবে এইটুকু বলতে পারি যে জার্মানি থেকে একখানা চিঠি আসবে। চিঠির কোথাও 'ম্যাচ' কথাটি লেখা থাকবে। চিঠির তারিখ থেকে পনের দিন ইস্ট বারলিনে প্রথম যে দিন তুমি কেজিবি প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করে ছিলে সেইখানে ঠিক সন্ধ্যা ৭টা ৩৫ মিনিটে দাঁড়িয়ে থাকবে।

সেপ্টেম্বর মাসের গোড়াতেই জেমস চিঠি পেল। চিঠিখানা যেন তার জার্মান বন্ধুরা লিখেছে। চিঠির শেষ বাক্যটি হল 'উই স্টিল হ্যাভ ফরেন ফ্রেণ্ডস, বাট নান ক্যান ম্যাচ ইউ।'

জেমস লক্ষ্য করল 'ম্যাচ' কথাটি রয়েছে অর্থাৎ নির্দেশ এসে গেছে। জেমস তখন লস এঞ্জেলসে এস এ এস প্লেনে উঠল। উত্তর মেরু অতিক্রম করে প্লেন এসে ল্যাণ্ড করল কোনেল হ্যাগেনে। সেখানে আবার প্লেনে উঠে জেমস পশ্চিম বারলিনে নামল।

নির্ধারিত তারিখে ইস্ট বারলিনে যথাস্থানে ও যথাসময়ে জেমস অপেক্ষা করতে লাগল। ঠিক সময়ে একজন মোটাসোটা লোক হেলতে দুলতে তার দিকে এগিয়ে এল। তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল:

মাপ কর, লাস ভেগাসে আমাদের দেখা হয়েছিল না?

না লাস ভেগাসে নয়, মনে হচ্ছে লস এঞ্জেলসে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে তা শোনো পলার কাছ থেকে আমি আসছি।

পলা? পলা কোথায়?

এখানে নেই, চল আমার সঙ্গে আমি তোমাকে নিয়ে যাব।

এই কয়েকটি সাংকেতিক কথাবার্তার ভেতর দিয়ে ওদের পরিচয় পাকা হল। লোকটি জেমসের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে বলল:

ব্যস্ত হোয়ো না, ঠিক সময়েই যাব, আমি হলুম নিক।

নিকের আসল নাম নিকোলাই সেমিনোভিচ স্কটসভ। অ্যামেরিকায় সে একজন জানাশোনা স্পাই। ১৯৪৯ সালে ক্যানাডায় ধরা পড়ে বিতাড়িত হয়। পরে ইউনাইটেড নেশানস-এর কর্মী হিসেবে অ্যামেরিকায় ফিরে যায় কিন্তু আবার ধরা পড়ে। আবার তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

পথে যেতে যেতে জেমস বলল, কেউ কেউ ত আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারে আমি এখানে কেন এসেছি, কি করছি?

একটা গাড়ি অপেক্ষা করছিল। গাড়িতে উঠতে উঠতে নিক বলল।

আপাততঃ প্রশ্ন তুলে রাখ আমরা এখন যাব মসকো।

ওরা যখন এয়ারপোর্টে পৌঁছল, তখন বেশ অন্ধকার। ওরা একটা সোভিয়েট ইলিউশিন-১ প্লেনে উঠল। প্লেনে মাত্র আর দু'জন যাত্রী- একজন সোভিয়েট জেনারেল আর অপরজন তার কন্যা বোধ হয় সুন্দরী যুবতী।

মসকো এয়ারপোর্টে যখন ওরা নামল তখন প্রচণ্ড শীত। জেমসের গায়ে উপযুক্ত পোশাক ছিল না। বেচারী শীতে কাঁপতে লাগল। সে বলল: নিক এখান থেকে তাড়াতাড়ি চল, আমি ত শীতে জমে গেলুম।

চারতলার একটা ফ্ল্যাটে জেমসকে তোলা হল। আধাবয়সী একজন হাউসকিপার তার কাজকর্ম করবে। ফ্ল্যাটে আসবাব এবং লোকটি বেশ ভাল। পরদিন সকালে নিক তার জন্যে উপযুক্ত গরম পোশাক নিয়ে এল—লম্বা ওভারকোট, পুরু উলের কান ঢাকা টুপি ইত্যাদি।

মসকোতে তাকে নানা বিষয়ে ট্রেনিং দেওয়া হল তবে বিশেষ কোনো ট্রেনিং নয়, যে ট্রেনিং সব বিদেশী স্পাইকেই দেওয়া হয়। তাকে বলা হল অ্যামেরিকায় ফেরবার পর তাকে হঠাৎ যদি পালাতে হয় তাহলে সে যেন মেকসিকো সিটিতে যায়। সব ব্যবস্থা করা থাকবে। মেকসিকো সিটিতে পৌঁছে সে যেন হাতে একখানা সাপ্তাহিক 'টাইম' পত্রিকা নিয়ে নির্দিষ্ট একটি ক্ষৌরকারের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে

থাকে। হাতে একখানা 'টাইম' পত্রিকা নিয়ে আর একজন লোক এসে তার সঙ্গে কথা বলবে।

কেজিবি যদি চায় যে জেমস এবার পালিয়ে যাক তাহলে অজ্ঞাত কোনো ব্যক্তি তাকে ফোন করে বলবে "হোয়েন দি ডিপ পার্পল ফলস ওভার স্লিপি গার্ডেন ওয়ালস"। জেমসের উত্তর হবে "ক্যাপিট্যালিজম ইজ এ কনস্ট্যাণ্ট মিনেস টু পিস"।

ট্রেনিং খুব কঠোর নয় কিন্তু কয়েক ঘণ্টা ধরে নিয়মিত ক্লাস করতে হত। হাতে কলমে কাজ করতে হত। অবসর সময়ে নিক ত আসতই, পলা আসত মাঝে মাঝে, হ্যারি নামেও একজন আমুদে লোক আসত।

'অ্যালেক্স' নামে একজন সিনিয়ব কেজিবি অফিসার মাঝে মাঝে জেমসের সঙ্গে কথা বলত। অ্যালেক্সের আসল নাম অ্যালেক-জাণ্ডার এম ফোমিন। পরে ওয়াশিংটনে কেজিবি রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হয়েছিল এবং কিউবার মিসাইল সংকটে তার বড় ভূমিকা ছিল।

নিক একদিন বলল জেমসকে শীঘ্রই অ্যামেরিকায় পাঠানো হবে। সেখানে তাকে কেজিবি-এর স্থায়ী স্পাইরূপে কাজ করতে হবে। তবে তাকে বিয়ে কবতে হবে। কনে ঠিক করা আছে। আসল বিয়ে হোক না হোক ওরা অ্যামেরিকাতে স্বামী স্ত্রী পরিচয়ে বসবাস করবে।

কনের সঙ্গে জেমসের পরিচয় করিয়েও দেওয়া হল। নাম আইরিন। বয়স হয়েছে তবে সেক্সঅ্যাপিলে ভরপুর। জেমসের ভাল লাগল। দুজনে একত্রে কয়েক দিন কাটাল। আইরিন বলল, আমরা কিন্তু ভেতরে দুই বন্ধু ভাবে থাকব যেমন দু'জন পুরুষ বা নারী বন্ধু একত্রে থাকে, বাইরের লোকে জানবে আমরা বর-বৌ, বুঝলে?

কেজিবি বলে দিল জেমস অ্যামেরিকায় ফিরলে নিউজার্সিতে আইরিনের সঙ্গে ওর বিয়ে হবে, তারপর ওরা ওয়াশিংটনে থাকবে। সেখানে সে ব্যবসা করবে। লাভ লোকসান যাই হোক না কেন সে জন্যে চিন্তা নেই। জেমসের কাজ হবে লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা তবে সঠিক কাজের রুটিন তাকে পরে জানানো হবে।

তবে অ্যামেরিকা যাবার আগে জেমসকে একটা কাজ করে যেতে হবে। কি কাজ? ঠিক সময়ে জানান হবে। কাজটা কঠিন নয় তবে এতবড় ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ জেমসকে কখনও করতে হয় নি।

বব জনসনের সব খবরই কেজিবি রাখত। তারা জানত যে ববকে টেকসাস থেকে ইউরোপে আনা হয়েছে। সে এখন আছে ফ্রান্সে, অরলিনস এর একটি আর্মি বেসে। এখানে এসেও বব জনসন তাদের কিছু কিছু কাজ করছে কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। ববকে জাগিয়ে তুলতে হবে, এইজন্যে জেমসকে বব জনসনের কাছে পাঠান হবে।

অতএব একদিন সার্জেন্ট জেমস মিন্টকেনবাউ কেজিবি এর কাছ থেকে হুকুম পেয়ে মসকো থেকে প্যারিসে উড়ে গেল তারপর ট্রেনে অরলিনস।

অরলিনসে আর্মি বেসে জেমস দেখা করল ববের সঙ্গে। আর্মি বেস হোক আর যেখানেই হোক, একজন অ্যামেরিকানের সঙ্গে আর একজন অ্যামেরিকানের দেখা করতে বাধা কোথায়?

জেমসকে দেখেই ত বব চিৎকার করে উঠল: কি রে হতভাগা এতদিন কোথায় ছিলি?

আগে চল ত তোর বাসায় যাই, ক্ষিধে পেয়েছে তারপর তোর সঙ্গে কথা হবে, জেমস বলল।

বাসা করি নি, আমি আর হেডি একটা ছোট হোটেলে আছি চল সেখানে যাই।

বব নতুন খবর দিল। তাদের ছেলে হয়েছে। সে অ্যামেরিকায় আছে।

ববের হোটেলে গিয়ে জেমস বলল যে সে চারমাস মসকোয় ছিল। এইমাত্র সে মসকো থেকে আসছে, ববের জন্য কেজিবি-এর বিশেষ নির্দেশ আছে। সেইটি জানাবার জন্যই সে এসেছে। তিন চারদিন থেকে ও অ্যামেরিকায় ফিরে যাবে।

বব জনসনকে কি করতে হবে জেমস তাকে ভাল করে বুঝিয়ে দিল। তারপর সে একদিন অ্যামেরিকায় ফিরে গেল।

অ্যামেরিকায় ফেরবার পর জেমসকে পর পর কয়েকটা কাজের ভার দেওয়া হল।

কিন্তু তার ভাবী বউ আইরিন কোথায়? সে আসছে না কেন?

একজন কেজিবি অফিসারের কাছে জেমস খোঁজ করল, আইরিন কোথায়?

অফিসার উত্তর দিল: আইরিন আসবে না।

সে তখন একটা স্যানাটোরিয়মে আছে,তার টিবি হয়েছে, ডাক্তাররা তার জীবনের আশা রাখেন না।

অ্যামেরিকা ফেরবার আগে জেমস মিণ্টকেনবাউ পাখি পড়ার মতো করে বব জনসনকে সব কিছু বুঝিয়ে ফিরে গিয়েছিল, কোথায় কখন যেতে হবে। কে আসবে, কি উত্তর দিতে হবে, সব কিছু। নির্ধারিত তারিখে বব জনসন আর হেডি একটা মোটরে চেপে প্যারিসে এল অরলিনস থেকে তারার রুণ্ড এথেন্স রাস্তায় একটা থিয়েটারের সামনে যেয়ে ওরা দাঁড়ল। এই থিয়েটারের সামনেই ওদের অপেক্ষা করতে বলা হয়েছিল। থিয়েটারের সামনে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞাপনগুলি পড়বার ভান করতে লাগল।

বব মাঝে মাঝে রাস্তার এপাশে ওপাশে আড়চোখে রাস্তার দিকে চেয়ে দেখতে লাগল। সময় উত্তীর্ণ প্রায়। এমন সময়ে মাথায় কালো টুপি পরে সুসজ্জিত ও সুদর্শন একজন যুবক ওদের দিকে এগিয়ে এল। মনে হচ্ছে এই লোকটির জন্যেই ওরা অপেক্ষা করছিল। ঠিক তাই।

লোকটি কাছে এসে ববকে বলল: মাফ করবেন, আপনি কি ব্রিটিশ? উচ্চারণে সামান্য রাশিয়ান টান।

না, আমি অ্যামেরিকান? বব উত্তর দিল।

কোড ওয়ার্ড বিনিময় হল। সনাক্তকরণ বাকি। লোকটি জিজ্ঞাসা করল।

আপনার কাছে কি দশ ফ্রাঁ চেঞ্জ হবে? লোকটি একটা দশ ফ্রাঁ মুদ্রা বার করল।

বব জনসন তার পকেট থেকে একটা পাঁচ মার্কের জার্মান মুদ্রা বার করল। এই মুদ্রাটি জেনস তাকে দিয়ে গিয়েছিল। রাশিয়ান যুবক পাঁচ মার্কের মুদ্রাটি নিয়ে দু' মার্কের মুদ্রাটি ববের হাতে দিল।

মুদ্রা বিনিময় করে দু'জন মৃদু হাসল। হ্যাণ্ডশেক করল। হেডি কোনো কথা বলে নি, শুধু দু'জনকে দেখছিল আর মাঝে মাঝে নাকের ডগায় পাউডারের প্যাড বোলাচ্ছিল।

লোকটি মানে সেই সুদর্শন যুবক বলল: আমার নাম ভিক্টর, চল কোথাও বসে একটু কড়া কিছু ড্রিংক করা যাক, মাদাম তোমার আপত্তি নেই ত।

না, না, আপত্তি কিসের, চল যাই।

ভিক্টর হল কোড নেম। আসল নাম ভিটালি সেরাগিভিচ অরজুবমভ। প্যারিসে রাশিয়ান এমব্যাসিতে একজন অ্যাটাশে। পলারের মত এই ভিক্টরও একজন কেজিবি অফিসার। এরা সবাই সুদর্শন, মিষ্টভাষী; আলাপচারী। এদের যখন যে দেশে পাঠান হয় তখন সে দেশের ভাষা ত বটেই, সমস্ত আদবকায়দা এমন কি সে দেশের নারী সম্ভোগও উত্তমরূপে শেখান হয়।

এরা নিজেদের সংশোধনবাদী বলে প্রচার করে। এরা বলে বেড়ায় সোভিয়েট সরকার কিছুটা গনতান্ত্রিক হোক রীতির কিছু পরিবর্তন হোক। এরা যে দেশে যেত সে দেশের জনসাধারণের সঙ্গে বেশ সহজভাবে মেলামেশা করত প্রচুর খরচ করত কোনো আড়ষ্টতা নেই। তারা যেন আয়রন কারটেনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে আরামে নিঃশ্বাস ফেলতে পারছে, যেন মুক্ত বায়ু সেবন করছে।

কাছেই একটা ছিমছাম কাফে ছিল। এরা তিনজনে একটা টেবিল নিয়ে বসল। হেডিকে যেন ভিক্টরের বেশ ভাল লাগছে এবং ভিক্টরকে হেডির। মাঝে মাঝে নয়ন বান হানছে।

মাদাম তোমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না ত? কি খাবে বল,

এই নাও সিগারেট, না না রাশিয়ান নয়, ইজিপশিয়ান; ধরিয়ে দেখ এর গন্ধই আলাদা।

বব সিগারেট ধরিয়ে দুই টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, শুনেছি যে এই সিগারেট টানলে নাকি কামেচ্ছা বাড়ে।

ঠিকই বলেছ বব তবে সেগুলো ফিকে নীল রঙের, ব্ল্যাকমার্কেটে বিক্রি হয়, তোমাকে আমি কয়েক প্যাকেট যোগাড় করে দোব।

তিনজনে বেশ গল্পে জমে উঠল। জমে না ওঠার কোনো কারণ নেই, উৎকৃষ্ট সুরা, সঙ্গে রসিকা নারী এবং পরিবেশ।

ভিক্টর বলল : বব তোমার রেকর্ড ভাল, কেজিবি তোমার ওপর অনেক আস্থা রাখে।

বব বলল : আমি যথাসাধ্য করব, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

ড্রিংক শেষ হল। এবার ওরা উঠবে। ভিক্টরই বিল মিটিয়ে দিল। ওয়েট্রেসকে মোটা টিপস দিল। তারপর ববের হাতে একটা সিগারেটের প্যাকেট গুঁজে দিয়ে বলল বাড়ি যেয়ে খুলে ফেলো। এটা আমাদের বড়দিনের উপহার।

প্যাকেটটা হাতে নিয়েই বব বুঝে ছিল যে ঐ প্যাকেটে আর যাই থাকুক সিগারেট নেই। প্যাকেটের মধ্যে ছিল পাঁচশ ডলার!

এরপর থেকে প্রতি শনিবারে বব এবং হেডি প্যারিসে পেটি দ্য অরলিনসের কাছে বিভিন্ন কাফেতে ভিক্টরের সঙ্গে দেখা করত। বব তখন একটা অর্ডনান্স ব্যাটালিয়নে কাজ করত, সেখান থেকে কেজিবি-কে দেবার মতো কোনো খবর ছিল না।

কিছুদিন কাটল। মসকো সেন্টার ভিক্টরকে চাপ দিচ্ছে। কয়েক মাস পার হয়ে গেল, ভাল খবর কিছু পাই নি।

বব জনসনকে ভিক্টর পরামর্শ দিল : বব তুমি তোমার কর্তাদের বলে কয়ে প্যারিসে সুপ্রিম অ্যালায়েড কোয়ার্টারে বদলি নাও।

ভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে হেডি এই সময়ে প্রথম রোগে পড়ল।

পাগলামি আরম্ভ করল, রেগে যায়, জিনিসপত্র ভাঙে, চিৎকার করে, জামাকাপড় খুলে উলঙ্গ হয়ে বসে থাকে।

চিকিৎসার জন্যে প্যারিসের উপকণ্ঠে একটি আর্মি হসপিট্যালে হেডিকে ভর্তি করে দেওয়া হল। জনসন এই সুযোগ গ্রহণ করল। কর্তাদের বলল অসুস্থ স্ত্রীর কাছে সে থাকতে চায়। তাকে যদি প্যারিসে হেডকোয়ার্টারে বদলি করা হয় তাহলে স্ত্রীকে দেখবার জন্যে সে হাসপাতালে নিয়মিত যেতে পারে।

কিন্তু তার আবেদনে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। হেড-কোয়ার্টারে এখন কোনো পদ খালি নেই। বব জনসনকে এখন বদলি করা যাবে না।

একজন সার্জেণ্ট কথাটা শুনল। সে ছিল হেডির বন্ধু। সে ববকে বলল :

শুধু দরখাস্ত দিলে হবে না এবং প্যারিসে হেডকোয়ার্টারেও হবে না, তুমি একটা কাজ কর, তুমি অরলি এয়ারপোর্টে যাও। সেখানে আমাদের আর্মড ফোরসের একটা কুরিয়ার সেণ্টার আছে সেই সেণ্টারে যেয়ে মেজর ম্যাক গিয়নের সঙ্গে দেখা কর।

সেটা আবার কি? সেখানে কি হয়? মদের বোতল, মেয়েমানুষ এসব দিতে হবে নাকি?

সেসব পরে হবে শোনো, অরলি এয়ারপোর্টের ধারে আমাদের পোস্ট অফিস গোছের একটা ষ্ট্রংরুম আছে। বিভিন্ন সেণ্টার থেকে টপ সিক্রেট, সুপার সিক্রেট ছাপমারা, সীল করা, বিভিন্ন রঙের মোটা মোটা খাম জমা হয় তারপর সেই খামগুলো সময়মতো বিমানডাকে যথাস্থানে পাঠানো হয়। খুব কড়া পাহারা দিতে হয়, ওখানকার সিকিউরিটি ব্যবস্থাও খুব কড়া, ওখানে তুমি গার্ডের চাকরি পেতে পার।

বদলি করবে ত? বব জিজ্ঞাসা করে।

চেষ্টা করে দেখ, হয়ে যাবে বোধহয় কারণ ওখানকার গার্ডের চাকরি বড় একঘেয়ে, কেউ থাকতে চায় না, বাড়তি অ্যালাওন্স-ও আছে—তবুও ওখানে কেউ বেশি দিন থাকতে চায় না, তুমি খোঁজ নাও, কাজটা পেলে তখন পরে না হয় আবার ট্রান্সফার চেয়ো।

থ্যাংক ইউ বাড়ি চল, একটু ড্রিংক করা যাক।

এখন ত যেতে পারব না, ডিউটি শেষ হোক যাব, তোমার বউ কেমন আছে?

বেশ তাহলে তাই হবে, পরেই হবে, তুমি সঙ্গে একটা ছুঁড়ি এন।

বব জনসন ভাবল তার ত সময় ভাল যাচ্ছে, অরলি এয়ারপোর্টে স্ট্রংরুমে তার চাকরিটা বুঝি হয়েই গেল। সত্যিই তাই। তাকে বেশি চেষ্টাও করতে হল না এমন কি মদের বোতলও দিতে হল না। মেজর ম্যাকগিবন তাকে সামনের মঙ্গলবার বেলা তিনটের সময় দেখা করতে বললেন।

মঙ্গলবার বেলা তিনটের সময় যেতেই বললেন, তোমার আবেদন মঞ্জুর, নেক্সট মনডে জয়েন করবে যাও ডিউটি অফিসার পিটার লারগোর কাছে তোমার ডিউটি ভাল করে বুঝে নাও।

সামবার নতুন কাজে জয়েন করতে এসে বব বুঝল যে এটাকে একটা স্ট্রংরুম বললেও সব কিছু বলা হয় না। আরও কিছু বেশি। মার্কিন সরকারকে অত্যন্ত কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিতে হয়েছে, কারণ অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র ঐ ঘরে কয়েকদিন জমা থাকে যার মধ্যে ন্যাটো থেকে সামরিক ও জরুরী বেশ কিছু কাগজও আসে। অবিশ্যি প্রতিটি কাগজ বা ফাইল ডবল মোটা খামের ভেতর থাকে আর খামখানার ওপর বেশ কয়েকটা গালার সীল করা থাকে। সেই খাম খুলে কাগজ বার করা অসম্ভব।

স্ট্রংরুমে যারা কাজ করে বা গার্ড দেয় তাদের ঐ সব টপ বা সুপার সিক্রেটের খামগুলির গুরুত্ব ভাল করেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়। ভেতরে কি আছে তা নিয়ে তাদের মাথা ঘামাবার সুযোগ নেই। কোন খাম কোথা থেকে এল, কবে এল, কোথায় ও কবে কোন প্লেনে যাবে এই সব তথ্য তারা খাতায় নম্বর মিলিয়ে লিখে রাখে। এজন্যে স্ট্রংরুমের ভেতরে একজন কেরানী মোতায়েন থাকে। কিন্তু কাজ করে তিনজন কেরানি তিন শিফটে। গার্ডও তেমনি তিনজন, তিন শিফটে ডিউটি দেয়। প্লেন থেকে খাম

নামিয়ে আনা ও প্লেনে তুলে দেবার জন্যে গাড়ি ও অন্য লোকের ব্যবস্থা আছে।

অতএব অরলি এয়ারপোর্টে সেই অ্যামেরিকান স্ট্রংরুমের গুরুত্ব অসাধারণ।

স্ট্রংরুমটি নির্মাণ করবার সময় বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়েছিল। প্রথমে লোহার মজবুত গেট তারপর একটি ঘর। এই ঘরেই বসে কেরানী। কেরানী ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে সে গেট বন্ধ করে কাজ করে আর গার্ড বাইরে দাঁড়িয়ে বা বসে গার্ড দেয়। এই ঘরে বসে কেরানী খামের নম্বর, ঠিকানা ও অন্যান্য বিবরণী লেখে।

এই ঘরের পরে আছে ইস্পাতের একটি ভল্ট। এই ভল্টে ঢুকতে হলে ইস্পাতের তৈরি তুটো গেট পার হতে হবে। প্রথম গেটে আছে একটা খিল। সে খিল লোহার তৈরি এবং সেই খিলের মুখে আছে একটা কম্বিনেশন লক যা নম্বর মিলিয়ে খুলতে হয়। পরের গেটেও একটা তালা লাগানো আছে। প্রথম তালা খোলা বেশ কঠিন, নম্বরগুলি জানা না থাকলে খোলা যাবে না। ঐ তালা আবার মাঝে মাঝে পালটে দেওয়া হত অতএব নম্বরও পালটে যেত।

কিছুদিন পরে ভল্টের প্রথম গেটের খিল বদলে দেওয়া হল। নতুন খিল বসানো হল যার তু'দিকে তুটো কম্বিনেশন লক, নম্বরও পৃথক পৃথক। ভল্টের ভেতরে ঢুকতে হলে তু'টো কম্বিনেশন লক এবং ভেতরের জটিল তালা, মোট তিনটে তালা খুলতে হবে।

ভল্টের ভেতরে কাউকে একা ঢুকতে দেওয়া হয় না, সে জেনারেলই হোক আর প্রাইভেটই হোক, সঙ্গে একজন লোক থাকা চাই। যখনই তালা খোলবার দরকার হবে তখনই একজন অফিসার এসে তালা খুলে দেবে এবং সেই অফিসারই ভল্টের ভেতরে হাজির থাকবে।

তালার এই কড়া ব্যবস্থা ছাড়া বাইরে চব্বিশ ঘণ্টা সশস্ত্র গার্ড পাহারা থাকত। তিনজন গার্ড তিন শিফটে কাজ করত।

কেজিবি এজেন্ট ভিকটরকে সমস্ত খবরই বব জনসন জানাল। খবর শুনে ত ভিকটর লাফিয়ে উঠল।

বলল—এমন জায়গায় তোমার নতুন ডিউটি পড়েছে, বল কি হে, এ যে অবিশ্বাস্য। এ ত রত্নখনি। দেখি কি করা যায়।

এই বদলির ফলে কেজিবি মহলে বব জনসনের খাতির ও গুরুত্ব রাতারাতি বেড়ে গেল। সে এখন একজন ভি আই পি। কেজিবি বুঝল গুপ্তধনের বিপুল সম্পদ তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে, তুলে নেওয়াটা অত্যন্ত কঠিন কাজ। বব জনসনের কৃতিত্বের ওপর সব কিছু নির্ভর করছে। তবে কেজিবি-এর ক্ষমতাও ত কম নয়। তারা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে।

তাদের এজেণ্ট বব জনসন এবং গুপ্তরত্ন ভাণ্ডারের মধ্যে তফাত মাত্র মিটার খানেক। স্ট্রংরুম ও ভল্টের সমস্ত বিবরণ ও নকশা মসকোয় কেজিবি সেণ্টারে চলে গেল। কেজিবি উঠে পড়ে লাগল। অরলি এয়ারপোর্টে অ্যামেরিকান স্ট্রংরুমের জন্যে নতুন সেল্ খোলা হল। এই এক মিটার বাধা কি করে অতিক্রম করা যাবে তাই নিয়ে কেজিবি-এর সেল প্ল্যান করতে আরম্ভ করল। খুব সাবধানে পা ফেলতে হবে। জনসন ধরা পড়লে সব কাজটাই বানচাল হয়ে যাবে, অ্যামেরিকানরা সাবধান হয়ে যাবে, কাজ উদ্ধার হবে না।

এতদিন পরে বব জনসনকে কেজিবি সত্যিই একটা কঠিন কাজে লাগাতে পারল। কেজিবি অনুমান করছে যে মার্কিনী স্ট্রংরুম থেকে যে সব তথ্য পাওয়া যাবে তার মূল্য অসীম। ক্লাউস ফুকস মারফত অ্যাটম সিক্রেট পাওয়ার পর এমন দারুণ মিনিট সহ সিক্রেট তাদের হাতে আর আসে নি। রাশিয়া এবার অ্যামেরিকাকে দেখে নেবে।

তাই এখন থেকে ভিকটর এবং জনসনের মধ্যে ঘন ঘন দেখা সাক্ষাৎ শুরু হল। ওরা খুব সাবধানী বিশেষ করে ভিকটর। পর পর দু'দিন কখনই একই জায়গায় দেখা করে না। প্রতিবারই রাদেঁভুর জায়গা ও সময় বদলায়। কখনও রেল ষ্টেশনে, কখনও খেলার মাঠে আবার কখনও অপেরায়। যেখানে ভিড় সেখানেই ওরা দেখা করে, নির্জন স্থানে কখনই নয়।

বব জনসনকে ভিকটর নানা বিষয়ে প্রশ্ন করে, খুঁটিনাটি সব কিছু জানতে চায়। স্ট্রংরুমে কখন কোন কোন কেরানী বা গার্ডের ডিউটি পড়ে, তারা কোথায় থাকে. কি প্রকৃতির মানুষ, বিবাহিত কি না সব কিছু জানতে চায়।

বব জনসন যে সব উত্তর দেয় তা থেকে তথ্য বেছে নিয়ে ভিকটর মসকোতে পাঠায়। সেখান থেকে যেমন নির্দেশ আসে ভিকটর সেইরকম কাজ করে। পশ্চাতপট ক্রমশঃ তৈরি হল, এইবার আসল কাজ আরম্ভ করতে হবে। আর দেরি করা যায় না। কারণ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ভাল নয়।

মসকো থেকে নির্দেশ এল, আর দেরি নয়।

ভিকটর একদিন ববকে বলল ঃ স্ট্রংরুমের বাইরে দাঁড়িয়ে স্টেনগান হাতে পাহারা দিলে তুমি আমাদের কাজ কি করবে? তোমাকেও এবার স্ট্রংরুমের ভেতরে ঢুকতে হবে বব। চেষ্টা করে দেখ না স্ট্রংরুমে গার্ডের বদলে কেরাণীর চাকরি পাওয়া যায় কি না।

বব বলল, হয়ত পাওয়া যেতে পারে কিন্তু আমার বিষয় ইনকুয়ারি হবে এবং আমাকে টপ সিক্রেট ক্লিয়ারেন্স নিতে হবে।

ভিকটর বলল ঃ সে ঝুঁকি ত নিতেই হবে, আর কেরাণীর চাকরির জন্যে যদি খরচ পত্তর করতে হয় ত আমাকে বোলো।

খরচ ত করতেই হবে, তুমি হাজার ডলার রেডি রেখো।

বব জনসন মনে মনে ভাবে এই হাজার ডলার সে নিজেই হাতিয়ে নেবে কিন্তু তার ত ভয় কর্তাদের নয়, তার ভয় তার বৌ হেডিকে। অফিসারেরা যখন হেডিকে প্রশ্ন করবে তখন সে এলো-মেলো কি বলবে কে জানে। এমনিতে ত কথায় কথায় তাকে ট্রেটর, স্পাই, বাস্টার্ড বলে। প্রতিবেশীরাও এসব কথা শুনেছে। হাসপাতালের ডাক্তারও শুনেছে তবে সকলেই পাগল রোগীর প্রলাপ মনে করে কথাগুলি বাতিল করে নিয়েছিল।

তবুও ববের মন থেকে ভয় যায় না। কোনো অফিসার হেডির কথা পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে নাও দিতে পারে। তখন?

সেই অফিসার নিশ্চয় সত্য খুঁজে বার করবার চেষ্টা করবে। তখন?

কেরাণী পদের জন্যে বব জনসন ওপরওয়ালাদের কাছে আবেদন করল। তার বরাত ভাল। টপ সিক্রেট ক্লিয়ারেন্সের জন্যে যেভাবে খুঁটিয়ে অনুসন্ধান চালানো হয়, বব জনসনের ক্ষেত্রে সে-ভাবে অনুসন্ধান করা হল না। ফ্রান্সে যে সব মার্কিন সৈনিক আছে তাদের বিষয় কিছু খোঁজখবর করতে এলে ফরাসি নাগরিকদের প্রশ্ন করা চলবে না অতএব বব জনসন সম্বন্ধে তার প্রতিবেশী বা কোনো ফরাসি নাগরিককে প্রশ্ন করা হল না। বব বেঁচে গেল।

হেডি অসুস্থ, মাথা খারাপ, অতএব তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করাই হল না। টপ সিক্রেট ক্লিয়ারেন্স পেতে বব জনসনকে বেগ পেতে হল না। স্ট্রংরুমে কেরানীর চাকরি সে পেয়ে গেল। তাকে এক পয়সাও খরচ করতে হল না। ধাপ্পা দিয়ে ভিকটরের কাছ থেকে হাজার ডলার হাতিয়ে নিল।

একদিন নতুন চাকরিতে বব জনসন যোগ দিল। খুব মন দিয়ে কাজ করে। কাঁটায় কাঁটায় অফিসে আসে। সে লক্ষ্য করল তার টেবিলে নানারকম পুরু ও মজবুত খাতা আসে, ছোট, বড়, লম্বা, চৌকো। খামের রং ও যেমন বিভিন্ন তেমনি তার ওপরে সীলের রং ও বিভিন্ন। কোনো সীলের রং লাল, কোনো সীলের রং ঘোর ব্রাউন আবার কোনোটা নীল। খামের ওপরে নানারকম সংখ্যা লেখা থাকে। জনসন সব কিছু লিখে নেয় তারপর সেগুলি ভিকটরের কাছে চালান করে দেয়। এ-সব অবিশ্যি খামের ওপরের তথ্য। ভেতরে এখনও পৌঁছয় নি। তবে জনসন ধাপে ধাপে এগোচ্ছে।

সংখ্যাগুলির অর্থ জনসন ত নয়ই, ভিকটরও ধরতে পারে নি এবং তা নিয়ে ওরা মাথা ঘামায় নি কিন্তু কেজিবি-এর প্যারিস দফতর সংখ্যাগুলির অর্থ উদ্ধার করল।

এক একটি সংখ্যা হল এক একটি বিশেষ দফতরের নিশানা। কোনোটি কোনো মিসাইল বেস সংক্রান্ত, কোনোটি হয় ত ন্যাটোর

রাশিয়ান দফতর সংক্রান্ত আবার কোনোটি হয় ত নিউক্লিয়ার অস্ত্র সংক্রান্ত।

মসকো কেজিবি সেণ্টারের সন্দেহ হল যে অরলি এয়ারপোর্টের ঐ স্ট্রংরুমে কোনো অ্যালার্ম সিস্টেম আছে। তালা খুলতে গেলে অথবা ভল্টে ঢুকলে কোথাও ঘণ্টা বেজে ওঠে। ভিকটরের ওপর নির্দেশ এল বব জনসনকে ভাল করে খোঁজ নিতে বল এরকম কোনো অ্যালার্ম সিস্টেম আছে কি না।

কয়েকটা কোম্পানির ক্যাটালগ সংগ্রহ করে ভিকটর অ্যালার্ম সিস্টেমের ছবি দেখাল ববকে। অ্যামেরিকার বড় বড় ব্যাংকের ভল্টে যে রকম অ্যালার্মের ব্যবস্থা আছে সেইরকম কয়েকটা ছবি ববকে দেখিয়ে বলল, ভল্টের ভেতরে তন্ন তন্ন করে দেখবে কোথাও কোনো বাড়তি বা আলগা তার দেখা যাচ্ছে কি না। প্রতি ইঞ্চি জায়গা ভাল করে দেখে আমাকে জানাবে।

এই সময়ে বিল্ডিং ও স্ট্রংরুমের ভেতর পেণ্ট করা হচ্ছিল। বব জনসন সব দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখছিল। মাঝে মাঝে মিস্ত্রিদের সাহায্য করবার ছল করে এটা ওটা নেড়েচেড়ে দেখছিল। সন্দেহজনক কোনো বক্স বা লুজ অয়ার ববের নজরে পড়ল না।

প্রধান বাধা দুটি কম্বিনেশন লক এবং ভল্টের জটিল তালা। এই তিনটে তালা খুলতে পারলে কার্যসিদ্ধি হবে।

একদিন ভিকটর একটা সিগারেট প্যাকেটে খানিকটা মোম ভরে ববকে দিয়ে বলল প্যাকেটটা বব যেন সর্বদা সঙ্গে রাখে। এই মোম নরম তা ছাড়া কিছুক্ষণ মুঠোর মধ্যে রাখলেও নরম হয়ে যায়। বব সুযোগ পেলেই ঐ নরম মোমে যেন ভল্টের চাবির ছাঁচ তুলে নেয়।

বব জনসন বলল, অসম্ভব। তাছাড়া ভল্টের চাবি নিয়ে কি করব? যদি না কম্বিনেশন লক খুলতে পারি?

ধমক দিয়ে ভিকটর বলল: যা বলছি শোনো, মোমের ছাঁচ সর্বদা সঙ্গে রাখবে, সুযোগ পাওয়া যাবে না কে বলতে পারে?

তাছাড়া তুমি কেজিবি কে চেনো না, তারা কম্বিনেশন লক খোলবারও ব্যবস্থা করবে।

বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেল। বব জনসন মনের আনন্দে আছে। হেডি হাসপাতালে। হাতে এখন কাঁচা পয়সা, সুরা ও নারীর পেছনে খুব খরচ করছে। তবে চাবির ছাঁচ তোলার সুযোগ এখনও পাওয়া যায় নি। বব সজাগ থাকে, সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করে। হঠাৎ একদিন সুযোগ জুটে গেল। সেদিন স্ট্রংরুমে বব জনসন এবং একজন লেফটেনান্ট। আর কেউ নেই!

লেফটেনান্ট হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল। ভল্টের চাবি তার কাছেই ছিল। চাবি, ঘড়ি, সিগারেট কেস, লাইটার, মনিব্যাগ ইত্যাদি টেবিলে ফেলে রেখে লেফটেনান্ট বাথরুমে গেল। যাবার আগে ববকে সতর্ক করে দিয়ে গেল, চারিদিকে নজর রাখতে। লেফটেনান্ট বোধ হয় ভেবেছিল যে কম্বিনেশন লক খুললে তবে ত ভল্ট। অতএব ভল্টের চাবি রেখে গেলে ভয়ের কি আছে?

কিন্তু সে ত জানত না যে ঘরে বিভীষণ আছে।

লেফটেনান্ট বাথরুমে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে জনসন সেই নরম মোমে চাবিটার ছাঁচ তুলে নিল। কিন্তু তাড়াহুড়োতে রিং থেকে চাবিটা সব বার করে নি, ফলে ছাঁচ নিখুঁত হল না।

ভিকটর জনসনকে বকুনি দিল, বলল, এমন সুযোগ একবারই আসে কিন্তু তুমি নারভাস হয়ে তাড়াহুড়ো করলে, সব নষ্ট হয়ে গেল।

তবে জনসনের সময় সত্যিই ভাল যাচ্ছিল।

স্ট্রংরুমের ভেতর একটা তাকে বাক্স ছিল। কিসের বাক্স বব জানে না। আছে ত আছে। কেউ ফেলে গেছে হয় ত। সেদিন ঘরে একজন সুপারভাইজিং অফিসার ছিল। কথা প্রসঙ্গে অফিসারকে বাক্সটার কথা বব জিজ্ঞাসা করল। অফিসার বলল, কি আবার আছে? কিছুই নেই।

সেই দিনই বিকেলে বব জনসন আবার একা। এ সুযোগ উপেক্ষা করতে আছে? কিন্তু ঐ কোণে ওটা কি? ববের চোখ চকচক করে

উঠল। চামড়ার কেসে একটা চাবি আটকানো রয়েছে। চাবিটা দেখেই বব চিনতে পারল। ভল্টের তালার ডুপ্লিকেট চাবি।

সেইদিন রাত্রে বব জনসন চাবিটা পকেটে করে বাড়ি নিয়ে গেল। রাত্রে তার ডিউটি ছিল না। পরদিন সকলের অজ্ঞাতে চাবিটা যথাস্থানে রেখে দিল। নিজের বাড়িতে বব ধীরে সুস্থে মোমে চাবির ছাঁচ তুলে নিয়েছে। খুব ভাল ছাপ উঠেছে।

ছাপ দেখে ভিকটর খুব খুশী। হ্যাঁ, এবার ঠিক ছাপ উঠেছে। তিন সপ্তাহ পরে মসকো থেকে চাবি তৈরি হয়ে এল। ঝকঝকে নতুন চাবি।

ভল্টের প্রথম গেটের কম্বিনেশন তালা যখন খোলা হয় তখন যে তালা খুলছিল তখন তার পিছনে দাঁড়িয়ে বব জনসন নম্বরগুলো লক্ষ্য করছিল কিন্তু সেদিন যে অফিসার হাজির ছিল সে ওখানে ববকে দেখে নিজের সিটে যেতে বলল অহেতুক কৌতুহল ভাল নয়।

যে তালা খুলছিল সেও বলল: আমি যখন কাজ করব তখন আমার পিছনে দাঁড়িয়ে অমন করে উঁকি মেরো না।

ভিকটরকে যখন ব্যাপারটা বব রিপোর্ট করল তখন ভিকটর ভয় পেয়ে গেল। বব জনসনের চেয়েও তার ভয় বেশি কারণ ধরা পড়লে বব জনসনের অবশ্যই সাজা হবে কিন্তু তাদের কাজটা বানচাল হয়ে যাবে। এত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সবই ব্যর্থ হবে।

মাসখানেক পরে কম্বিনেশন তালা বদলানো হবে, একটা নতুন তালা এল। কিন্তু কি নম্বর মিলিয়ে খোলা হবে সেই কম্বিনেশন তালার সঙ্গে আসে নি। তখন স্ট্রংরুমের ভারপ্রাপ্ত অফিসার প্যারিসে তাদের সার্ভিস অফ সাপ্লাইকে টেলিফোন করল। বলল নতুন তালা ত পাঠিয়েছ কিন্তু কম্বনেশন পাঠাওনি কেন? নম্বরগুলো বল।

সারভিসের লোক টেলিফোনে নম্বরগুলো বলতে চাইছিল না কিন্তু স্ট্রংরুমের অফিসার চাপাচাপি করতে সে নম্বরগুলো বলে দিল আর স্ট্রংরুমের অফিসার নম্বরগুলো একটা ছোট কাগজে লিখে নিল তারপর পাকা খাতায় নম্বরগুলো লিখে সেই ছোট কাগজখানা

ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে ফেলে দিল। ওয়েস্টপেপার বাস্কেটের কাগজ-গুলো ত মেসিনে কুঁচিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হবে তবে আর ভয় কি ?

কিন্তু বিভীষণ নিজের মনে নিজের কাজ করে যাচ্ছে। বব তখন খাতায় কি লিখছিল। কিছু যেন দেখছে না, শুনছে না। অফিসার ডিউটি শেষ করে বাড়ি ফেরবার আগে যখন বাথরুমে ঢুকল সেই ফাঁকে অন্য একটা কাগজে বব জনসন কম্বিনেশনের নম্বরগুলো লিখে নিয়ে সেই কাগজ খানা আবার ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে ফেলে দিল হন্তদন্ত হয়ে অফিসার বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে ওয়েস্টপেপার বাস্কেট থেকে সেই কাগজের টুকরোটা তুলে নিয়ে লাইটারের আগুনে পুড়িয়ে দিল। ততক্ষণে যে কাজ হাসিল হয়ে গেছে তা ত আর সে জানে না।

সুসংবাদ পেয়ে ভিকটর আনন্দিত। বব জনসনের উপস্থিত বুদ্ধিকে প্রশংসা করল এবং তাকে অভিনন্দন জানিয়ে সে রাত্রির জন্যে একটি সুন্দরী যুবতী উপহার দিল।

একটা তালার কম্বিনেশন জানা গেল। বাকি রইল আর একটা তালা। অতএব গুপ্তধনে হাত পড়তে কিছু দেরি আছে। তবে বেশিদিন অপেক্ষা করলে চলবে না। কে জানে আবার কবে তালা বদলে যাবে। প্রস্তুতি সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল।

স্ট্রংরুমে উইক-এণ্ড ডিউটির একটা ব্যাপার ছিল। শুক্র, শনি আর রবিবার রাত্রে কেউ ডিউটি দিতে চাইত না। একে প্যারিস শহর যার নাম 'গে প্যারী' তায় সপ্তাহ শেষের নাইট ক্লাবের দুর্বার আকর্ষণ। তবে উইকএণ্ডে ডিউটি করলে সপ্তাহের মধ্যে কাজের দিনে অন্য দু'দিন ছুটি পাওয়া যেত।

আরও একটা ব্যাপার ছিল। শুক্রবার রাত্রি থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত পাহারার খুব একটা কড়াকড়ি থাকত না। বাইরে সেন্ট্রি থাকত না। ভেতরে মাত্র দু'জন লোক থাকত।

চিঠিপত্র বা ডাক সংগ্রহ করতে এই কয়েকদিন কুরিয়ার আসত

না। খুব জরুরী কিছু হলে ত যে কোন সময়েই কুরিয়ার আসতে পারে।

মসকো থেকে নির্দেশ এল এই উইকএণ্ডের সুযোগ নিতে হবে। আসল কাজে হাত দেবার সময় এসে গেছে। আর দেরি করা যায় না। যা কিছু করবার এই উইক-এণ্ডেই করতে হবে।

বব জনসনকে ভিকটর বলল ঃ তুমি উইক-এণ্ডের ডিউটি নাও। ববের কোনো অসুবিধে নেই। তার বৌ হাসপাতালে। বাড়িতে যাবে না। অন্য স্বামীদের মতো সপ্তাহ শেষে বাড়িতে স্ত্রীর সঙ্গে থাকবার বাধ্য-বাধকতা নেই, বরঞ্চ সপ্তাহের অন্য দিনে ছুটি পেলে তার সুবিধে বেশি। হাসপাতালের ডাক্তারদের উইক-এণ্ডে পাওয়া যায় না। এই উপলক্ষ্য দেখিয়ে কর্তাদের কাছ থেকে বব জনসন উইক এণ্ডে ডিউটি চাইল। তার যুক্তি কর্তারা মেনে নিল। তার আবেদন মঞ্জুর হল।

মসকোতে কম্বিনেশন তালার নম্বর আগেই চলে গিয়েছিল। একদিন ভিকটর জিজ্ঞাসা করল ববকে, মসকো বলছে যে দু'টো কম্বিনেশন তালার একই নম্বর হতে পারে না। দু'টো তালাই কি বদলানো হয়েছে? জনসন ভাল করে দেখেছে ত?

জনসন বলল, একটাই নতুন তালা এসেছে ডান দিকের তালাটা বদলানো হয়েছে। সে ভাল করে দেখেছে।

তাই বল, ভিকটর বলল, তাহলে তুমি যে নম্বরটা পেয়েছ সেটা ডান দিকের নতুন তালার। ঠিক আছে, আমি মসকোকে সেইভাবে জানিয়ে দেব। তবুও মসকো বলেছে দুটো তালারই ফটো চাই। এই নক্স-ক্যামেরাটা রাখ, শুক্র, শনি বা রবিবার রাত্রের মধ্যে যে কটা ও যেভাবে পারবে তালার ছবি তুলে সোমবার সকালে বাড়ি ফেরবার পথে নেগেটিভগুলো আমাকে দেবে।

কোথায় দেব?

ভিকটর একটা ম্যাপ বার করে অরলির কাছে একটা ব্রিজ দেখিয়ে বলল, এইখানে সে বব জনসনের জন্যে অপেক্ষা করবে।

জনসনের একটা পুরানো সিত্রোয়া গাড়ি ছিল। সোমবার সকালে নেগেটিভ দেবার জন্যে গাড়ি চালিয়ে ব্রিজের কাছে গিয়ে বব দেখল ভিকটর একা নয়, সঙ্গে আর একজন এসেছে।

বব জনসন গাড়ি থামাতে ওরা ছজনেই ববের গাড়িতে এসে উঠল। ববের কাছ থেকে নেগেটিভ চেয়ে নিয়ে ভিকটর বলল—আমার পালা শেষ এবার থেকে আমার এই বন্ধু ফেলিকস তোমার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবে।

তুমি কোথায় যাবে ?

আমিও থাকব, আমার একার পক্ষে কাজ সামলানো সম্ভব হচ্ছে না, তাই সেণ্টার ফেলিকসকে পাঠিয়েছে। তোমাদের স্ট্রংরুমের জন্যে প্যারিস ও মসকোর অনেক অভিজ্ঞ অফিসার মাথা ঘামাচ্ছে। যাক সে কথা, তোমার কোনো অসুবিধে হবে না, মানুষটাই শুধু বদল হল। ফেলিকস তোমার নাড়ী নক্ষত্র সব জানে।

কয়েকদিন পরে। ফেলিকস বব জনসনকে বলল—এ . থেকে তুমি খুব সাবধানে কাজ করবে আমি যেমনটি বলব ঠিক তেমনটি করবে। নিজের বুদ্ধি খাটবে না। যা করতে বলব যদি বুঝতে না পার ত আমাকে জিজ্ঞাসা করবে।

একদিন শুক্রবার রাত্রে ফেলিকস ছোট একটা যন্ত্র পকেট থেকে বার করে জনসনকে দিয়ে বলল—এই যন্ত্রটা চেন কি ? চেন না নিশ্চয় ?

না, এরকম যন্ত্র আমি কখনও দেখি নি, বব বলল।

এটাকে মিনি এক্স-রে বলতে পার, এর যে কি নাম তা আমিও জানি না। তুমি এই যন্ত্রটা কম্বিনেশন তালাটার ওপর বসিয়ে দেবে।

মানে যে তালাটার কম্বিনেশন আমরা জানতে পারি নি, তার ওপর ? বব জনসন বলল।

হ্যাঁ, সেটার ওপর, তালার ওপর বসিয়ে দিলে এটা আটকে থাকবে এবং সঙ্গে সঙ্গে কাজ আরম্ভ হবে।

কি কাজ আরম্ভ হবে? বব কেতুহল দমন করতে পারছে না।

খুব মৃদু একটা আওয়াজ হবে, মনে হবে তালার ভেতর বুঝি একটা পোকা ডাকছে, কিন্তু বব সাবধান, যন্ত্রটা তালার ওপর লাগিয়ে দিয়েই তুমি দূরে সরে যাবে কারণ যন্ত্রটা রেডিও-অ্যাকটিভ। ঐ যন্ত্রথেকে নির্গত অদৃশ্য রশ্মি তোমার ক্ষতি করতে পারে, অবিশ্যি সেই রশ্মির শক্তি এত কম যে উপেক্ষা করা যায়, তবুও সাবধান হওয়া ভাল। তুমি ঘড়ি দেখবে। ঠিক তিরিশ মিনিট পর আওয়াজ থেমে যাবে। তুমি তখন যন্ত্রটি খুলে নেবে এবং সোমবার সকালে আমাকে অবশ্যই ফেরত দেবে।

শুক্রবার বা শনিবার রাত্রে ঠিক স্থবিধে হল না। রবিবার রাত্রে বব জনসন কার্যোদ্ধার করে সোমবার সকালে ডিউটি সেরে বাড়ি ফেরবার পথে যন্ত্রটি ফেলিকসকে ফেরত দিল। তিন সপ্তাহ পরে আর এক সোমবার ফেলিকস একটা চিরকূট জনসনের হাতে দিয়ে বলল, এই নাও তোমার ভল্টের বাঁ দিকের তালার কম্বিনেশন নম্বর! এইবার নম্বর ডায়াল করে চাকা ঘোরালেই তালা খুলে যাবে।

ভল্টের ভেতরে ঢোকবার পথ এবার পরিষ্কার।

.

ফেলিকসের একটা মার্সিডিস গাড়ি ছিল। সেদিন সোমবার বব ডিউটি দিতে যাবার আগে ফেলিকস তাকে তার গাড়িতে তুলে নিয়ে অরলি এয়ারপোর্টের কাছে একটা রাস্তার কোনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। ববও নামল।

গাড়ির সামনে এসে ফেলিকস এঞ্জিনের ওপরে বনেট তুলে কি যেন পরীক্ষা করতে লাগল। এঞ্জিন পরীক্ষা করা তার উদ্দেশ্য নয়। সে ববকে কিছু নির্দেশ দিচ্ছিল। সে বলে যাচ্ছে।

বব ভাল করে শোনো, আজ রাত্রি ঠিক বারোটা বেজে পনেরো মিনিটে আমি তোমার জন্যে ঠিক এইখানে অপেক্ষা করব। তুমি তোমার সিত্রোয়ঁা গাড়ি চালিয়ে আসবে। তোমার গাড়ি দেখতে পেলেই আমি এমনভাবে হাত নাড়ব যেন আমি তোমার সাহায্য

চাইছি। আজই রাতে তুমি তোমার ভল্টে ঢুকে যে'কটা পার খাম নিয়ে আসবে, সেইগুলো তুমি আমাকে তখন দেবে। আমরা হিসেব করে দেখেছি ছুটো কম্বিনেশন তালা খুলে ভেতরে ঢুকে খাম সংগ্রহ করে বেরিয়ে এসে আবার তালা বন্ধ করতে তোমার মোট পাঁচ মিনিট সময় লাগবে, বুঝেছ।

বুঝেছি, বব বলল কিন্তু তখনই তার বুক ঢিব ঢিব করছে।

বেশ, এবার চল আর এক জায়গায় যেখানে তোমাকে আবার খামগুলো ফেরত দেব।

গাড়ি চালিয়ে ফেলিকস আট কিলোমিটার দূরে একটা পরিত্যক্ত কবরখানার পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বলল, রাত্রি ঠিক তিনটে বেজে পনেরো মিনিটে খামগুলো আমি তোমাকে ফেরত দেব। সীল যেমন ছিল তেমনি থাকবে, কেউ খুলেছিল বলে জানা যাবে না, বুঝেছ। জায়গাটা ভাল করে চিনে রাখ আর সময়টা মনে রেখো।

হ্যাঁ, মনে থাকবে।

বেশ তাহলে এয়ার ফ্রান্সের এই ব্যাগটা তোমার কাছে রাখ। তুমি যখন আমাকে খাম দেবে তখন এই এয়ারব্যাগে ভরে দেবে আর আমিও তোমাকে খাম ফেরত দেব এই ব্যাগে ভরে।

বব জনসন ঘাড় নেড়ে জানাল যে সে বুঝেছে।

আমার কথা এখনও শেষ হয়নি।

এখনও শেষ হয়নি? যা শোনালে তাতে ত আমার ব্লাড প্রেসার বেড়ে গেছে, দাঁড়াও বলে বব পকেট থেকে ফ্লাস্ক বার করে একটু ব্র্যাণ্ডি গলায় ঢেলে বলল, এবার বল।

ফেলিকস আবার কথা আরম্ভ করল। বলল, এয়ার ফ্রান্সের এই ব্যাগের ভেতরে আছে এক বোতল কইনাক সুরা, চারটে উত্তম স্যাণ্ডউইচ, একটা আপেল আর চারটে সাদা ট্যাবলেট।

হ্যাঁ আছে দেখছি, ওগুলো নিয়ে কি হবে?

আজ তোমাকে অনেক নির্দেশ দিচ্ছি, মন দিয়ে শোনো। এই কইনাক সুরায় ঘুমের ওষুধ মেশানো আছে। আমরা খোঁজ নিয়ে

জেনেছি। যে পর পর কয়েকটা উইক-এণ্ডে তোমাকে একা ডিউটি দিতে হবে তবুও যদি কেউ এসে পড়ে তাকে তুমি এই কইনাক খাইয়ে দেবে, সে তখন বেশ কয়েক ঘণ্টা ঘুমোবে। তার মধ্যে আমাদের কাজ শেষ হবে আর তোমাকেও যদি কইনাক খেতে হয় তাহলে তুমি সঙ্গে সঙ্গে দুটো সাদা ট্যাবলেট খাবে, পাঁচ মিনিট পরে বাকি দুটো। তাহলে তোমার আর ঘুম পাবে না।

বব জনসনকে কি করতে হবে সেটা জনসনকে দিয়ে ফেলিকস কয়েকবার বলিয়ে নিল তারপর তাকে সেখানে থেকে ডি-৩৩ নম্বর হাইওয়ের ধারে একটা নির্জন স্থানে নিয়ে গেল।

গাড়ি থামিয়ে মস্ত বড় একটা গাছের গোড়ায় দাঁড়াল। গাছের গোড়ায় একটা পাথর ছিল। পাথরটা সরাল। বব ভাবছে এখানে আবার কি আছে?

পাথরের নীচে ছিল আর একটা পাথর। পাথর নয়, আসলে সেটা একটা বাক্স। বাক্স খুলে ফেলিকস দেখাল তার ভেতরে রয়েছে বব জনসনের ফটো বসানো একটা ক্যানাডিয়ান পাসপোর্ট, যথেষ্ট ডলার, ব্রুসেলস শহরের একটা ঠিকানা এবং ১৯২১ সালের একটা মার্কিন ডলার এবং একখানা কাগজে টাইপ করা কিছু নির্দেশাবলী।

সার্জেণ্ট রবার্ট লি জনসন ত অবাক!

ফেলিকস বলল: তুমি এবার খুব বিপদজনক কাজে হাত দিতে যাচ্ছ, তোমাকে হঠাৎ হয় ত পালাতে হতে পারে তারই জন্যে আমরা এই ব্যবস্থা করে রেখেছি। ব্রুসেলসে পৌঁছে তুমি ঐ ঠিকানায় যাবে কিন্তু হাতে যেন একখানা লণ্ডন টাইমস থাকে আর ১৯২১ সালের মার্কিন ডলারটাও সঙ্গে নেবে, ভুলোনা যেন। ওখানে আমাদের লোক আছে। সে তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে: মিস্টার তোমার পকেট থেকে কি এই ডলারটা পড়ে গেছে? বলে সেও ১৯২১ সালের একটা ডলার তোমাকে দেখাবে। তুমি তখন নিজের ডলারটা পকেট থেকে বার করে ওকে দেখিয়ে বলবে: নো থ্যাংক্‌স্‌।

আমার ডলার ঠিকই আছে। এরপর সেই লোক তোমাকে যা বলবে তুমি তাই শুনবে এবং তার কথামতো কাজ করবে। আমাদের প্ল্যান রেডি, তোমাকে পাচার করবার জন্যে যথাস্থানে আমাদের লোক মোতায়েন আছে।

এখানেই শেষ নয়। ফেলিকস বলল: তোমাকে মনে করে আরও একটা কাজ করতে হবে। প্রতি রবিবার সকালে ডিউটি থেকে বাড়ি ফেরবার পথে একটা খালি 'লাকি স্ট্রাইক' সিগারেট প্যাকেটের ভেতরে পেনসিল দিয়ে একটা 'এক্স' চিহ্ন এঁকে প্যাকেটটা টেলিফোন বাক্সর মধ্যে ফেলে দেবে। কোন টেলিফোন বক্স তাও তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। সেই প্যাকেট পেলে জানব যে তুমি নিরাপদে খামগুলো আবার ভল্টে ফিরিয়ে দিতে পেরেছ। যদি সিগারেট প্যাকেট না দেখতে পাই তাহলে বুঝব তোমার কোনো বিপদ হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তোমার পালাবার রাস্তায় মোতায়েন মানুষদের সতর্ক করে দোব।

এতক্ষণে ফেলিকস তার কথা শেষ করল। বব জনসনকে কি করতে হবে সেগুলি বার বার তাকে দিয়ে বলিয়ে নিল।

কবে থেকে ভল্ট লুঠ আরম্ভ করা হবে তার একটা তারিখ ঠিক করা হল। ফেলিকস এবং ভিকটর তাকে গুডলাক জানাল, সাবধানে কাজ করতে বলল, কোনো ধাপ যেন ভুল না হয় তাহলেই সব আয়োজন ব্যর্থ হবে। বাইরে অনেক লোক তার জন্য অপেক্ষা করবে।

ভল্ট লুঠের প্রথম দিন বব জনসন একা রাত্রি জেগে ডিউটি দিচ্ছে। একটা ট্রানজিস্টর রেডিও প্রচারিত টাইম সিগন্যাল শুনতে হবে এবং তারপর...

কিছু দূরে সেই কবরখানার পাশে ফেলিকস তার জন্যে অপেক্ষা করছে তারও সঙ্গে রেডিও। সেও প্যারিস রেডিওর টাইম সিগন্যাল শুনবে।

প্যারিসে রাশিয়ান এমব্যাসির চারতলায় একটা বড় ঘরে একদল

দক্ষ রাশিয়ান টেকনিশিয়ান সাজসরঞ্জাম নিয়ে অপেক্ষা করছে। তাদের মসকো থেকে প্রথমে আনা হয়েছিল অ্যালজিরিয়া, অ্যালজিরিয়া থেকে প্যারিসে। সরাসরি মসকো টু প্যারিস নয়। এদের খুব দ্রুত কাজ করতে হবে, কেউ খামের সীল খুলবে, কেউ সীল বেমালুম জুড়ে দেবে, কেউ ছবি তুলবে। কেউ ছবি ছাপাবে। ওরা ওসব কাজে দারুণ তৎপর।

নির্ধারিত সময়ে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় বব জনসন অ্যাকশন আরম্ভ করল। ভল্টের তালা আর কম্বিনেশন তালা দু'টো খুলতে দু'মিনিটের বেশি সময় লাগল না। নানা আকারের যতগুলো পারল খাম সে এয়ারব্যাগে ভরে ঠিক ঠিক সব তালা বন্ধ করে মাল ভর্তি এয়ারব্যাগ নিয়ে সিত্রোয়ঁা গাড়িতে চেপে ফেলিকসকে পৌঁছে দিয়ে এল।

প্রথম দিন কাজ ঠিক রুটিন মাফিক ও নির্বিঘ্নে শেষ হল। দারুণ সাফল্য। রবিবার সকালে জনসন যখন বাড়ির পথে তখন বহু মার্কিন মিলিটারি সিক্রেট মসকোর পথে রওনা হয়েছে।

আবার পরের শনিবার অ্যাকশন। একই রুটিন।

এই শনিবারের পরের সপ্তাহে একদিন ববের সঙ্গে ফেলিকস দেখা করল। তার মুখ আর হাসিতে ধরে না। সেও ত বব জনসনের কৃতিত্বের ভাগী। ববকে সে বলল :

ইউ এস এস আর-এর কাউনসিল অফ মিনিস্টারদের পক্ষ থেকে তোমাকে অভিনন্দন জানাতে বলা হয়েছে। পৃথিবীতে শান্তিরক্ষার প্রচেষ্টায় তোমার অবদান স্বীকৃত হয়েছে। কতকগুলো মিলিটারি সিক্রেট এতই গুরুত্বপূর্ণ যে কমরেড ক্রুশ্চেভ স্বয়ং সেগুলি পড়েছেন এবং নোট রেখেছেন। তোমার অসাধারণ সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে রেড আর্মিতে তোমাকে মেজর-এর পদমর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া এই নাও, বোনাস, দু'হাজার ডলার, ছুটি নিয়ে মণ্টি কারলো ঘুরে এস। তবে সাবধান, এলোমেলো বাজে খরচ কোরোনা তাহলেই

তোমাদের সিকিউরিটি নজর দেবে। সন্দেহ করবে, লোকটা তার আয় অপেক্ষা বেশি ব্যয় করছে কি করে।

রবার্ট লি জনসন কেজিবি-এর হাতে যেসব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তুলে দিয়েছিল তার দাম দু'হাজার ডলারের চেয়ে অনেক বেশি। ডলারের অঙ্কে তার মূল্য নির্ধারণ অসম্ভব। পরমাণু বিজ্ঞানী ক্লাউস ফুকস সোভিয়েট রাশিয়ার হাতে অ্যাটম বোমা তৈরির ফরমুলার কিছু অংশ তুলে দিয়েছিল যার ফলে সোভিয়েট রাশিয়া অন্ততঃ দশ বছর আগে অ্যাটম বোমা তৈরি করতে পেরেছিল। বিনিময়ে ফুকস কোনো অর্থ বা উপহার গ্রহণ করে নি।

ফুকসের পর এত বড় একজনও গুপ্তচর পায় নি। ফুকস জানত রাশিয়ার হাতে সে কি তুলে দিচ্ছে কিন্তু জনসন যে কি জিনিস তুলে দিচ্ছে তা সে মোটেই জানত না। সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। সে আদৌ জানত না কি সাংঘাতিক তথ্য সে পাচার করছে।

বব জনসন পাঠানো কাগজপত্র মসকো পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। পলিটব্যুরোতে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। তারা জানতে পেরেছিল ইউরোপের কোথায় কোথায় ন্যাটো নিউক্লিয়ার মিসাইল বেস স্থাপন করেছে ; রাশিয়া যদি পশ্চিম জার্মান বা যুগোশ্লাভিয়া বা অন্য কোনো দেশ আক্রমণ করে তাহলে ন্যাটো শক্তির কি সমর কৌশল হবে, ইউরোপে কোথায় কোথায় অস্ত্র ও মালপত্র সরবরাহের ডিপো আছে, কোথায় নতুন বিমানক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে বা রেললাইন বসবে এই রকম অনেক মিলিটারি সিক্রেট মসকো সহজেই পেয়ে গেল। তথ্যগুলি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ, অনেকগুলিতেই বড় বড় সামরিক অফিসারের সমর্থনসূচক স্বাক্ষর ও মোহরের ছাপ আছে। বাজে বলে কোনোটি উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এরপর থেকে ভল্ট লুঠের সময়ের ব্যবধান বাড়িয়ে দেওয়া হল। মাসে একবার বা ছ' সপ্তাহ অন্তর একবার মাত্র। ইতিমধ্যে মসকোতে আনানো টেকনিশিয়ানদের দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আনানো হয়েছে অন্য আর এক দল। একই লোকদের কেজিবি

প্যারিসে বেশি দিন রাখতে চায় না তাহলে সেইসব লোক ফ্রেঞ্চ সিকিউরিটি বিভাগের নজরে পড়তে পারে। গুপ্তচর বিভাগকে কত দিক ভেবে কাজ করতে হয়।

বব জনসনকে নিয়ে কেজিবি-এর আর এক দুশ্চিন্তা ছিল। যে ভল্ট থেকে একবার খাম বার করা হবে সেদিন যেন আর একবারও বব সেই ভল্টে না ঢোকে তা সে পাঁচ সেকেণ্ডের জন্য হলেও নয়। তাকে সেইরকম কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। বব জনসন তাদের এমন একজন অমূল্য এজেন্ট যাকে হারানো চলবে না। ধরা পড়লে তার বলবার কিছু থাকবে না, যে কৈফিয়তই দিক না কেন তা গ্রাহ্য হবে না।

তবুও কত রকম বিপদ ঘটে।

একদিন রাত্রি তিনটে পনেরো মিনিটে ফেলিকসের কাছ থেকে বব ডকুমেণ্ট ভর্তি এয়ারব্যাগটি ফেরত আনতে গেছে। ব্যাগটি ফেরত নিয়েছেও। গাড়িতে স্টার্ট দিতে গেল কিন্তু গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না। ফেলিকসও চেষ্টা করল কিন্তু গাড়ি স্টার্ট নেবে না। এই সময় ওরা সভয়ে দেখল রিভলভার হাতে একজন মানুষ ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। অন্ধকার। মানুষ চেনা যায় না। ওরা যেন পাথর হয়ে গেল। সর্বনাশের আর দেরি নেই। কিন্তু মানুষটা আর কেউ নয়, তাদেরই বন্ধু ভিকটর। সে দূরে আড়ালে থেকে ওদের ওপর নজর রাখছিল এবং পাহারা দিচ্ছিল।

কুড়ি মিনিট চেষ্টা করেও গাড়িতে স্টার্ট দেওয়া গেল না। ভিকটর তখন নিজের গাড়ি চালিয়ে ববের সিত্রোয়ঁাকে প্রায় এক কিলোমিটার টেনে নিয়ে যাবার পর গাড়ি স্টার্ট নিল।

পরের সপ্তাহে মসকো থেকে টাকা এল। বব জনসন তার পুরনো গাড়ি বেচে একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড মার্সিডিস কিনল, সেকেণ্ডহ্যাণ্ড হলেও প্রায় নতুন। অফিস থেকে কিছু ধার নিল, গাড়ি কেনবার জন্যে টাকা দরকার। এটা অবিশ্যি ধোঁকা দেবার জন্যে।

আবার কিছুদিন পরে। নির্বিঘ্নে ভল্টলুঠ কাজ সমাধা হবার পর

এক রবিবার সকালে। ডিউটি থেকে জনসন বাড়ি ফিরেছে, রুটি কেনবার জন্যে রাস্তায় বেরিয়েছে হঠাৎ দেখল তাদের বাড়ির সামনে থেকে ফেলিকস ও ভিকটর গাড়িতে উঠে গাড়ি চালিয়ে দ্রুত চলে গেল। ওরা কেন এসেছিল এবং কিছু না বলে বা কোনো ইসারা না করে ওরা কেন চলে গেল? ববের মাথায় কিছুই ঢুকল না।

কাণ্ডটা ত সে নিজেই করেছিল। পরে যখন ফেলিকসের সঙ্গে দেখা হল তখন ব্যাপরটা জানা গেল। সেদিন জনসন সেই টেলিফোন বক্সে 'লাকি স্ট্রাইক' সিগারেটের প্যাকেট ফেলতে ভুলে গিয়েছিল।

ফেলিকস ত ববকে রীতিমতো বকুনি দিল। তারা ধরে নিয়েছিল বব জনসন নিশ্চয় বিপদে পড়েছে এবং তারা তৎক্ষণাৎ তার পলায়নের রাস্তায় প্যারিস থেকে ব্রুসেলস পর্যন্ত মোতায়েন সমস্ত লোককে সতর্ক করে দিয়েছিল। এখন আবার সব কিছু স্বাভাবিক করতে দিন দুই সময় লাগবে। এমন ভুল আর যেন না হয়। মনে রেখো।

এবার সত্যিই একটা বিপদ ঘটেছিল। আর একটু হলেই জনসন হাতেনাতে ধরা পড়ে যেত। সেবার রাত্রি বারোটা পনেরো মিনিটে বব জনসন দুটো খাম ফেলিকসকে দিয়ে এসেছিল। খাম দুটো বেশ বড় ও মোটা। সেই দিন সকালে ওয়াশিংটন থেকে এসেছে।

ওদিকে রাত্রি তিনটে বেজে পনেরো মিনিট হয়ে গেল, কবরখানায় ববের জন্যে ফেলিকস অপেক্ষা করছে, খাম ফেরত নিতে আসবে কিন্তু ববের দেখা নেই। ফেলিকস আকাশ পাতাল কত কি চিন্তা করছে। স্ট্রংরুমে কেউ কি হঠাৎ এসে গেল? যে এসেছিল তাকে কি কইনাক খাইয়ে ঘুম পাড়ানো যায় নি? নাকি ধরা পড়ে গেল? কিন্তু ধরা পড়ার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তবে?

অপেক্ষা করতে করতে পাঁচটা বাজল। ফেলিকস আর ত অপেক্ষা করতে পারে না। একটু পরেই সকাল হবে, আলো ফুটবে। জনসন যদি ধরা পড়ে তাহলে সমস্ত ব্যাপারটাই বানচাল হয়ে যাবে। ন্যাটো এবং অ্যামেরিকা সতর্ক হয়ে যাবে, তার নিজের বিপদ কম নয়। তাকে ত কৈফিয়ত দিতেই হবে। জেলও হতে পারে।

এখন একটাই পথ খোলা আছে। খাম ভর্তি এয়ারব্যাগ নিয়ে ফেলিকস গাড়ি চালিয়ে অরলি এয়ারপোর্টে চলে গেল। স্ট্রংরুম থেকে দূরে গাড়ি রাখল কিন্তু কোনোদিকে কোনো চাঞ্চল্য লক্ষ্য করল না। গাড়ি থামাল কিন্তু এঞ্জিন বন্ধ করল না, গাড়ি থেকে নামল, দেখল বব জনসনের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। চারদিক ভাল করে দেখে ববের গাড়ির সামনের সিটে এয়ারব্যাগটা রেখে ফেলিকস যত জোরে পারল গাড়ি চালিয়ে নিজের আড্ডায় ফিরে এল তখনও তার বুক ঢিব ঢিব করছে সে খুবই বিপদের ঝুকি নিল। ব্যাগটা যদি চুরি হয়ে যায় কিংবা সিকিউরিটি বিভাগের হাতে পড়ে? সে ছটফট করতে লাগল। ঘণ্টাখানেক পরে গিয়ে টেলিফোন বাক্সটা দেখে আসতে হবে, বব লাকি স্ট্রাইকের প্যাকেট ফেলে দিয়ে গেছে কিনা।

আসলে বব জনসন সে রাত্রে ঘুমিয়ে পড়েছিল। যখন ঘুম ভাঙল তখন সাড়ে পাঁচটা। চোখ রগড়াতে ধরমড় করে উঠে বসল। সর্বনাশ! ফেলিকস এখনও কি অপেক্ষা করছে? ছুটল নিজের গাড়ির দিকে। সিটে উঠে বসতেই এয়ার ব্যাগটা পেয়ে গেল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

ভল্টের ভেতরে খাম দু'খানা যথাস্থানে রেখে কম্বিনেশন তালা ও ভল্টের তালা বন্ধ করে সবে সিটে বসতে যাবে এমন সময় তার বদলি লোক এসে হাজির। আর দু'সেকেণ্ড দেরি হলেই হয়েছিল আর কি!

পরে ফেলিকসকে জনসন মিথ্যা কথা বলেছিল। বলেছিল রাত্রি তিনটের আগে একজন অফিসার কিছু জরুরী কাগজ নিতে হঠাৎ হাজির। সে কাগজগুলি ভল্ট থেকে বার করে। সেগুলি খাতায় এন্ট্রি করা হয় তারপর লোকটি দীর্ঘ সময় ধরে কাকে যেন টেলিফোন করে। সেই লোক পাঁচটা পর্যন্ত স্ট্রংরুমে ছিল। স্ট্রংরুমের বাইরে দাঁড়িয়ে গাড়ির জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। সওয়া পাঁচটায় তার গাড়ি আসে। এইজন্যে সওয়া তিনটের সময় সে কবরখানায় যেতে পারে নি।

ফেলিকস জিজ্ঞেসা করল : অফিসারকে তুমি কইনাক অফ্যার করলে না কেন ?

করেছিলুম কিন্তু অফিসার বলল যে সে এখন ডিউটিতে আছে, ড্রিংক করবে না।

অ, তাহলে ত খুবই মুশকিলে পড়েছিলে।

সে কথা আর বলতে।

বব জনসন ভাবল তার মিথ্যা কথা ওরা বিশ্বাস করছে, তা কিন্তু ঠিক নয়। ববের কথা ওরা বিশ্বাস করে নি। কেজিবি খোঁজ নিয়ে দেখেছিল যে স্ট্রংরুম থেকে রবিবার কোনো কাগজ সরানো বা জমা দেওয়া হয় না। আর যদি কোনো অফিসার আসে সে স্ট্রংরুমে একা ঢুকতে পারে না। সঙ্গে আর একজন অফিসার অবশ্যই থাকা চাই। কিন্তু বব কেন মিথ্যা কথা বলল তা ওরা বুঝতে পারল না। ওরা এ নিয়ে আর মাথা ঘামাল না।

শীতকাল শেষ হল। মে মাস এসে গেল। ইতিমধ্যে ন্যাটো সংক্রান্ত প্রচুর মিলিটারি সিক্রেট কেজিবি-এর হস্তগত হয়েছে। মিলিটারি সিক্রেট ছাড়া ন্যাটো শক্তিদের মধ্যে মতানৈক্য, সোভিয়েট মিলিটারির কোন কোন বিভাগ ন্যাটো দুর্বল মনে করে, এসব বিষয়েও অনেক গুপ্ত তথ্য কেজিবি এর হস্তগত হয়েছে।

এত মিলিটারি সিক্রেট যে সোভিয়েট রাশিয়া জানতে পেরেছে তা কিন্তু অ্যামেরিকার অজ্ঞাত। অ্যামেরিকা জানতে পারলে হয়ত পাল্টা কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করত।

ফেলিকস একদিন বব জনসনকে বলল : সামনে গ্রীষ্মকাল, তার মানে রাত্রি ছোট, তাই আমরা এখন কাজ বন্ধ রাখব, আবার শীতের শুরুতে আরম্ভ করা যাবে এখন, আমরা অহেতুক বিপদের ঝুঁকি নিতে চাই না, তোমার দাম আমাদের কাছে অনেক বেশি, তোমাকে বিপদে ফেলতে চাই না।

ইতিমধ্যে হেডিকে অ্যামেরিকার ওয়ালটার রিড হাসপাতালে পাঠান হয়েছে। তার চিকিৎসা চলছে, উন্নতি হচ্ছে। প্রায় সেরে

এসেছে। সেপ্টেম্বর মাসে জনসনকে একটা প্রমোশন দেওয়া হল এবং স্ট্রংরুম থেকে বদলি করে অন্য কমাণ্ডে পাঠান হল। তবে যাবার আগে বব্ জনসন আর একবার মাত্র ভল্ট লুঠ করল।

ক্রমে বছর পার হল। ১৯৬৪ সাল, মে মাসে বব জনসনকে ইউরোপ থেকেই বদলি করে দেওয়া হল। সে ফিরে গেল অ্যামেরিকায় মিলিটারি হেডকোয়ার্টার পেণ্টাগনে।

অ্যামেরিকা যাবার আগে ভিকটর ও ফেলিকসের সঙ্গে প্যারিসে একদিন ডিনার টেবিলে ওরা গল্প করছিল। বব পেণ্টাগনে যাচ্ছে শুনে ওরা দু'জনে খুশি। ভিক্টর জিজ্ঞাসা করল।

তোমাকে পেণ্টাগনে কি কাজ দেবে কিছু শুনেছ?

ঠিক বলতে পারছি না, পেণ্টাগনে না পৌঁছলে বলতে পারছি না, তবে শুনছিলুম কুরিয়ার সারভিসে দিতে পারে।

তাই যদি দেয় তাহলে কি করতে হবে জান?

তা জানি, সিক্রেট পেপার এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যেতে হবে।

তার মানে সেইসব সিক্রেট পেপার কোথাও ফেলবার সুযোগও পেতে পার।

তা বোধহয় পাওয়া যাবে।

গুড, আমাদের লোক তোমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে। মনে রেখ এই বছরের শেষে ১লা ডিসেম্বর কেজিবি-এর একজন এজেন্ট তোমার সঙ্গে লাগোরডিয়া এয়ারপোর্টে দেখা করবে।

অ্যামেরিকায় পৌঁছে বব জনসন ভারজিনিয়া স্টেটে অ্যালেকজাণ্ড্রিয়া শহরে, দুধারে গাছের ঘন সারি এমন একটি রাস্তায় শান্ত পরিবেশে ছোট একটি বাংলো ভাড়া নিল। হেডি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে স্বামীর কাছে এল।

পেণ্টাগনে ডিউটি সেরে জুলাই মাসের একদিন বিকেলে কিছু

খাবার কিনে বব জনসন বাড়ি ফিরছে। এমন সময় পরিচিত স্বরে তাকে পেছন থেকে একজন ডাকল

কে বব নাকি ?

ঠিক এইভাবে তার পুরনো বন্ধু জেমস মিণ্টকেনবাউ তাকে আগেও কয়েকবার ডেকেছিল, সেই বার্লিনে, পরে লাস ভেগাসে এবং অরলিনসে।

পাঁচ বছর পরে দু'জনে দেখা। জেমসকে বব বাড়িতে নিয়ে এল। মদের নতুন বোতল খোলা হল। খাওয়া দাওয়া চলল।

মিণ্টকেনবাউ বলল সে এখনও কেজিবি-এর সঙ্গে যুক্ত আছে। নানারকম কাজ করছে। এখন সে আসছে ক্যানাডা থেকে তবে এবার সে অ্যামেরিকায় থাকবে। আরলিংটনে একটা চাকরি নিয়েছে।

বব জনসন বলল যে এখন সে কেজিবি-এর কোনো কাজ করছে না তবে ডিসেম্বরে তাদের লোক তার সংগে যোগাযোগ করবে, এই রকম কথা আছে।

এরপর এমন ঘটনা ঘটল যে, কেজিবি ও পেণ্টাগন বব জনসনের মাথায় উঠল। হেডির হঠাৎ আবার মাথা খারাপ হল এবং হেডিই তার সর্বনাশ করল।

একটা রেস্তরাঁতে হেডিকে নিয়ে বব খেতে গেছে। খেতে খেতে হেডির সন্দেহ হল বব পাশের টেবিলে একটি যুবতীর দিকে মনোযোগ দিচ্ছে যুবতীও ববের দিকে চেয়ে হাসছে বা চোখ টিপছে।

ব্যাস্, ঘরে যেন বোমা ফাটল। হেডি কাঁটা চামচ নামিয়ে রেখে চিৎকার করে উঠল তারপর নিজের সিট থেকে উঠে গিয়ে বাঁ হাতে যুবতীর চুল ধরে তার গালে ঠাস ঠাস করে চড় মারতে লাগল। অনেক কষ্টে হেডিকে সামলে বব তাকে বাড়ি নিয়ে এল।

আর একদিন হেডিকে নিয়ে বব সুপার মার্কেট গেছে। সেখানেও হেডি সন্দেহ করল একটি মেয়েকে দেখে বব বুঝি হাসল। হেডি ছিল ববের পিছনে। পিছন থেকে হেডি ববকে এত জোরে লাথি

মারল যে বব হুমড়ি খেয়ে একরাশ মন্দিরের মতো সাজানো টিনভর্তি ফুডের ওপর পড়ল। কেলেংকারি।

হেডি আবার উন্মাদ। তাকে সামলানোই মুশকিল। মাঝে মাঝে শান্ত থাকে। মাঝে মাঝে ক্ষেপে ওঠে। তখনই চিৎকার করে ববকে গাল দেয়। স্পাই, মাগীবাজ, বেজন্মা।

হেডির পাগলামো অসহ্য হয়ে উঠল। বাড়িতে টেকাই দায় হয়ে উঠল। হেডিকে আবার হাসপাতালে ভর্তি করবার চেষ্টায় বব ব্যর্থ হয়ে তাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল, এবং স্থির করল সে পালাবে। তাছাড়া উপায় নেই, সে সত্যিই ত স্পাই। এফ বি আই-এর কানে উঠলেই তার হাতে হাতকড়া পড়বে।

অকটোবর মাসের দুই তারিখ। ব্যাঙ্ক থেকে তার সঞ্চিত দু'হাজার দুশো ডলার তুলে নিজের গাড়িতে করে বব জনসন ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াল। কোথায় যাবে? কি করবে? কিছুই বুঝতে পারছে না। মাথার ঠিক নেই। দু'টো জিনিস সে চেনে, বোতল আর জুয়ো।

ভারজিনিয়ায় রিমচণ্ড যাবার পথে একজায়গায় গাড়িখানা ফেলে রেখে এক বোতল হুইসকি কিনল। খানিকটা হুইসকি গলায় ঢেলে দূরপাল্লার বাসে উঠল। সিনসিনাটি, সেণ্ট লুই, ডেনভার হয়ে জুয়াড়িদের নরক লাস ভেগাসে এল। মাসিক ২৪ ডলার ভাড়ায় একটা বাজে ঘর ভাড়া নিল এবং পুরোদমে জুয়ো-খেলা আরম্ভ করে দিল।

ওদিকে পেণ্টাগনে। একমাস কেটে গেল। বব জনসন ডিউটিতে ফিরে আসে নি। আর্মি তাকে 'ডেজারটার' বলে ধরে নিল, বব সামরিক বিভাগ থেকে পালিয়েছে।

পেণ্টাগন তখন এফ বি আই-কে- বলল বব জনসনকে খুঁজে বার করতে। এফ বি আই-এর লোকেরা প্রথমেই এল হেডি জনসনের কাছে।

যদিও হেডির মাথার ঠিক ছিল না তবুও সে মোটামুটি ভাবে ঠিক ঠিক উত্তর দিতে লাগল। সে স্বীকার করল যে তারা দু'জনে ঝগড়া করত। কিন্তু এ আর নতুন কি? স্বামী-স্ত্রীতে অমন ঝগড়া

হয় একজন কোথাও চলে যায়। আবার ফিরেও আসে, মিটমাট হয়। তাছাড়া হেডির ত মাথার ঠিক নেই। সঙ্গত কারণেই বব তাকে ছেড়ে যেতে পারে।

এফ বি আই-এর লোক দু'জন এখানেই তাদের কর্তব্য শেষ করল না।

আরও একটু খোঁজ করা যাক। তারা জানতে পারল হেডি ওয়ালটার রিড হাসপাতালে ছিল। হাসপাতালের কর্মীরা বলল মিসেস জনসন নাকি তার স্বামীকে ওম্যানাইজার, ব্যাস্টার্ড, স্পাই, বলে গাল দিক, জুতো ছুঁড়ে মারত।

স্পাই?

খট করে কথাটা এফ বি আই-এর মাথায় আঘাত করল। তারা হেডির কাছে ফিরে এল। জিজ্ঞাসা করল:

মিসেস জনসন তুমি বোধ হয় কোনো কথা চাপবার চেষ্টা করছ যেজন্যে মনে কষ্ট পাচ্ছ।

তোমরা ঠিক ধরেছ ত কিন্তু আমি যদি কথাটা তোমাদের বলে দিই তাহলে ওরা ত আমাকে খুন করবে।

খুন করবে? কে?

রাশিয়ানরা!

রাশিয়ানরা? এফ বি আই-এর লোক দু'জন হতভম্ব। তারা মিনিট দুয়েক কথা বলতে পারে না। একেই বলে কেঁচো খুড়তে সাপ, বিষ-হীন নয়, বিষধর সাপ।

হেডি দু'হাতে কপাল টিপে ধরল, মাথা নিচু করে বলল: আমার স্বামী খারাপ লোক, আমি হেডিও খারাপ মেয়ে।

তুমি কি বলছ মিসেস জনসন? ঠিক করে বল ত, আমরা হয় ত তোমাদের বাঁচাতে পারি অন্ততঃ যাতে না তুমি খুন হও।

বব একটা, একটা স্পাই আমিও স্পাই এবং আরও একজন।

এলোমেলোভাবেও হেডি যা বলল তা সাংঘাতিক। হেডির কাছ থেকেই জেমস মিনটকেনবাউয়ের নাম ঠিকানা পাওয়া গেল। সেও

নিরুদ্দেশ তবুও নর্থ ক্যালিফরনিয়ার এক গ্রামে জেমসকে পাওয়া গেল।

মিণ্টকেনবাউয়ের কাছে প্রায় সব ঘটনাই জানা গেল কিন্তু ফ্রান্সের অরলি এয়ারপোর্টের স্ট্রংরুম ও ভণ্টের বিষয় তখনও জানা যায় নি। শুধু জানা গেল বব জনসন কেজিবি-এর একজন স্পাই! কিন্তু কি দুর্ধর্ষ স্পাই ! তা কখনও জানা যায় নি।

মিণ্টকেনবাউ অবিশ্যি খুবই অনুতপ্ত কিন্তু তাতে তার অপরাধের গুরুত্ব কমে না।

এখন প্রশ্ন হল কেজিবি-এর হাতে বব জনসন কি তুলে দিয়েছে? তার গুরুত্ব কি পরিমাণ? উত্তর শুধু জানা আছে কেজিবি এবং বব জনসনের।

বব জনসনের পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। এয়ারপোর্ট, জাহাজঘাটা বাস টারমিনাল, রেলস্টেশনের সর্বত্র এফ বি আই এবং পুলিশ নজর রাখছে কিন্তু বব জনসন? সে কি রাশিয়ায় পালিয়ে গেল? নাকি কেজিবি তাকে কিডন্যাপ করে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গেল?

এফ বি আই এবং পুলিশ যখন বব জনসনকে খুঁজে বেড়াচ্চে তখন বব জনসন কি করছে?

তারিখটা ১৯৬১ সালের ২৫ নভেম্বর। সকালে যখন বব জনসনের ঘুম ভাঙল তখন তার নিজেকে সুস্থ মনে হল না। আগের রাত্রে সস্তা মদ গিলেছে এবং মদ ছাড়া পেটে আর কিছু পড়ে নি। মাথাটা কেউ যেন বড় একটা সাঁড়াশি দিয়ে চেপে ধরেছে। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, জিভ আড়ষ্ট, সারা গায়ে ব্যথা। হাত পা কাঁপছে।

গত রাত্রে একটা কোট আর জার্মান ছোরা বাঁধা দিয়ে মদের পয়সা জুটিয়েছিল। আজ সকালে পকেটে হাত দিয়ে দেখল মাত্র চারটে পেনি পড়ে আছে। শেষ সম্বল। বাঁধা দেবার মতো বা বিক্রি করার মতো তার আর কিছু নেই। জুয়ো আর মদ নিয়ে এতই মগ্ন ছিল যে তার জন্যে সারা দেশ তোলপাড় করা হচ্ছে এ খবর সে জানত না।

এই অবস্থায় সে কোনরকমে হাঁটেতি হাঁটতে রেনো পুলিস স্টেশনে যেয়ে বলল : আমি একজন ডেজারটার, আর্মি থেকে পালিয়েছিলুম, এখন ধরা দিতে চাই।

যদিও তার ফটো ও অন্যান্য বিবরণী থানায় এসে গিয়েছিল তবুও তার নাম না শোনা পর্যন্ত থানার লোক তাকে চিনতে পারে নি।

কি নাম বললে? আবার বল, থানা অফিসার জিজ্ঞাসা করল

সার্জেণ্ট রবার্ট লি জনসন।

সার্জেণ্ট রবার্ট লি জনসন?

লক আপে পুরে থানা অফিসার তৎক্ষণাৎ মিলিটারি পুলিসকে টেলিফোন করল।

মিলিটারি পুলিস এসে বব জনসনকে তখনি ওয়াশিংটনে নিয়ে চলল। স্নান করে দাড়ি কামিয়ে কিছু খেয়ে একটু সুস্থ হয়ে বব জনসন একে একে সব স্বীকার করল কিন্তু সে অনুতপ্ত নয় এবং সে যে অন্যায় করেছে তাও স্বীকার করতে রাজি নয়।

উলটে বব জনসন বলল : আমি কিন্তু এখনও তোমাদের কিছু উপকার করতে পারি।

কি রকম? যা করেছ তারপর তোমার সঙ্গে আমরা কি আর আশা করতে পারি? তুমি ত বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী।

আমি যদি কাউণ্টার স্পাই হবার সুযোগ পাই তাহলে তোমাদের রাশিয়ার অনেক খবর এনে দিতে পারি।

বলা বাহুল্য যে বব জনসনের প্রস্তাব গৃহীত হয় নি, কিন্তু কেজিবি-কে, সে কি মিলিটারি সিক্রেট হস্তান্তর করেছে তাও সে নিজেই জানে না।

মার্কিন সরকারও এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করতে পারেনি।

তবে দু'খানি জার্মান পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে জানা যায় তারা নাকি বিস্বস্তসূত্রে জানতে পেরেছে যে মিসাইল সংক্রান্ত সিক্রেট ডকুমেণ্ট বব জনসন রাশিয়াকে হস্তান্তর করেছে।

রাশিয়া যদি এ সকল তথ্য সঠিক মত কাজে লাগায় তবে

পৃথিবীতে কোথায় কোথায় রাশিয়ার বিরুদ্ধে আমেরিকা মিসাইল বেস করেছে ও তার বিরুদ্ধে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত তা জানা যেত। কিন্তু রাশিয়াও সে তথ্য সঠিক ভাবে কাজে লাগায় নি।

বিচারে ববের দশ বৎসর দণ্ডাদেশ হয়, কিন্তু তাকে পুরা দণ্ডাদেশ ভোগ করতে হয়নি।

ববের ছেলে ছিল অ্যামেরিকায়। অ্যামেরিকায় থাকাকালীন উনিশ বছর বয়সে তাকে ভিয়েতনামে যুদ্ধে যেতে হয়েছিল। বাবা ছেলের খবর না রাখলেও ছেলে বাবার সব খবর রাখত।

১৯৬১ সালের ১৮ মে, বৃহস্পতিবার। বব যখন তার সেলে বসেছিল তখন একজন ওয়ার্ডার এসে খবর দিল, তোমার ছেলে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, চল।

বব জনসন খুশি হল। যাক, ছেলে তাকে ভোলে নি।

বব জনসন হাসিমুখে ছেলের দিকে এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল। শানিত ছোরাখানা ছেলে আগেই আস্তিনের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল বব জনসন কাছে আসা মাত্র জুনিয়র রবার্ট ছোরাখানা বাবার বুকে আমূল বসিয়ে দিল। এক ঘণ্টার মধ্যেই বব জনসনের মৃত্যু। তখন তার বয়স, বাহান্ন।

জুনিয়র রবার্টকে যত বারই জেরা হয়েছে, কেন তুমি বাবাকে খুন করলে, ততবারই সে বলেছে "ইট ওয়াজ এ পারসোনাল ম্যাটার," ওটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

১৯৬১ সালের ২৩ ফেবরুয়ারি তারিখে কলকাতার একটি দৈনিকে "গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে দিল্লি-কলকাতায় চাঁইরা গ্রেফতার" শিরোনামে একটি চাঞ্চল্যকর খবর প্রকাশিত হয়।

খবরটি হল এই রকম: পূর্ব ইউরোপের একটি কমিউনিস্ট দেশের হয়ে গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগে কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ পুলিশ সংস্থা দিল্লি ও কলকাতায় যুগপত হানা দিয়ে কয়েকজন চাঁইকে গ্রেফতার

করেছে। কলকাতার একটি আন্তর্জাতিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের একজন পদস্থ অফিসারকে গ্রেফতার করে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখন দিল্লির বড় বড় অফিসরেরা ধৃত ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করছেন।

কলকাতার ওই সংস্থার অফিসারকে গ্রেফতার করার জন্যে দিল্লি থেকে সম্প্রতি একদল অফিসার কলকাতায় এসেছিলেন। কলকাতা পুলিশের সহায়তায় ওই ব্যক্তিকে ধরা হয়। আরও কয়েকজনকে খোঁজা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই যখন স্বরাষ্ট্র দফতরের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন তখন পূর্ব ইউরোপের একটি কমিউনিস্ট দেশের দুনিয়া জোড়া গোয়েন্দা সংস্থা (দেশটির নাম না করলেও বোঝা যাচ্ছে রাশিয়ার কেজিবি) ভারতের নানা এলাকায় সমাজের প্রভাবশালী আধা সামরিক, বে-সামরিক এবং প্রাক্তন পদস্থ পুলিস অফিসারদের মাধ্যমে কিভাবে ভারতের অভ্যন্তরে কাজ করছে সে ব্যাপারে এক গোপন রিপোর্ট পান।

প্রধানমন্ত্রী দেশাই সমগ্র বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তদন্ত করার জন্যে কেন্দ্রের রিসার্চ অ্যানালিসিস উইং সংক্ষেপে 'র'-এর হাতে ভার দেন। তারপরই শুরু হয় ভারতব্যাপী গোপন তদন্ত। সমগ্র বিষয়টি খুবই গোপন রাখা হয়েছে কারণ তদন্ত এখনও চলছে। তবে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায় বিদেশের যে গোয়েন্দা সংস্থার হয়ে ভারতের সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা কাজ করছেন তাঁদের আস্তানা তল্লাসিকালে বহু কাগজপত্র পাওয়া গিয়েছে।

ঐ কাগজেই তিন দিন পরে ২৬ ফেবরুয়ারি তারিখে আর একটি খবর প্রকাশিত হয়। খবরটির শিরোনাম ছিল, "ভারতে কেজিবি-এর আনাগোনা বেড়েছে"। স্টাফ রিপোর্টার প্রেরিত খবরটি ছিল নিম্নরূপ:

চীন ভিয়েতনাম যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই রাশিয়ার গুপ্তচর সংস্থা কেজিবি-এর প্রচুর লোক ভারতে ও বাংলাদেশে আনাগোনা

করছে। দিল্লি, কলকাতা, বম্বে প্রভৃতি বড় বড় শহরে এদেশের নানা স্তরের লোকজনের সঙ্গে ওরা দেখা করছে। এবং হঠাৎ গজিয়ে ওঠা নানা প্রতিষ্ঠানের মারফত চীন ভিয়েতনাম যুদ্ধ সম্পর্কে রুশ ভাষ্য প্রচার করার চেষ্টা চালাচ্ছে। তাদের কার্য-কলাপে ভারত সরকার উদ্বিগ্ন এইসব 'পর্যটকের' ওপর নজর রাখার জন্যে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে?

সম্প্রতি দিল্লি, কলকাতায় গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ধৃত ব্যক্তিদের কাছ থেকে এদের কাজকর্ম সম্পর্কে নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে বলে জানা যায়।

কলকাতায় ধৃত ব্যক্তি ভারতীয় নাগরিক নয়। এদেশে কেজিবি-এর কার্যকলাপ সম্পর্কে ভারত সরকার রাশিয়ার সঙ্গে কূটনীতিক পর্যায়ে আলোচনা করতে চান।

খবর এইখানেই শেষ হয়েছে।

সোভিয়েট রাশিয়ার এই গুপ্তচর সংস্থা কেজিবি একটি বিরাট ও অসাধারণ সংস্থা, এর নানা বিভাগ আছে, বিভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন কাজ। অনেকে মনে করেন যে গুপ্তচর নিয়োগ বা গুপ্তচর সংস্থা পালন করা বর্তমান রাজনীতিতে নিন্দনীয় নয়। নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে বর্তমানে গুপ্তচর অপরিহার্য।

কেজিবি কিভাবে চুপিসাড়ে কাজ সারে তার কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে নিম্নলিখিত চাঞ্চল্যকর কাহিনীটিতে।

১৯৬১ সালের মার্চ মাসের ১২ তারিখ।

চং ঢং করে ঘড়িতে রাত্রি বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে মেকসিকো সরকারের পাঁচজন বড় অফিসার, যাদের ছাড়া সরকার চলে না, ম্যাকসিকো সিটির ন্যাশানাল প্যালেসের একটি ঘরে এসে মিলিত হলেন।

ঘরের মাঝখানে একটা গোল টেবিল ঘিরে তাঁরা বসলেন। কেউ একজন মাথার ওপর জোরালো আলোটা জ্বেলে দিলেন।

একজন সিনিয়র ইনটেলিজেন্স অফিসার আগেই এসে গিয়েছিলেন, তিনি ব্রিফকেস থেকে কিছু ফটোগ্রাফ, কিছু ফটোস্টাট কপি এবং তাঁর ই-রচিত টাইপ করা একটি রিপোর্ট বার করছিলেন।

ঐ পাঁচজন অফিসার বসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ইনটেলিজেন্স অফিসার ঐ সব ফটোগ্রাফ, ফটোস্টাট কপি এবং তাঁর রচিত টাইপ করা রিপোর্টখানি ওদের মাঝখানে টেবিলে রাখলেন।

অফিসারেরা ঐসব ফটো দেখে ও রিপোর্ট পড়ে স্তম্ভিত। ক্রোধে তাঁদের মুখ লাল হয়ে গেল। বিশ্বাসঘাতকতার চূড়ান্ত।

মেকসিকো সরকারের সেই অফিসারেরা কি পড়ে, কি দেখে স্তম্ভিত হলেন? তাঁদের ক্রোধের কারণ কি? তাঁরা যা পড়লেন ও দেখলেন তা অবিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই। তাঁরা যা পড়লেন ও দেখলেন তার কোথাও কোনো ফাঁক নেই, কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

সিনিয়র ইনটেলিজেন্স অফিসার যে রিপোর্ট পেশ করলেন তা আসলে রাশিয়ার গুপ্তচর সংস্থা কেজিবি-এর একটি গভীর চক্রান্ত। চক্রান্ত রচিত হয়েছে রাশিয়ার রাজধানী মসকো শহরে।

কিসের চক্রান্ত?

মেকসিকোতে গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে ক্ষমতা দখল, বর্তমান সরকারকে উৎখাত করা হবে, রাশিয়ার মনোনীত ব্যক্তিরা নতুন সরকার গঠন করবে। সিনিয়র ইনটেলিজেন্স অফিসার প্রমাণসহ রিপোর্ট দাখিল করেছেন। কেজিবি-এর বেতনভূক একজন মেকসিকান বলেছে, 'মেকসিকোতে আমরা আর একটা ভিয়েতনাম সৃষ্টি করব'।

এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে মেকসিকোর সিকিউরিটি বিভাগ খুবই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। রিপোর্টটি ভাসা ভাসা নয়। কোন কোন রুশী কেজিবি অফিসার এবং তাদের বেতনভূক মেকসিকান এজেণ্ট এই চক্রান্তের সঙ্গে জড়িত তাদের সকলেরই নাম জানা গেছে। চক্রান্তটা কি সেটাও জানা গেছে।

কাগজে কলমেই রিপোর্ট শেষ হয় নি। মেকসিকোর সিকিউরিটি

বিভাগের কর্মীরা "বিপ্লবীদের" গুপ্ত ট্রেনিং সেন্টারগুলির সন্ধান পেয়ে সেখানে হানা দিয়ে অনেক অস্ত্র শস্ত্র উদ্ধার করেছে, 'গেরিলা' নেতাদের গ্রেফতারও করেছে।

আর একটু দেরি হলেই বোমা ফাটত, কয়েকটা থানা ধ্বংস হত, বেশ কিছু লোকের প্রাণ যেত। প্লান তৈরি হয়েই ছিল, কোথায় প্রথম বোমা ফাটবে, কোন থানা আক্রমণ করা হবে, কোন রাজনীতিক নেতাকে হত্যা করা হবে।

মেকসিকোর প্রেসিডেন্ট লুই এচিভেরিয়া আলভারেজকে ঘটনা জানান হল। সব শুনে তিনি রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, বললেন, এর মূলে আঘাত হানতে হবে, চক্রান্তকারীদের কঠোর সাজা দিতে হবে এবং এমন সাজা দিতে হবে যাতে ওরা মাথা তুলতে না পারে।

সিনিয়র ইনটেলিজেন্স অফিসার যিনি রিপোর্ট তৈরি করেছিলেন তিনি প্রেসিডেন্টকে সমর্থন করে বললেন আপনি ঠিকই বলেছেন মিঃ প্রেসিডেন্ট, রাশিয়ান এমব্যাসিতে প্রথমেই আঘাত হানতে হবে, সব কিছুরই গোড়াপত্তন ঐ এমব্যাসি এবং এমব্যাসিতে পালের গোদা হল নেচিপোরেনকো।

সিনিয়র ইনটেলিজেন্স অফিসার ঠিকই বলেছে, এমব্যাসিই হল চক্রান্তের মূল চক্র। ১৯৬০ সালেই কেজিবি মেকসিকো সিটির রুশ এমব্যাসি দখল করে নিয়েছিল। এমব্যাসি চলত কেজিবি-এর কথায়। রাশিয়াতে কেজিবি এমনই ক্ষমতাশালী একটা সংগঠন যে হঠাৎ কোনো কারণে কেজিবি তার কাজকর্ম যদি বন্ধ করে দেয় তাহলে রাশিয়ান সরকারই ধ্বসে যাবে।

এমব্যাসিতে কেজিবি-এর অনেক এজেন্ট ছিল এবং তাদের মধ্যে সেরা ছিল ওলেগ ম্যাকসিমোভিচ নেচিপোরেনকো। শুধু মেকসিকো এমব্যাসিতেই নয়, সে ছিল কেজিবি-এর একজন টপ এজেন্ট।

অনেক এজেন্টের মধ্যে বেছে বেছে তাকে মেকসিকো পাঠাবার একটা কারণ ছিল। তারচেহারাটা ছিল ল্যাটিন অ্যামেরিকানের মতো। সুদর্শন চেহারা, মাথা ভর্তি কালো চুল, খাড়া নাক, সরু গোঁপ, লম্বা,

ছিপছিপে, স্মার্ট, লেডিজ ম্যান। তার বাবা বা মা একজন বোধহয় স্পেন দেশের মানুষ ছিল। স্পেনে সিভিল ওয়ারের পর অনেক স্পেনিশ কমিউনিস্ট রাশিয়াতে পালিয়ে এসে রুশ নাগরিকত্ব নিয়েছিল। তাদেরই কারও সন্তান হওয়া অসম্ভব নয়।

নেচিপোরেনকোর এখন বয়স চল্লিশ কিন্তু দেখে মনে হত বয়স বুঝি আরও দশ বছর কম। শরীরটাকে ফিট রাখবার জন্যে রোজ খানিকটা দৌড়ত এবং টেনিস খেলতো। মাতৃভাষা ছাড়াও স্প্যানিশ ভাষাটা উত্তমরূপে বলতে পারত, উচ্চারণ ছিল নিখুঁত, শ্রমিকদের ভাষাতে নিখুঁত উচ্চারণে কথা বলতে পারত।

সকলের সঙ্গে বেশ সহজভাবে মিশতে পারত। ব্যবসায়ী ডিপ্লোম্যাট অধ্যাপক বা ছাত্রছাত্রী সকলেই তাকে পছন্দ করত। ইংরেজ, অ্যামেরিক্যান বা ফরাসি সকলে তাকে পছন্দ করত। মেকসিক্যানদের সে বেশ বশ করেছিল। তাদের সঙ্গে যখন কথা বলত তখন সে তাদের প্রতি বিশেষ ও অতিরিক্ত শ্রদ্ধা দেখাত। এইখানেই ছিল মেকসিক্যানদের দুর্বলতা, তাদের কেউ বড় মনে করলে তারা খুব প্রীত হত।

একজন আদর্শ এজেন্টের বা স্পাইয়ের যেসব গুণ অত্যাবশ্যক সে-সবই নেচিপোরেনকোর ছিল। সে যেমন নানারকম ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারত তেমনি ছদ্মবেশ অনুযায়ী চরিত্রগুলি নিখুঁত ভাবে অভিনয় করতেও পারত। চাষী সেজে গ্রামে গিয়ে তাদের ভাষায় তাদের সঙ্গে মেলামেশা করত, তারা যে চুরুট খায়, সেই চুরুট ধরাত, যে মদ্য পান করে সেই মদ অনায়াসে পান করত। শহরতলীর কারখানায় গিয়ে সস্তা দামের সিগারেট ধরিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে দিব্যি আড্ডা জমাতে পারত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যামপাসে হাতে কয়েকখানা রেফারেনসের বই নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ক্যানটিনে এমন আড্ডা জমাত যে ছাত্রছাত্রীরা তাদেরও নিজেদের একজন মনে করত। আবার মাঝে মাঝে ব্যবসায়ী মহলেও ভিড়ে পড়ত।

একবার ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসে ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্টে ঢুকে নানা বিষয়ে খবর সংগ্রহ করতে লাগল। তবে ঐ দূতাবাসের একজন সিকিউরিটি অফিসার তাকে কেজিবি অফিসার বলে চিনে ফেলেছিল। এটা বুঝতে পেরে নেচিপোরেনকো স্রেফ কেটে পড়েছিল।

এসপিওনেজের ভাষায় যাদের বলা হয় ফিলড অপারেটিক, নেচি-পরেনকোর তুল্য আর একজনও এমন লোক সারা ল্যাটিন অ্যামে-রিকায় ছিল না এ বিষয়ে সে সচেতন ছিল এবং এমব্যাসির সকলে তা জানত। কিন্তু তার অহংকারও ছিল। এমব্যাসিতে যাদের সে মনে করত বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে এবং পদমর্যাদায় তার চেয়ে নিকৃষ্ট তাদের সঙ্গে সে ভাল করে কথা বলত না এমন কি মাঝে মাঝে তাদের অপমানও করত।

এমব্যাসির কর্মীরা নেচিপোরেনকোর সঙ্গে সহজে বা খোলা মনে মিশতে পারত না। নেচিপোরেনকোর ওপর আর একটা দায়িত্ব ছিল। সে ছিল এস কে অফিসার। মেকসিকোতে সোভিয়েট স্কায়া কালানিয়া অর্থাৎ সোভিয়েট কলোনির সিকিউরিটির দায়িত্ব ছিল তার ওপর। এই কারণেও অনেকে তাকে এড়িয়ে চলত, কে জানে কি বলে ফেলবে, মসকোয় কি রিপোর্ট পাঠাবে? কারণ সোভিয়েট কলোনির প্রত্যেকের ওপর সে নজর রাখত।

নেচিপোরেনকো মেকসিকো দূতাবাসে আসে ১৯৬১ সালে। সঙ্গে ছিল স্ত্রী ও দুটি ছোট শিশু। মেকসিকোতে দূতাবাসে তাকে কি কাজ করতে হবে এ বিষয়ে মসকো তাকে উত্তমরূপে জানিয়ে দিয়েছিল তথাপি মেকসিকো দূতাবাসে আসার পর দেখা গেল যে তাকে অতিরিক্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হবে। মেকসিকো এমব্যাসিতে এসেই এটা সে বুঝতে পেরেছিল। দূতাবাসটা যেন চক্রান্তের জাল, মাকড়সার জাল। বাড়িটার প্রতি টেবিল চেয়ার এমন কি কড়ি বরগাও চক্রান্তের সামিল।

একটা প্রধান কারণ মেকসিকোর ভৌগলিক অবস্থান। পাশেই

আমেরিকা এবং নিচে ল্যাটিন আমেরিকা। এদের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র করতে হয়, এদের বিষয় নানা খবরও সংগ্রহ করতে হয় কিন্তু ঐ সব দেশে বসে সর্বদা ষড়যন্ত্র করা যায় না বা খবরও সংগ্রহ করা দুরূহ কিন্তু পাশের রাজ্যে বসে এসব কাজ করা ও নজর রাখা সহজ হয়।

দূতাবাসের বাড়ীখানা হল ভিকটোরিয় যুগের আমলে তৈরি গম্বুজ-ওয়ালা একটি বিরাট প্রাসাদ। অনেক ঘর, অনেক ঘেরা বারান্দা ও করিডর জানালা দরজাও অনেক। চারিদিকে নানারকম বড় বড় গাছ। গাছের সারির ওধারে লোহার রেলিং। গেটখানাও দেখবার মতো। গেটে ও কম্পাউণ্ডে সজাগ সেনট্রি পাহারা দিচ্ছে, কাঁধে রাইফেল্স, কোমরে রিভলবার, পকেটে বাঁশি। রাত্রে ছাদেও সেনট্রি পাহারা দেয়।

ছাদে আর একটা জিনিস আছে। টেলিফটো লেনস লাগানো একটা ক্যামেরা লুকানো আছে। বাইরের কোনো লোক এমব্যাসিতে এলে তার ফটো উঠে যায়।

দূতাবাসে মাঝে মাঝে পার্টি দিতে হয়। বিভিন্ন দূতাবাস থেকে অতিথি আসেন কিন্তু রক্ষীদের ওপর কড়া আদেশ দেওয়া আছে অতিথিরা যেন রিসেপশন হলের বাইরে না যায় বা অন্য কোনো ঘরে প্রবেশ না করে। কিছু তুখোড় নারী গুপ্তচরও অতিথিদের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়। তারা চেষ্টা করে কিছু খবর সংগ্রহ করতে বা কিছু ভুল রুশী খবর চালান করতে। শেষোক্ত এই বিদ্যাকে কেজিবি বলে ডিস ইনফরমেশন অর্থাৎ অ-তথ্য।

যেমন কোনো মার্কিন অতিথি হয়তো কোনো ভদকা পান করবার সময় তার রুশী সঙ্গিনীকে কথাচ্ছলে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা তোমাদের 'ভলগা' জঙ্গী জাহাজখানা ওডেসা বন্দর ছেড়ে বেইরুটের দিকে গেছে না?

রুশী সঙ্গিনী খিল খিল করে হেসে উঠবে, ভদকার গেলাসে একটা চুমুক দেবে, কটাক্ষ হেনে সঙ্গীর বুকে একটু ঠেলা মেরে বলবে, ঠিক বলেছ ত, ভলগা ওডেসা ছেড়েছে ঠিকই তবে জাহাজখানা বেইরুট

যাচ্ছে না, মেরামতের জন্য ওখানা রোমানিয়ার কনস্টালটা বন্দরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মেরামত হলে ওটা যাবে অ্যালেকজান্দ্রিয়া।

কিন্তু জাহাজ সত্যিই বেইরুট যাচ্ছে।

এমব্যাসির দোতলায় কয়েকটা অফিস ঘর আছে, সেইসব ঘরে কোনো বিদেশীকে কখনও ঢুকতে দেওয়া হয় না। কিন্তু প্রবেশ করা সর্বাপেক্ষা কঠিন হল চারতলায় একটি ঘরে। বিদেশীরা ত চারতলায় উঠতেই পারে না এমন কি দূতাবাসের কয়েকজন নির্বাচিত কর্মী ছাড়া আর কাউকে ঐ ঘরে ঢুকতে দেওয়া হয় না, যাদেরও বা ঢুকতে দেওয়া হয় তাদের অনেক বিধিনিষেধ পালন করতে হয়। কেজিবি-অফিসাররা ঘরখানার নাম দিয়েছে 'ডাঞ্জন'। মাটির নিচে অন্ধকার কারাকক্ষকেই ডানজন বলা হয়।

আসলে এই গুপ্তকক্ষেরই নাম 'রেফারেনচুরা'। এই রকম গুপ্তকক্ষ সমস্ত সোভিয়েট দূতাবাসেই থাকে। এই ঘর হল দুতাবাসের হার্ট ও ব্রেন। কেজিবি-এর সকল পরিকল্পনা এই ঘরেই নেওয়া হয় আর পরিকল্পনা মতো কাজ এই ঘর থেকে পরিচালনা করা হয়।

সোভিয়েট দূতাবাস পরিত্যাগ করে যারা অন্য দেশে আশ্রয় গ্রহণ করে বা সোজা কথায় পালিয়ে আসে তাদের কাছ থেকে জানা যায় যে দেশ বিদেশের সব দূতাবাসের রেফারেনচুরাগুলি প্রায় একই রকম।

কনফারেন্স, সমীক্ষা, কর্তার খসড়া প্রস্তুত করবার জন্যে বিভিন্ন কক্ষ আছে কিন্তু সব কক্ষগুলি শব্দ নিরোধক। যে সব ঘরে ফাইল, সাইফার কোড, ট্রান্সমিটার ও রেডিও রিসিভার থাকে সেই সব ঘরে প্রবেশ করা সর্বাপেক্ষা দুরূহ।

রেফারেনচুরা থেকে কোনো কাগজপত্র বিনা অনুমতিতে কখনই বাইরে নিয়ে যাওয়া যায় না তেমনি ব্রিফকেস ক্যামেরা বা টেপ রেকর্ডারও বিনা অনুমতিতে রেফারেনচুরায় আনতে দেওয়া হয় না। রেফারেনচুড়ার স্টাফের মধ্যে আছে একজন চিফ, তার একজন ডেপুটি এবং সাইফার কর্মী। বলতে গেলে দূতাবাসের মধ্যে এদের

বন্দীজীবন যাপন করতে হয়। কেজিবি এই সব কর্মীদের কখনই দূতাবাসের বাইরে যেতে দেয় না। যদিও বা কচিৎ কখনও যেতে দেওয়া হয় ত সঙ্গে আরও দু'তিনজনকেও যেতে দেওয়া হয় এবং সিকিউরিটির লোকেরা তাদের ছায়ার মতো অনুসরণ করে।

মেক্সিকো সিটির একটি সরু রেফারেনচুরায় প্রবেশ ব্যবস্থা কি রকম তাই শুনুন। একজন কর্মী করিডর দিয়ে হেঁটে এসে এক জায়গায় একটি বোতাম টিপবেন, ক্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ করে মৃদু আওয়াজ হবে। একটা দরজা খুলবে, সামনে ছোট ঘর। এই ঘর থেকে পরের রক্ষীকে জানিয়ে দেওয়া হবে একজন স্টাফ এসেছে। অনুমতি পেয়ে সে সোজা হেঁটে যাবে, সামনে লোহার গেটওয়ালা আর একটা ছোট ঘর। সেই ঘরের ভেতর থেকে ছোট একটি ফুটো দিয়ে আগন্তুককে দেখা হবে তারপর সে তার অফিস ঘরে যেতে পারবে।

রেফারেনচুরার বাইরের দিকের সব জানালা সিমেন্ট দিয়ে গাঁথনি করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যাতে নাকি দূর পাল্লার কোনো ক্যামেরা ভেতরের ছবি তুলতে না পারে বা ইলেকট্রনিক পদ্ধতি দ্বারা ভেতরের কোনো কথাবার্তা রেকর্ড করতে না পারে।

কেজিবি অফিসাররা অনেকবার অভিযোগ করেছে যে জানালা বন্ধ করে দেওয়ার ফলে ঘরে রোদ, প্রাকৃতিক আলো এবং হাওয়া একেবারেই ঢোকে না ফলে ঘরগুলি গরম, ভ্যাপসা, যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। মাথা ধরে যায়। ধূমপান নিষিদ্ধ। ধূমপায়ীদের খুব অসুবিধে হয়।

রেফারেনচুরা কখনও বন্ধ থাকে না। এর ছুটি নেই। নেচিপো-রেনকো ত দিন রাত্রি যে কোনো সময়ে রেফারেনচুরায় আসে, বসে, কাজ করে, ইনসপেকশন করে। সারা মেকসিকোতে এই একমাত্র ঘর যেখানে সে নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করে, যেখানে বসে মন খুলে কারও সঙ্গে কথা বলতে পারে। যে ঘর অপরের কাছে অপ্রিয়, সেই ঘর তার প্রিয় ও অপরিহার্য।

নেচিপোরেনকোকে মসকোর কেজিবি সেন্টার বলে দিয়েছে যে

মেকসিকোতে তোমার বৌকেও কাজ করতে হবে। দূতাবাসে কোনো স্থানীয় ব্যক্তিকে চাকরি দেওয়া হয় না তাই অফিসারদের বৌদেরও স্বামীর সঙ্গে চাকরি করতে হয়, কেউ রিসেপসনিস্ট, কেউ টেলিফোন অপারেটর, কেউ টাইপিস্ট, আবার কাউকে সাধারণ কেরাণীর কাজ বা আরও ছোট কাজও করতে হয়।

এমব্যাসিতে যখন কোন পার্টি দেওয়া হয় তখনও বৌদের নানা কাজ দেওয়া হয়, নানারকম ডিউটি দেওয়া হয়। কাউকে আপ্যায়ন করতে হয় অতিথিদের, কাউকে রান্না করতে হয়, আবার কাউকে ঝিয়ের কাজ করতে হয়, আবার কাউকে অতিথি সাজিয়ে গুপ্ত খবর সংগ্রহ করবার জন্যে পার্টিতে ভিড়িয়ে দেওয়া হয়। পার্টি শেষ হয়ে গেলে বৌদেরই ঘর পরিষ্কার করতে হয়, কাপ, ডিশ, গেলাস ধুয়ে সাফ করে মুছে আলমারিতে তুলে রাখতে হয়।

নেচিপোরেনকো কিন্তু খুব করিৎকর্মা লোক। সোভিয়েট ইউনিয়নের বাইরে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ মাত্র যে চার পাঁচটি রুশ সংস্থা আছে, মেকসিকো সিটির দূতাবাস তথা রেফারেনচুরাটি তাদের অন্যতম। এই এমব্যাসী থেকে কেজিবি কয়েকটি জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ পরিচালনা করছে। মেকসিকোর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র তাদের অন্যতম। আমেরিকা মাথার ওপর, তার ওপর কানাডা, নিচে ল্যাটিন আমেরিকার অন্যান্য দেশ। মেকসিকো হাতে থাকলে এই সব দেশের সঙ্গে মোকাবিলা করা সহজ হয়। এই জন্যেই মেকসিকো এমব্যাসী ও তার কাজকর্মকে প্রচুর গুরুত্ব দেওয়া হয়, এই দূতাবাসে বাছাবাছা লোক পাঠান হয় অঢেল টাকা বরাদ্দ এই এমব্যাসির জন্যে।

মেকসিকো এমব্যাসিতে এসে নেচিপোরেনকো লক্ষ্য করলে যে মেকসিকো ও পার্শ্ববর্তী দেশগুলির বিষয় তথ্য সংগ্রহ করা অপেক্ষা মেকসিকোতে বিপ্লব ঘটানোর জন্যে দূতাবাসের অফিসারগণ ও কেজিবি এজেন্টরা অনেক বেশি ব্যস্ত। মেকসিকোর আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে তারা রীতিমতো নাক গলাচ্ছে।

১৯৫৯ সালে ত সোভিয়েট রাশিয়া প্রায় কৃতকার্য হয়েছিল।

মেকসিকোর অর্থনীতিক কাঠামো তারা প্রায় ভেঙে দিয়েছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে বিশ্বাসঘাতক ধরা পড়ায় সব বানচাল হয়ে যায়।

ডেমেট্রিও ভ্যালেজো মেকসিকোর একজন নামকরা শ্রমিক নেতা। সে বছর কেজিবি ভ্যালেজোর হাতে প্রচুর টাকা দিয়েছিল, বলেছিল আচমকা স্ট্রাইক লাগিয়ে রেল চলাচল পুরোপুরি বিপর্যস্ত করে দাও।

মেকসিকোর সিকিউরিটি পুলিশ লক্ষ্য করে যে ভ্যালেজোর সঙ্গে রাশিয়ানদের মেলামেশা আজকাল যেন বেড়ে গেছে, বিশেষ করে দুজন কেজিবি এজেন্টের সঙ্গে যাদের একজনের নাম নিকোলাই রেমিজভ এবং অপরের নাম নিকোলাই অ্যাকসেনভ।

ভ্যালেজোকে গ্রেফতার করা হল। ভ্যালেজো স্বীকার করে যে রাশিয়ানদের কাছ থেকে সে দশ লক্ষ পেসস বা আশি হাজার ডলার নিয়েছে রেলষ্ট্রাইক করাতে।

নেচিপোরেনকো লক্ষ্য করল যে মেকসিকো সরকারের ভেতরে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকে যেমন প্রতিরক্ষা বিভাগ, শিল্প উৎপাদন ইত্যাদি দফতরে কেজিবি সুন্দরী স্পাই নিযুক্ত করাচ্ছে বা যেসব সুন্দরী ঐ সব দফতরে চাকরি করে তাদের চর নিযুক্ত করছে। বৈদেশিক দফতরে ইতিমধ্যে তারা কয়েকজন চর নিযুক্ত করেছে, যার ফলে বিদেশে কুট-নীতিক নিয়োগের সময়কেজিবি এর মনোমত প্রার্থীরাই নিযুক্তি পাচ্ছে। কেজিবি নিজস্ব একটা ডিটেকটিভ এজেন্সি গঠন করল। যে সব পুলিশ অফিসার অবসর গ্রহণ করেছে এবং যাদের চাকরি গেছে এমন সব লোক নিয়েই সেই ডিটেকটিভ বাহিনী গঠিত হল। বলা বাহুল্য এইসব পুলিশ অফিসাররা ঘুষখোর ত ছিলই উপরন্তু সরকার তাদের পছন্দ করত না।

এই ডিটেকটিভ বাহিনী মেকসিকানদের কেলেংকারির গুপ্ত খবর সংগ্রহ করে আনত। এই সব খবরের ভিত্তিতে কেজিবি-এর এজেন্টরা তাদের ব্ল্যাকমেল করত।

এই বাহিনীর আরও একটি কাজ ছিল। কিউবার নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রো বিরোধী অনেক ব্যক্তি বিতাড়িত হয়ে মেকসিকোতে

নির্বাসিতের জীবন যাপন করছিল। ঐ বাহিনী তাদের ভেতর ঢুকে নানা তথ্য সংগ্রহ করে কেজিবি-কে জানাত।

নেচিপোরেনকো এই সব ব্যাপারের তদারক করলেও সে মনোনিবেশ করেছিল অন্যত্র। ভবিষ্যতে জাতিয়তাবিরোধী বা নাশকতামূলক কাজের জন্যে সে ছাত্রসংগ্রহে মনোযোগ দিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কলেজে সে তার চর ছড়িয়ে দিল। ছাত্রদের নানা-ভাবে প্রলোভিত করতে আরম্ভ করল। প্রধানত মেকসিকোর কমিউনিষ্ট পার্টি এবং ইনষ্টিটিউট অব মেকসিকান—রাশিয়ান কালচারাল এক্সচেঞ্জের মারফত ছাত্র সংগ্রহ করা হত। তবে পাইকারি হারে ছাত্র সংগ্রহ করা হয়নি, সম্ভাবনাময় ছাত্র বা ছাত্রী বেছে নেওয়া হত।

উক্ত ইনষ্টিটিউটের পরিচালনার দায়িত্ব ছিল দূতবাসে সোভিয়েট কালচারাল অ্যাটাশের হাতে এবং তিনি ছিলেন একজন কেজিবি অফিসার। ইনষ্টিটিউটের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করত কেজিবি। সমস্ত অনুষ্ঠান ও দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনা করত উক্ত কেজিবি অফিসার মনোনীত মেকসিকান কমিউনিষ্টরা।

খোলাখুলিভাবে সেভিয়েট সংবাদ বা সংস্কৃতি প্রচার করা বা কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা ছিল এই ইনষ্টিটিউটের কাজ। কিন্তু তাদের মূল কাজ ছিল অন্যরকম।

মেকসিকোর অনেক শহরে এই ইনষ্টিটিউটের শাখা অফিস ছিল। কেজিবি অফিসাররা এইসব শাখা অফিসে যাওয়া আসা করত। সেইসব শাখা অফিসে তারা সিনেমা দেখাত, সঙ্গীতের আয়োজন করত, পুস্তক প্রদর্শনী করত, ছাত্রদের উপহার দিত, তারা রুশ নাটক অভিনয় করলে অনেক টিকিট কিনে নিত, পাড়ায় লাইব্রেরী করলে বই ও ফারনিচার দিয়ে সাজিয়ে দিত, বিনা পয়সায় রুশ ভাষা শেখাত।

এইভাবে তারা ছাত্রছাত্রীদের আকৃষ্ট করত। যেসব ছাত্রছাত্রীর মধ্যে তারা সম্ভাবনা দেখত তাদের তারা স্কলারশিপ দিয়ে মসকো পাঠাত প্যাট্রিস লুমুম্বা ফ্রেণ্ডশিপ বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে তাদের মগজ ধোলাই করা হত।

ক্যাবরিসিও গোমেজ সুজা নামে একটি ব্যর্থ ও বিরক্ত যুবক এই স্কলারশিপের কথা শুনেছিল। গোমেজ সোভিয়েট এমব্যাসিতে একখানা চিঠি লিখল। চিঠিখানা পড়ল নেচিপোরেনকোর হাতে।

গোমেজ চিঠির উত্তর পেল। ইনষ্টিটিউট অফ মেকসিকান রাশিয়ান কালচারাল এক্সচেঞ্জ অফিসে তাকে দেখা করতে বলা হয়েছে। চিঠির তলায় সই করেছে কোনো এক ওলেগ নেচিপোরেনকো।

১৯৬৩ সালের গ্রীষ্মের এক অপরাহ্ণে মেকসিকো সিটিতে ইনষ্টিটিউটের অফিসে গোমেজ এসে হাজির হল। তার প্রেরিত স্লিপ পেয়ে নেচিপোরেনকো তাকে ডেকে পাঠল।

গোমেজ ভেতরে আসতে নেচিপোরেনকো তার সঙ্গে স্প্যানিশ ভাষায় কথা আরম্ভ করল। নেচেপোরেনকো অর্থাৎ ওলেগের উচ্চারণ এতই স্পষ্ট যে গোমেজ তাকে স্পেনীয় বলে ভুল করল।

আমি কোন স্প্যানিশের সঙ্গে কথা বলতে চাইনা, আমি রাশিয়ানদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

ওলেগ বলল, আমি রাশিয়ান, তুমি স্প্যানিশ বলেই তোমাদের ভাষায় কথা আরম্ভ করেছি, বোসো, কি বলবার আছে নিঃসংকোচে বল, দেখি তোমার জন্যে কিছু করতে পারি কি না।

গোমেজের বয়স একত্রিশ, বেঁটেখাটো মোটাসোটা পেশীবহুল, কালো গোল গোল 'চোখ, গায়ের রংও কালো, মুখে সর্বদা বিরক্তির ছাপ। রাগী যুবক।

গোমেজ পেশায় ইস্কুল মাস্টার। কলেজের পড়া শেষ করে নানচিতাল শহরে মাস্টারী করছে। কমিউনিজমের প্রতি তার দীর্ঘদিনের সহানুভূতি, মার্কস পড়েছে উত্তমরূপে ও খুঁটিয়ে। লেনিন প্রমুখ কমিউনিষ্ট নেতাদের জীবনীও পড়েছে।

এই বছরের গোড়াতেই সে বিয়ে করেছিল। বিয়ের কয়েকদিন পরেই তার বৌ অসুস্থ হয়ে পড়ে। কি অসুখ ডাক্তাররা ধরতে পারল না। বেচারী কয়েক দিন মাত্র রোগ ভোগ করে মারা গেল, বলতে গেলে বিনা চিকিৎসায়।

গোমেজ ক্ষেপে গেল। এ কি কাণ্ড! কি রকম চিকিৎসক, কি রকম চিকিৎসা ব্যবস্থা! এই যে একটা মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা গেল এর জন্যে অপদার্থ মেকসিকো সরকার দায়ী। নতুন বধূ নতুন সংসার গড়বে, একদিন মা হবে, তার সব আশা অকালে শেষ হল। এ দেশের কিছু হবে না! ব্যর্থ ক্রোধে ও আক্রোশে গোমেজ ফুঁসতে লাগল।

এই সমাজকে, এর সংস্কৃতি ও শিক্ষাকে, শাসন ব্যবস্থাকে ভেঙে তচনচ করে ফেলে গড়তে হবে সেই সমাজ যে সমাজে মানুষ সুবিচার পাবে, মানুষ সম্মান পাবে। এবং রাশিয়ার সহায়তায় নতুন মেকসিকো গড়ে তোলা সম্ভব বলে গোমেজ মনে করে। তাই সে রাশিয়ানদের কাছে এসেছে।

ওলেগ আর গোমেজ অনেকক্ষণ ধরে আলাপ আলোচনা করল, সন্ধ্যা পার হতে চলল। ওলেগ বুঝল এতদিনে একজন উপযুক্ত লোক পাওয়া গেছে তবে একে গড়েপিটে নিতে হবে এবং লোকটি হাওয়ায় ভেসে আসা সমাজবাদী নয়। এর দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করতে হয়, কর্মক্ষমতা আছে বলে মনে হচ্ছে। কেজিবি যেমন চায় ঠিক সেভাবে একে তৈরী করে নেওয়া যাবে।

মসকোতে কেজিবি সেণ্টারের কাছে ওলেগ গোমেজের কেস খুব জোরালো ভাবে অনুমোদন করল এবং প্যাট্রিস লুমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাকে অবিলম্বে ভর্তির ব্যবস্থা করে নিতে পরামর্শ দিল!

এসব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ কয়েক মাস লেগে যায় কিন্তু ওলেগ জরুরী চাপ দেওয়ার ফলে মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে গোমেজকে ওলেগ মসকো যাওয়ার প্লেনভাড়া এবং অন্যান্য খরচ বাবদ টাকা দিল।

মসকোতে পৌঁছনর সঙ্গে সঙ্গে গোমেজকে বিশেষ মর্যাদা দিল এবং তার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করা হল। এবং গোমেজ সত্যিই এই বিশেষ ব্যবহার পাওয়ার যোগ্যতা অচিরে প্রমাণ করেছিল প্যাট্রিস লুমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন উৎসাহী ও বুদ্ধিমান ছাত্র কম আসে।

কয়েক বছর পরে মেকসিকো সরকারের বিরুদ্ধে কেজিবি মেকসিকানদের নিয়ে যে গেরিলা বাহিনী গঠন করেছিল, ফ্র্যাব্রিসিও গোমেজ সুজা তার নেতৃত্ব দিয়েছিল। সে কথায় পরে আসছি।

পরবর্তী দু'বছরের মধ্যে আরও এক ডজনকে মসকো পাঠিয়েছিল এবং এই সময়ের মধ্যে মেকসিকোর বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে কেজিবি এর জন্যে অনেক এজেন্ট নিযুক্ত করেছিল।

সেণ্টারও ওলেগকে চাপ দিচ্ছিল আরও লোকও পাঠাও কারণ মেকসিকোর ওপর প্রচুর গুরুত্ব অর্পণ করেছে। মেকসিকোতে কেজিবি এজেণ্টের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে সর্বাধিক, দূতাবাসের প্রায় সব কর্মীই বোধহয় কেজিবি-এর স্টাফ।

মেকসিকোর আবহাওয়া ভাল, উপভোগ্য, প্রাকৃতিক সম্পদও প্রচুর। শাসন ব্যবস্থা ভাল, জনসাধারণের বেশি অভিযোগ নেই সরকারের বিরুদ্ধে, অর্থনীতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সরকার অনেক উন্নতি সাধন করেছে। বয়স্কদের দ্রুত শিক্ষিত করে তুলেছে। দশ বছরে সাক্ষরতার হার তিরাশি শতাংশ করতে পেরেছে এবং ১৯৬০ থেকে ১৯৬১-এর মধ্যে মাথাপিছু বার্ষিক আয় ৩৩০ ডলার থেকে বাড়িয়ে ঠিক দ্বিগুণ করতে পেরেছে।

এই সময়ের মধ্যে যদিও জনসংখ্যা বেড়েছে তথাপি সরকার তার মোকাবিলা করেছে। জনগণ সেখানে মোটামুটি সন্তুষ্ট। সেখানে তাদের সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা কঠিন। তবুও জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুলতে হবে কারণ আর কিছুই নয়, এই দেশের ভৌগলিক অবস্থান। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আর ল্যাটিন অ্যামেরিকার মোকাবিলা করতে হবে ত।

১৯৬০ সালের মাঝামাঝি থেকে কূটনীতিকের আবরণে মসকো মেকসিকোতে দলে দলে কেজিবি অফিসার পাঠাতে শুরু করল কেজিবি গুপ্তচরে মেকসিকো ভরে গেল।

১৯৬১ সালের বসন্তকালে ল্যাটিন আমেরিকা রাজনীতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ একজন বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ব্যক্তিকে পাঠাল মেকসিকোতে

রেসিডেন্ট অফিসার হিসেবে। এমন ব্যক্তিকে কেজিবি-এর ভাষায় বলা হত শুধু "রেসিডেন্ট।"

নবনিযুক্ত এই রেসিডেন্টের নাম বরিস প্যাভলোভিন কোলোমিয়াকভ। আমরা সংক্ষেপে বলব বরিস। বরিস এখনও পর্যন্ত কোনো বড় কাজে ব্যর্থ হয়নি। এই কৃতিত্ব অবশ্য ওলেগেরও আছে।

বরিসের বয়স সাতচল্লিশ, টাক পড়েছে, করিৎকর্মা ও জবরদস্ত অফিসার। খুব কড়া। জুনিয়র অফিসাররা ত ভয়ে কাঁপে। নিজের পদ সম্বন্ধে সচেতন, সেজন্যে বেশ গর্বিত।

অফিসে আসত সবার আগে আর নিজের কোয়ার্টারে ফিরত সবার শেষে। সব সময়ে কাজে ব্যস্ত থাকত। প্রতিদিন মেকসিকো, ক্যানাডা ও অ্যামেরিকার অন্তুতঃ কুড়িখানা দৈনিক খবরের কাগজ পড়ত বা দেখত।

কাজের যতই চাপ থাক রোজ অন্তুতঃ আধ ঘণ্টা ব্যয় করত ইংরেজী ভাষাটা আরও ভাল করে আয়ত্ব করতে। প্রচুর বই কিনত এজন্যে স্ত্রী রাগ করত, বলত বই কেনার ঠেলায় সংসার চালানই মুশকিল হয়েছে।

কড়া অফিসার হলেও বরিসের অনেক গুণ ছিল। সোভিয়েট কলোনিগুলিতে ভীষণ 'জাতি বিচার' ছিল। উচ্চপদস্থ অফিসাররা নিম্ন-পদস্থদের সঙ্গে মেলামেশা করত না। কিন্তু বরিস প্রত্যেকের বাড়ি যেত, খোঁজখবর নিত এমন কি স্বামী-স্ত্রী-এর বিবাদে সালিশীর ভূমিকা গ্রহণ করত।

কাজে অবহেলা বা ফাঁকি দেওয়া ছিল বরিসের কাছে ভীষণ অপরাধ। কেউ কাজে ফাঁকি দিলে তাকে সাজা দেওয়া হত। একবার ত একজন কর্মীকে ঝাড়া এক ঘণ্টা ধরে ভর্ৎসনা করল। লোকটা তার ঘর থেকে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এল। কিছুদিন পরে তাকে রাশিয়াতে ফেরত পাঠান হল। কেউ বলল নির্বাসন। কেন? তা বলা হল না।

১৯৬৮ সাল নাগাদ বরিসের অধীনে শুধু এমব্যাসিতেই কর্মীর

সংখ্যা দাঁড়াল সাতান্নয়। এর মধ্যে আটজন ব্যতীত বাকি সকলে ছিল পেশাদার এজেন্ট বা স্পাই।

মেকসিকোতে গ্রেট ব্রিটেন, পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স ও জাপানের দেশ গুলির সংঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক আছে কিন্তু এদের দূতাবাসে কর্মীসংখ্যা অপেক্ষা রুশ দূতাবাসের কর্মীসংখ্যা তিন গুণ বেশি অথচ সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে মেকসিকোর বাণিজ্যিক সম্পর্ক নেই।

১৯৬১ সালে মেক্সিকোর কাছ থেকে রাশিয়া কিনেছিল ২৬৮ ডলারের মাল। ঐবছরে মাত্র২৬৮ জন রাশিয়ান বৈধ পাশপোর্ট নিয়ে মেকসিকো ভ্রমনে এসেছিল। রুশ জাহাজও বড় একটা মেকসিকোর বন্দরে ভেড়ে না। দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়ও হয় না বললেই চলে। মসকোতে মেকসিকোর দূতাবাসে আছে মাত্র পাঁচজন কূটনীতিক। অথচ মেকসিকোতে রাশিয়ার দূতাবাস জমজমাট।

রাশিয়ার কূটনীতিকরা ক্বচিৎ কখনও মেকসিকোর বৈদেশিক দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করত। অন্যান্য শহরে কনসালের অফিস-গুলি মাত্র চার ঘণ্টা খোলা রাখা হত। তাহলে এত বড় দূতাবাস এবং এত লোক নিয়ে রাশিয়া কি করত?

রাশিয়ান দূতাবাসে যত কেজিবি অফিসার ছিল তার অর্ধেক ভাগ কাজ করত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। ওলেগের অধীনেও ছিল একটা সিংহ ভাগ যারা কাজ করত মেকসিকোর বিরুদ্ধে।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ওলেগ অনেক ছাত্র সংগ্রহ করে এমন একটা দল তৈরী করেছিল যে দল যে কোন সময়ে পুলিশের সঙ্গে মারামারি করতে পারবে। ওলেগ অবিশ্যি আড়ালে থাকত এবং ছাত্ররা জানত না তাদের পশ্চাতে কারা আছে, কারা তাদের মদৎ দিচ্ছে, টাকা পয়সাই বা আসছে কোথা থেকে? তারা জানত সবকিছু সংগঠন করছে পার্টি, টাকাও যোগাড় করছে পার্টি।

ওই ১৯৬১ সালেই অকটোবর মাসে হবে অলিমপিক গেমস্। মেকসিকো সিটি তার জন্যে প্রস্তুত। কেজিবি দেখল এই তার

সুযোগ। অলিমপিক গেমস বানচাল করতে হবে। যা করবার ছেলেরাই করবে, কেজিবি আড়ালে বসে কলকাঠি নাড়বে।

২৩ জুলাই দুই ইসকুলের ছাত্রদের মধ্যে মারামারি হল সামান্য একটা ঘটনা নিয়ে। পুলিশ এল, কয়েকজন ছেলের মাথা ফাটল, কয়েকজন পুলিশের হাতে পা ভাঙল।

তিন দিন পরে ২৬ জুলাই আর এক কাণ্ড ঘটল। কিউবার বিপ্লব স্মরণে ইয়ং কমিউনিষ্ট পার্টি অনেক দিন ধরে একটা শোভাযাত্রা বার করার আয়োজন করছিল। সেদিন তারা শোভাযাত্রা বার করল। তারা ধ্বনি তুলল ডেমিট্রিও ভ্যালেজোর মুক্তি চাই। ভালেজো হল শ্রমিক নেতা, রাশিয়ার কাছ থেকে টাকা খাওয়ার অপরাধে যার জেল হয়েছিল।

শোভাযাত্রা ন্যাশানাল প্যালেসের ভেতরে প্রবেশ করতে পুলিশ তাদের বাধা দিল। শোভাযাত্রা-কারীরা মুগুর হাতে পুলিশকে আক্রমণ করল, প্রচুর ইট পাটকেলও ছুঁড়তে লাগল।

পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষিপ্তভাবে প্রতিবাদ জানান হতে থাকল। তিন দিন ধরে নানা ঘটনা ঘটতে থাকল। দোকানের শো-কেসের কাঁচ ভাঙল, বাসে আগুন ধরল, মলোটফ ককটেল বোমার আঘাতে অনেকে ঘায়েল হল। মারামারিটা বেশি হল মেকসিকো সিটির কেন্দ্রস্থলে।

ছাত্ররা ন্যাশানাল ইউনিভারসিটি এবং পলিটেকনিক ইনসটিটিউট দখল করল। এই দুই শিক্ষা সংস্থার মোট ছাত্রসংখ্যা এক লক্ষ কুড়ি হাজার। এই দুই স্থান থেকেই ছাত্ররা সংগ্রাম পরিচালনা করত। ওই দু'টি তারা দুর্গে পরিণত করেছিল।

আগষ্ট মাস নাগাদ ছাত্র আন্দোলন তীব্র হল। কমবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ১২ অক্টোবর কলম্বাস ডে। সেইদিন অলিমপিক গেমস-এর উদ্বোধন। সাংবাদিকরা মত প্রকাশ করল, গেমস হতে পারবে না।

জুলাই মাসে প্রথম যখন আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল তখন

আন্দোলনকারী ও অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকই কমিউনিষ্ট ছিল এবং তারা কেজিবি-এর নাম শোনে নি।

মূল আন্দোলন আরম্ভ করেছিল তথাকথিক "ব্রিগাডাস ডি চোক" অর্থাৎ শ্যক ব্রিগেড নামে একটি দল। এই দলে ছিল মাত্র জন তিরিশ লোক তবে সকলে উত্তমরূপে ট্রেনিং প্রাপ্ত এবং প্রায় সকলেই বেতন-ভুক্ত। চলিত কথায় আমরা এদের গুণ্ডা বলি।

এই ব্রিগেড কিন্তু পরিচালনা করত স্বয়ং কমিউনিস্ট পার্টি আর ঐ পার্টি পরিচালনা করত মেকসিকান রাশিয়ান কালচারাল এক্স-চেঞ্জের মাধ্যমে কেজিবি।

একটা ন্যাশানাল স্ট্রাইক কাউনসিলও গঠিত হয়েছিল যার সভ্য সংখ্যা ছিল দুইশত কিন্তু কমিউনিস্ট ছিল মাত্র কয়েকজন। এই কাউনসিলে আটজন নেতা ছিল খুবই তৎপর আর ঐ আটজনের মধ্যে চারজনকে নিযুক্ত করেছিল ওলেগ নেচিপোরেনকো।

এই যে দারুন গোলমাল চলছিল এই সময়ে ছাত্র চরদের সঙ্গে মেকসিকোর কমিউনিস্ট পার্টি মারফৎ কেজিবি যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিল। তবে একজন ছিল যে সরাসরি ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ করত। আগেও করেছে। তার পক্ষে একটা সুবিধে ছিল, সাধারণ ব্যক্তিরা তাকে সন্দেহ করত না।

লোকটির নাম ছিল বরিস, সোভিয়েট দূতাবাসের কাল্চারাল অ্যাটাশি, সোভিয়েট শিল্প, সাহিত্য ও সঙ্গীত প্রচার করা ছিল তার কাজ, এজন্যে সে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করত কিন্তু লোকটি আসলে ছিল কেজিবি-এর এজেন্ট। এক নম্বর প্রিপ্রেয়াটরি ইসকুলের বাইরে বরিস ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলত। ঐ সময়েই ভ্যালেনটিন নামে আর একজন কেজিবি অফিসার শহরের একটি প্রেক্ষাগারে দুই ছাত্রের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছিল। বরিস এবং ভ্যালেনটিন ছাত্রদের সঙ্গে কি আলাপ আলাচনা করেছিল তা সেই ছাত্ররাই জানে কিন্তু ছাত্ররা কাউকে কিছু বলে নি।

গোলমাল কিন্তু থামে নি, চলছে। এদিকে অলিমপিক প্রতি-

যোগিতার অয়োজনও পুরাদমে চলছে। স্টেডিয়ামের কাছেই ন্যাশানাল ইউনিভারসিটি।

ছাত্রদের মতিগতি সুবিধের নয়। ১৮ সেপ্টেম্বর তারিখে আর্মি ইউনিভারসিটির দখল নিল। আর পরের সপ্তাহেই দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। সেই ১৯২৫ সালে বিপ্লবের পর এমন দাঙ্গা মেকসিকোতে আর দেখা দেয় নি।

ছাত্র এবং যুবকদের হাতে প্রচুর অস্ত্র এসে গিয়েছিল, কোথা থেকে কে জানে। এইসব অস্ত্রের সাহায্যে ছাত্র ও বিপ্লবী যুবকেরা মিলিটারির সঙ্গে লড়াই করতে লাগল। ইসকুলের ছাত্ররাও পিস্তল, ছোরা, লোহার হাতুড়ি আর পেট্রল নিয়ে পুলিশকে আক্রমণ করল।

গোয়েন্দারা খবর পেল যে পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট যেটি এখন তাদের আর্মির দখলে সেটি নাকি বিপ্লবী যুবকেরা শীঘ্রই আক্রমণ করবে। মতলব চারদিকে ব্যাপক ও তীব্র গোলমাল সৃষ্টি করা, সব ভেঙে তচনচ করে দেওয়া যাতে অলিম্পিক গেমস বাতিল করে দিতে হয়।

স্টেডিয়ামের কাছাকাছি এক জায়গায় অনেক নতুন ফ্লাট বাড়ি তৈরী হচ্ছিল। বাড়ি শেষ হয়ে এসেছিল। বিপ্লবী যুবকেরা ঐ সব বাড়িতে ২২ ক্যালিবারের মেসিন গান, টেলিসকোপিক রাইফেল, বোমা, বিস্ফোরক অন্যান্য অস্ত্র প্রচুর পরিমাণে জমা করেছে।

অকটোবর মাসের ২ তারিখ। মেকসিকো সিটির প্লাজা অফ থ্রি কালচারস-এর মাঠে, যেখানে ঐ ফ্লাট বাড়িগুলি তৈরি হয়েছে তারই পাশে ছাত্র জমায়েত হবে, প্রায় হাজার ছয় ছাত্র ও যুবক আসবে।

পুলিশ বলে দিয়েছে জমায়েত হতে পারবে কিন্তু কোনো শোভাযাত্রা বার করা চলবে না। ছাত্র ও যুবকেরা যাতে শোভাযাত্রা বার করতে না পারে সেজন্য মিলিটারি পোস্ট করা হয়েছে।

দলে দলে ছাত্র ও যুবকেরা আসতে লাগল। জমায়েত শান্তি পূর্ণ। একের পর এক যুব নেতারা বক্তৃতা দিচ্ছে কিন্তু গোলমাল বাধল যেই বক্তৃতা দেবার জন্যে লেমুস মঞ্চে উঠল। এই লেমুসকে

ত পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে। লেমুসকে এখনি গ্রেফতার করা উচিত। সাদা পোশাকের পুলিশ মঞ্চের দিকে এগিয়ে চলল।

ঐ জমায়েতে যে মিলিটারি বাহিনী ছিল তার নেতা ছিল জেনারেল টলেডো। জমায়েতের ওপরে একটা হেলিকপটার পাঠিয়ে টলেডো ঘোষণা করল জমায়েত শেষ, আর মিটিং চলতে দেওয়া হবে না। ছাত্র ও যুবকদের বলা হল শান্তিপূর্ণভাবে সভা ছেড়ে চলে যেতে।

ছাত্র যুবকেরা সেদিন শুধু মিটিং করতেই আসে নি। তারা এসেছিল মারামারি করতে এবং সেজন্যে তৈরি হয়েই এসেছিল। মিলিটারিদের লক্ষ্য করে ফ্ল্যাট বাড়িগুলির জানালা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি বর্ষিত হতে লাগল। তিনটে গুলি বিদ্ধ হয়ে টলেডো লুটিয়ে পড়ল।

মিলিটারিও পাল্টা জবাব দিতে আরম্ভ করল। দশ মিনিট ধরে তুই পক্ষের জোর গুলি বিনিময় চলল। আরও পুলিশ, আরও মিলিটারি ছুটে এসে ঐ ফ্ল্যাট বাড়িগুলি চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলল। ইতিমধ্যে তু'দলের তিরিশ জন নিহত, আহত কয়েক শত।

বিল্ডিং থেকে ন্যাশানাল স্ট্রাইক কাউনসিলের আশিজন যুবনেতা সরে পড়বার চেষ্টা করেছিল কিন্তু পুলিশ তাদের ধরে ফেলেছিল। নেতারা গ্রেফতার হওয়ার ফলে কর্মীরা বিভ্রান্ত হল। আন্দোলন থেমে গেল। অলিমপিক গেমস অনুষ্ঠিত হতে আর অসুবিধে রইল না।

আর একটু হলেই কেজিবি কাম ফতে করেছিল আর কি কিন্তু শেষ পর্য্যায়ে এসে শেষ রক্ষা করতে পারল না। যে ছাত্র যুবকদেব কেজিবি দলভুক্ত করেছিল তারা সকলেই গ্রেফতার হল' নতুন করে আর সংগ্রাম আরম্ভ করা গেল না।

এক মাসের মধ্যেই প্রচণ্ড আক্রমণের প্ল্যান রচনা করা হল। এই নতুন আন্দোলন পরিচালনা করবে সেই বিক্ষুব্ধ ইসকুল টিচার গোমেজ যার জন্যে ওলেগ প্যাট্রিস লুমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিল।

পাঁচ বছর আগে গোমেজকে প্যাট্রিস লুমুম্বা ফ্রেণ্ডশিপ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান হয়েছে। নিকিতা ক্রুশ্চেভ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন যে আফ্রিকা, এশিয়া এবং ল্যাটিন অ্যামেরিকা প্রভৃতি দেশের বিশিষ্ট ছাত্রদের ভর্তি করা হবে, শিক্ষার পর যাতে তারা দেশে ফিরে যেয়ে সোভিয়েট ভাবধারা প্রচার করতে পারে। পরে শিক্ষাধারার কিছু পরিবর্তন করা হয়। এমন কর্মী তৈরী করা শুরু হল যারা সোভিয়েট ভাবধারা প্রচার ছাড়াও সোভিয়েট রাশিয়ার হয়ে কাজ করবে।

প্যাট্রিস লুমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম যে ভাইস-রেকটর নিযুক্ত হয়েছিল, প্যাভেল আরজিন, সে ছিল কেজিবি-এর একজন মেজর। কেজিবি-এর কয়েকজন এজেন্ট ও অফিসার এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করত।

ছাত্র নির্বাচনে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হত। ভর্তির সময় বাজিয়ে নেওয়া হত যে ছাত্রটি ভবিষ্যতে তাদের আশা পূর্ণ করতে পারবে কি না। বিশেষ ক্ষেত্রে বা ছাত্র বুঝে বিশেষ ট্রেনিং-এরও ব্যবস্থা ছিল। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়েও পাঠান হত।

মনে করুন কামবোডিয়াতে কোনো একটি প্রকল্পে রাশিয়ার অর্থ সাহায্যে কাজ চলছে। সেখানে রাশিয়ার ইঞ্জিনিয়াররা কাজ করছে। রাশিয়ার ইঞ্জিনিয়াররা চিরকাল থাকবে না, দেশে ফিরে আসবে। ইতিমধ্যে কামবোডিয়ার কিছু ছাত্র রাশিয়ায় পাঠান হয়েছে। তাদের ট্রেনিং শেষ হলে তাদের রাশিয়ান ইঞ্জিনিয়ারদের স্থলাভিষিক্ত করা হবে।

প্যাট্রিস লুমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ে গোমেজ গিয়েছিল ১৯৬৩ সালে। তখন আরও তিরিশজন মেকসিকোর ছাত্র সেখানে অধ্যয়ন করছিল। তাদের মধ্যে অনেকে দেশের সরকারকে জানিয়ে আসে নি।

গোমেজকে এক বছর ধরে রাশিয়ান ভাষা শেখানো হল তারপর তাকে পাঠানো হল বিশেষ এক ক্লাশে। যেসব ছাত্র কায়েমী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার জন্যে তেজি ঘোড়ার মতো টগবগ করে লাফাচ্ছে সেইসব ছাত্রদের এই ক্লাশে স্পেশাল ট্রেনিং দেওয়া হয়।

বাছা বাছা ছাত্রদের মধ্যে গোমেজ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিল। এখানে সে তার প্রাকৃতিক উপাদানের বিকাশ সাধন করবার সুযোগ পেল। সে যেন এই বিশেষ শিক্ষাই চাইছিল। সে তার নিজস্ব মতবাদ বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ করতে লাগল। সে অচিরেই রাশিয়ানদের মনোযোগ আকর্ষণ করল।

রাশিয়ানরাও বুঝল যে এই যুবকের ওপর আস্থা স্থাপন করা যায়, এর ওপর কাজের ভার দেওয়া যায়। একটা নাটকের যেন আয়োজন করা হল। সেই নাটকের ভূমিকায় অভিনয় করবে গোমেজ।

মসকোতে যেসব মেকসিকান ছাত্র ছিল একদিন তাদের এক মিটিং-এ ডাকা হল। হালে মেকসিকোতে যে ভীষণ হিংসাত্মক কাণ্ড ঘটে গেল তারই বিবরণ তাদের শোনানো হল।

একজন রুশ ভ্রমণকারী সবে মেকসিকো থেকে ফিরে এসেছে। হাঙ্গামার সময় সে মেকসিকোতে ছিল। সে প্রত্যক্ষদর্শীর এক বিবরণ দিল। সে বলল মেকসিকোর পুলিশ শত শত ছাত্রকে গুলি করে হত্যা করেছে, গ্রেপ্তার করেছে হাজার হাজার। বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিতে তারা হানা দিয়ে সেইসব ছাত্রদের খুঁজে বেড়াচ্ছে যারা দেশে একটা পরিবর্তন চায় এবং তারা যদি ধরা পড়ে তাদের হত্যা করা হবে। মেকসিকো পুলিশ রাস্তায় ছেলে ধরে ধরে আরশোলা ইঁদুরের মতো মারছে। দুঃখের বিষয় আজ মেকসিকোতে একজন পাঞ্চোভিলা বা এমিল জাপাটা নেই যে ছেলেদের হয়ে লড়বে।

মিটিং শেষে গোমেজ উঠে দাঁড়িয়ে বলল: আমি কেবলমাত্র মেকসিকোর যুবকদের একটি মিটিং করার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি চাইছি তবে একথা স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, আমি সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি কোনো অসৌজন্য প্রকাশ করছি না, আমাদের ইচ্ছাও তা নয়। আমরা চাই মেকসিকোতে এখন যা চলছে তার মোকাবিলা আমরা মেকসিকানরাই করতে চাই।

মেকসিকান ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে আবেগপূর্ণ ভাষায় গোমেজ

বলল মেকসিকোতে যা চলছে তা চলতে দেওয়া যায়না, আমাদের বন্ধুরা মরেছে, তাদের হত্যা করা হয়েছে. এ ব্যাপার সহ্য করা যায়না, বদলা নিতেই হবে। বিপ্লব, বিপ্লব চাই, কার্ল মার্কসের পথে। কাজ করবার সময় এক একজনকে গেরিলা যোদ্ধা হতে হবে।

সেইদিন সন্ধ্যায় গোমেজ তার ডরমিটরিতে জনা দশেক বাছা বাছা ছাত্রকে ডাকল। এদের মধ্যে তু'জন ছিল যাদের সঙ্গে কেজিবি এর যোগাযোগ আছে। মেকসিকোর বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হল এবং একটি নতুন দলও গঠন করা হল। দলের নাম মুভিমিয়েন্টো স্ত অ্যাকসিয়ন রিভলিউশানারিয়া। শব্দগুলির প্রথম অক্ষর নিয়ে সংক্ষেপে নাম দেওয়া হল এম-এ-আর। স্থির হল গেরিলা যুদ্ধবিত্থায় ট্রেনিং নিতে হবে, এজন্যে কিউবা এবং উত্তর ভিয়েতনামের সাহায্য নেওয়া হবে।

একজন রাশিয়ান ভদ্রলোকের সহায়তায় গোমেজ এবং কয়েকজন মেকসিকান যুবক মসকোয় কিউবার দূতাবাসে একজনের সঙ্গে দেখা করল।

একজন নয়, তু'জন কিউবান অফিসার ওদের ভালভাবেই অভ্যর্থনা জানাল। তাদের উত্তম কফি খাওয়ালো, উত্তম সিগার দিয়ে আপ্যায়িত করল। নানা বিষয়ে আলোচনা হল এবং অবশেষে বলল আপনাদের উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে মহৎ এবং আপনাদের এই প্রচেষ্টায় আমাদের পুরো সহানুভূতি আছে কিন্তু আমাদের একটা অসুবিধে আছে, মেকসিকোর সঙ্গে আমাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক আছে আপাতত তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো বিরোধ নেই আর আমরা আমাদের মেকসিকো দূতাবাস মারফত অ-কমিউনিষ্ট দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করি খবর সংগ্রহ করি। আমাদের দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আমরা ত ভাই আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারব না।

গোমেজের দল এখানে ব্যর্থ হয়ে উত্তর ভিয়েতনামের দূতাবাসে গেল। উত্তর ভিয়েতনামের অফিসাররা গোমেজের বক্তব্য শেষ করতেই দিলনা। মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলল : আরে ভাই দেখতেই ত পাচ্ছ

আমরা বিরাট এক গেরিলা যুদ্ধ চালাচ্ছি, তারই মোকাবিলা করতে আর রসদ জোগাতে হিম-সিম খাচ্ছি, নিজেদের কোনোরকমে টিকিয়ে রেখেছি, এক্ষেত্রে ত ভাই বুঝতেই পারছ আমরা অক্ষম।

দু'জায়গাতেই ব্যর্থ। এবার তাহলে কাদের কাছে যাওয়া যায়!

যে রাশিয়ান ভদ্রলোক গোমেজকে কিউবার দূতাবাসে যাবার জন্যে পরামর্শ দিয়েছিলেন গোমেজ তাঁকে ধরে বসল। সে ভদ্রলোক বললেন, কিউবা আর নর্থ ভিয়েতনাম তোমাদের ফিরিয়ে দিয়েছে ত কি হয়েছে, আরও দেশ আছে।

কোথায় সে দেশ।

নর্থ কোরিয়া, তারা নিশ্চয় তোমাদের ফিরিয়ে দেবে না। তোমরা সেখানে যাও তবে এই লাইনে কথা বলবে।

তিনি কিছু পরামর্শ দিলেন, কি কথা বলতে হবে, কিভাবে বলতে হবে তিনি সব শিখিয়ে দিলেন।

মসকোতে নর্থ কোরিয়ার এমব্যাসিতে গিয়ে গোমেজ শুনল যে তাদের খবর এখানে আগেই পৌঁছে গেছে। কেজিবি কথাবার্তা বলে রেখেছিল। মেকসিকোতে কোনো বিদ্রোহ ঘটাতে পারলে তার দায়িত্ব রাশিয়া নিজের কাঁধে নিতে চায় না কিন্তু মেকসিকোর সঙ্গে নর্থ কোরিয়ার কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই অতএব নর্থ কোরিয়ার কাঁধে বন্দুক রেখে গুলি ছোঁড়া যায়। নর্থ কোরিয়াতে মেকসিক্যান যুবকদের গেরিলা যুদ্ধের কৌশল শিখিয়ে আনা যায়।

নভেম্বর মাসের গোড়ায় এরোফ্লটের বিমানে গোমেজ নর্থ কোরিয়ার রাজধানী পিয়ংইয়ং-এ উড়ে গেল। কোরিয়ার ইনটেলিজেন্স এবং মিলিটারি অফিসারদের সঙ্গে তার আলাপ আলোচনা হল।

এরা বলল প্রথম দফায় বাছা বাছা পঞ্চাশটি ছেলে পাঠাতে। তাদের এমন ভাবে ট্রেনিং দেওয়া হবে যে তারাই পরে অন্য ছেলেদের ট্রেনিং দিতে পারবে। সমস্ত পদ্ধতি ও কৌশল এই পঞ্চাশজনকে শিখিয়ে দেওয়া হবে। এই পঞ্চাশজন হবে নেতা। তারা বহু ছেলেকে

গেরিলা করতে পারবে, মেকসিকোর শহর, গ্রাম ও পাহাড় এই গেরিলারা ছেয়ে ফেলবে।

কোরিয়ানরা বলল, তবে গোড়ায় একটু সাবধান হতে হবে। একই সঙ্গে পঞ্চাশজন ছেলেকে বাছতে গেলে অন্ততঃ পঁচিশ জন জমায়েত করে তাদের থেকে বাছতে হবে, সেটা ঠিক হবে না। তারপর পঞ্চাশজনকে একসঙ্গে কোরিয়ায় পাঠানও যুক্তিযুক্ত নয়, তোমাদের দেশে প্রশ্ন উঠবে, এত ছেলে একসঙ্গে কেন কোরিয়া যাচ্ছে? তোমরা তিন দফায় ছেলেদের পাঠিয়ো।

সমস্ত কথাবার্তা শেষ করে গোমেজ মসকোয় ফিরে এসে কেজিবি-কে রিপোর্ট করল।

প্রাথমিক খরচ নর্থ কোরিয়াই দিল। মসকোর নর্থ কোরিয়ার দূতাবাস গোমেজকে পঁচিশ হাজার ডলার দিল। মসকোতে তখন ছিল এমন চারজন যুবককে কেজিবি বেছে দিল। নর্থ কোরিয়ান এমব্যাসি থেকে প্রাপ্ত টাকা থেকে তাদের টাকা দেওয়া হল। ঐ চারজন গোমেজের সঙ্গে মেকসিকো যাবে পঞ্চাশজন নেতা মনোনীত করতে।

ওরা সকলে বিভিন্ন তারিখে ভিন্ন রুটে যাত্রা করে ১৯৬১ এর ডিসেম্বরের শেষ ও ১৯৬১-এর জানুয়ারির গোড়ার দিকে মেকসিকো সিটিতে এসে পৌঁছল।

মেকসিকো সিটিতে তখন মসকোর অ্যামবাসাডর ছিল না তাই অ্যামবাসাডরের কাজ চালাবার জন্যে একজন সিনিয়র অফিসারকে পাঠাল। ইন চার্জ ডি অ্যাফেয়ার্স হয়ে কাজ করবেন, নাম ডায়াকানভ। ডায়াকানভের একটা ডাকনাম ছিল, 'ক্লাউন'। মাথার মাঝখানে চকচকে টাক. টাক ঘিরে যে চুল আছে তা দেখে কখনও মনে হয় সিংহের লেজ, আবার কখনও মনে হয় হরিণের সিং। বেচারির বেশ ভুঁড়ি আছে, পকেটে হাত ঢুকিয়ে ভুঁড়ি ফুলিয়ে, এমনভাবে হাঁটে যে দেখলেই হাসি পায়। এইজন্যেই বন্ধুরা ওকে 'ক্লাউন' বলে ডাকে।

ডায়াকানভ ভীষণ নীতিবাগীশ, অশ্লীল আলোচনা শুনলে সে কানে আঙুল দেয়, সেক্স সম্বন্ধে কোথাও আলোচনা হলে সে উঠে যায়। অথচ তখন অন্যান্য অনেক দেশের মতো সোভিয়েট দূতাবাসেও সেক্স আলোচনার ছড়াছড়ি।

ডায়াকানভ এক দিন ক্ষেপে গেল, বলল এসব আলোচনা বন্ধ কর, সেক্স আলোচনা মানে অপসংস্কৃতি, কমিউনিস্ট আন্দোলন কখনই সেক্স সহ্য করে না, আমি ভাবতেই পারছিনা সোভিয়েট এমব্যাসিতে এসব আলোচনা হয় কি করে? আমি মর্মাহত। আমাদের ফিলমে কমরেডরাও এই আলোচনায় যোগ দেয় এবং মাঝে মাঝে তাদের অশালীন পোষাক রীতিমতো আপত্তিজনক।

ডায়াকানভের কথা শুনে মেয়েরাই আগে খিল খিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ল। একজন মহিলা বলল, তুমি কি জান না কমরেড ডায়াকানভ, যে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে স্নান বা সানবাথের জন্যে ব্ল্যাক সি-এর কয়েকটা বিচ আলাদা করা আছে।

ডায়াকানভ কোনো জবাব দিল না।

মেকসিকো সিটি এমব্যাসিতে সেক্স সম্বন্ধে যে যুবতীটি সবচেয়ে প্রকট এবং ডায়াকানভের কথা শুনে যে খিল খিল করে হেসে উঠেছিল তার নাম লিডিয়া, ওলেগ নেচিপোরেনকোর চটুল বৌ।

ওলেগ নেচিপোরেনকো নিজে মার্জিত রুচির মানুষ হয়ে একজন অশিক্ষিত মেয়েকে কি করে বিয়ে করল সেইটেই এক রহস্য।

তবে লিডিয়ার একটি মাত্র গুণ ছিল। সে গুণ অবশ্যই প্রকৃতি-দত্ত। লিডিয়ার মুখখানি ছিল ভারি সুন্দর, ম্যাডোনোর মতো। দেখেই ওলেগ ভুলেছিল।

ওলেগের সঙ্গে লিডিয়ার যখন আলাপ হয় তখন লিডিয়ার বয়স উনিশ, একটি দোকানের সেলসগার্ল। মুখ ত সুন্দর ছিলই, ফিগারও ছিল দারুণ, সেক্স অ্যাপিলে টইটম্বুর। লেখাপড়ার অভাব তার রূপ পূরণ করে দিয়েছিল।

লিডিয়া লেখাপড়া বেশি দূর শেখে নি। তার বাড়ির পরিবেশ

সম্ভবতঃ শুদ্ধ বা রুচিশীল ছিল না কারণ লিডিয়ার মুখে কোনো অশ্লীল কথাই আটকাত না। বিয়ের পর মার্জিতরুচির সংস্পর্শে এসেও তার স্বভাবের পরিবর্তন হয় নি।

লিডিয়ার মুখে অশ্লীল কথা শুনে প্রথম প্রথম ওলেগ মজা অনুভব করত এবং ভাবত পরে শুধরে যাবে কিন্তু তা যখন হল না তখন ওলেগ বিরক্ত হত। শুধু স্বামীর সামনে না যে কোনো ব্যক্তির সামনে লিডিয়া নিজের জিভকে সামলে রাখতে পারত না।

তার স্বভাবও ভাল ছিল না। কোন পার্টিতে দু পেগ সুরাপান করেই সে মাতাল এবং মাতাল হয়ে যেকোনো যুবককে ধরে টানাটানি করত। কিন্তু তার স্বামী মস্ত বড় অফিসার তার বৌকে উপভোগ করে কি বিপদে পড়বে নাকি অতএব ইচ্ছা থাকলেও কেউ সাহস করত না।

তার আরও গুণ ছিল। গুণ মানে অবগুণ। রাশিয়ান কলোনির মেয়ে মহলে বা দূতাবাসের কোয়ার্টারে তার ছিল অবাধ গতি কিন্তু সে মোটেই পপুলার ছিল না। তার মস্ত দোষ ছিল-কথা চালাচালি করা, যার ফলে মেয়েদের মধ্যে ঝগড়া বেধে যেত। লিডিয়া খুব মজা অনুভব করত।

আরও একটি দোষ ছিল। যে কোনো কর্মীর নামে স্বামীর কাছে নালিশ করা। তবে স্ত্রীরত্নটিকে ওলেগ চিনত তাই নালিশ শোনা মাত্র কিছু করত না। সত্য মিথ্যে যাচাই করে নিত।

ডায়াকানভ রীতিমতো বিরক্ত। দূতাবাসে বা দূতাবাসের কর্মীরা অশ্লীল আলোচনা করুক তা সে চাইত না। নিষেধ করত। আরও একটি জিনিস সে পছন্দ করত না-মেকসিকানদের জাতীয় চরিত্রের সমালোচনা।

একদিন সে কাউকে ভর্ৎসনা করেই বলল তোমরা মেকসিকানদের বৃথা সমালোচনা কর কেন? তাদের সম্বন্ধে যে সব মন্তব্য কর তা আমি মোটেই পছন্দ করি না। দোষ বা গুণ তাদেরও আছে তোমাদেরও আছে অতএব তাদের সমালোচনার অধিকার তোমাদের

নেই। তারা নোংরা নয় কুঁড়েও নয় এবং তাদের সংস্কৃতি মোটেই তুচ্ছ নয়।

ডায়াকানভের কথাগুলি শুনে লিডিয়া আবার হেসে উঠল। একজন মহিলার এরকম অশালীন ব্যবহারে ডায়াকানভের মুখ লাল হয়ে উঠল। ক্রোধে সে এতই অভিভূত হল যে কথা বলতে পারল না।

তখন কোলামিয়াকভ উত্তেজিত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল।

কমরেড ডায়াকানভ হাসির কথা কি বলেছেন? অন্যায়টা কি বলেছেন? তোমরা ওকে অপমান করছ কেন? উনি যা বলেছেন ঠিকই বলেছেন। উনি যা বলেছেন পার্টির স্বার্থেই বলেছেন কিন্তু ওর কথা বোঝবার মতো বুদ্ধি তোমাদের নেই।

এবার সকলে চুপ করল। বকুনি খেয়ে মাথা নিচু করল।

ডায়াকানভকে ক্লাউন বলা হক আর যাই বলা হক লোকটি কিন্তু অবহেলার যোগ্য নয়। কাজের লোক। ১৯৫৯ সালে শ্রমিকদের মধ্যে প্রচণ্ড দাঙ্গা বাধিয়ে দিয়েছিল আর্জেন্টিনায়। যে জন্যে আর্জেন্টিনা সরকার তাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করে। ব্রেজিলেও অনুরূপ কাণ্ড ঘটিয়ে ১৯৬১ সালে কাজকর্ম অচল করে দিয়েছিল অতএব সেখান থেকেও বিতাড়িত।

ধর্মঘট এবং দাঙ্গা বাধাতে ডায়াকানভ ওস্তাদ তার ওপর গেরিলা বাহিনী সংগঠন ও পরিচালনা করবার তার ক্ষমতা স্বীকৃত। এবং এই জন্যেই তাকে মেকসিকো পাঠান হয়েছে।

গোমেজ এবং তার সহকারীরা কি রকম কাজ করছে, কিরকম 'নেতা' ভর্তি করছে সেই খবর নিয়ে ডায়াকানভ কেজিবি-কে জানাবে। নেতা নির্বাচনে কোলোমিয়াকভ এবং নেচিপোরেনকোও সাহায্য করত।

রেফারেনচুরার গোপন ফাইলে একজন মেকসিকানের নাম ছিল যাকে কাজে লাগাবার ইচ্ছে ছিল, কেজিবি-এর এতদিন সুযোগ হয় নি। এবার বুঝি সে সুযোগ এসেছে। তার পুরো নাম এঞ্জেল ব্র্যাভো সিসনেরস। গোমেজকে ওলেগ বলল, লোকটাকে বাজিয়ে দেখ।

সিসনেরস থাকে মফঃস্বলের মোরেলিয়া শহরে। গোমেজ খোঁজ নিয়ে জানল যে সিসনেরস প্রতিদিন সন্ধ্যায় একটি কাফেতে আড্ডা দিতে আসে। কাছেই আছে মিচোয়াকান বিশ্ববিদ্যালয়। ছাত্ররাও ঐ কাফেতে জমায়েত হয়।

১৯৬১ সালের এক এপ্রিল সন্ধ্যায় দু'জনে দেখা হল। সিসনের-সের নাকের ডগায় হিটলারের মতো ছোট একটু গোঁফ আছে। গোমেজ সেই গোঁফ দেখেই তাকে চিনতে পারল। প্রথমে দু'জনে ঘণ্টাখানেক ধরে কিউবা এবং ভিয়েতনাম নিয়ে আলোচনা হল তারপর সাধারণভাবে বিপ্লব নিয়ে। রাজনীতিই সিসনেরসের ধ্যান-জ্ঞান। বিশ্ববিদ্যালয়ে সে খুব বেশি একটা সাফল্য লাভ করতে পারেনি ঠিকই কিন্তু সে পড়াশোনা কিছু কম করেনি। প্রচুর পড়াশোনা করেছে, কার্লমার্কসও তার নখদর্পনে। এ ছাড়া বিপ্লব ও অ্যানারকিজম সম্বন্ধেও অনেক বই পড়েছে, যা পড়েছে ভাল করেই পড়েছে।

রাজনীতিতে সিসনেরস চরমপন্থী। কয়েকটি চরমপন্থী দলের সঙ্গে সে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল এবং বেশ কয়েকবার ছাত্রদের ক্ষেপিয়ে তুলে দাঙ্গা বাধিয়ে দিয়েছে।

কথা প্রসঙ্গে গোমেজ বলল, তুমি ছাত্র আন্দোলনে বেশ কয়েকবার সাফল্য লাভ করেছ, পড়াশোনাও করেছে প্রচুর, এ সব ঠিক কিন্তু বৈপ্লবিক আন্দোলন চালাতে গেলে বিশেষ ট্রেনিং-এর দরকার, উপযুক্ত শিক্ষক এবং সরঞ্জামের অভাবে আমাদের অনেক কিছু শেখা বাকি আছে। আমাদের এখন দরকার বিদেশে যেয়ে সেই বিশেষ ট্রেনিং নিয়ে আসা।

সে রকম সুযোগ যদি পাই তাহলে আমি নিজেকে সম্মানিত মনে করব, সিসনেরস বলল।

দেখি কি করতে পারি কিন্তু ইতিমধ্যে তোমাকে মেকসিকো সিটিতে যেয়ে থাকতে হবে। আমি তোমার কাছে কিছু ছেলে পাঠাব যাদের ট্রেনিং নিতে হবে। আপাততঃ তোমার কাজ হবে

সেই সব কমরেড বা ছেলেদের সঙ্গে ও আমার মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং তোমাকে দেখতে হবে যাতে কমরেডরা বিদেশে যাওয়ার কাগজপত্র ঠিকঠাক পায়। উপযুক্ত সময়ে এই কমরেডদের নিয়ে তোমাকে বিদেশে যেতে হবে।

তুমি বোধহয় লক্ষ্য করেছ যে নানা বিষয়ে আমার কৌতূহল, বিদেশে কোথায় আমাকে যেতে হবে জানতে পারলে ভাল হয়।

উঁহু, আমার সঙ্গে কাজ করতে হলে তুমি প্রশ্ন করতে পারবে না, শুধু আদেশ পালন করবে। আপাততঃ তোমাকে বলে রাখি যে আমাদের উদ্দেশ্য মেকসিকোকে আর একটি ভিয়েতনামে পরিণত করা।

সারা গ্রীষ্মকাল ধরে পর পর কিছু ছেলে সিসনেরসের কাছে আসতে লাগল। আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি সিসনেরসের দায়িত্বে ছিল চৌদ্দটি যুবক এবং দু'জন যুবতী। এই সময়ে গোমেজ একদিন সিসনেরসের কাছে এল। গোমেজ বলল সময় হয়েছে, এবার তোমাকে যেতে হবে, এই নাও, এই বাণ্ডিলে ন'হাজার ডলার আছে; একটি প্যাকেট খুলে গোমেজ নোটের বাণ্ডিল বার করে টেবিলের ওপর রাখল, তারপর বলল ঃ

তোমার চার্জে এখন যে সব কমরেড আছে তাদের দু'তিনটে দলে ভাগ করে দেবে আর প্রত্যেককে পাঁচশ ডলার দেবে। তাদের বলে দেবে তাদের প্যারিস যেতে হবে কিন্তু নিজের যাত্রার ব্যবস্থা নিজেকে করতে হবে, সব দল যেন একদিনে না যায়, বিভিন্ন তারিখে বিভিন্ন প্লেনে তাদের যেতে হবে প্যারিসে, তারা যে তারিখেই পৌছুক না কেন তারা যেন ৭ সেপ্টেম্বর তারিখে সকাল দশটায় আইফেল টাওয়ারের নিচে জড়ো হয়।

সিসনেরস বলল—বুঝেছি, আমাদের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা তাহলে ফ্রান্সেই করা হয়েছে।

না, যা বলছি শোনো, আমি তোমাকে যা বললুম তার বেশি কিছুই তুমি তোমার কমরেডদের বলবে না। প্যারিস থেকে তুমি

ওদের নিয়ে যাবে পশ্চিম বার্লিনে, সেখানে গিয়ে উঠবে হোটেল কলম্বিয়াতে। প্রতিদিন তোমরা একবার করে পশ্চিম থেকে পূর্ব বার্লিনে আসবে কিন্তু বেলা একটার মধ্যে মসকো রেস্তরাঁর কোণে দাঁড়িয়ে থাকবে। দু'এক দিনের ভেতরে তোমরা একজন পরিচিত মানুষের দেখা পাবে, সে তোমাদের নির্দেশ দেবে।

নির্ধারিত ৭ সেপ্টেম্বর তারিখে চৌদ্দজন যুবক, দু'জন যুবতী এবং সিসনেরস আইফেল টাওয়ারের নিচে মিলিত হল, মোট সতেরো জন! কেউ কেউ অনুযোগ করল তাদের কিছু বলা হচ্ছে না কেন? কিন্তু সিসনেরস কি জবাব দেবে? সে নিজেই ত জানে না। যাই হোক সকলেই বিনা প্রতিবাদে বার্লিনে গেল। বার্লিনে পৌঁছে হোটেল কলমবিয়াতে উঠল এবং বেলা একটায় মসকো রেস্তরাঁর কোণে হাজিরা দিতে লাগল। পর পর তিনদিন ওরা ফিরে এল। সেই পারিচিত মানুষটি তখনও তাদের কাছে অপরিচিত রয়ে গেল, কারও দেখা নেই। তারা চিন্তিত, পকেটের পয়সা ফুরিয়ে এসেছে, হোটেলের বিল কে মেটাবে? সিসনেরসও চিন্তিত।

চতুর্থ দিনে দেখা পাওয়া গেল। পরিচিত লোকটি আর কেউ নয়, গোমেজ। গোমেজকে দেখে সিসনেরস আশ্বস্ত হল। প্যারিস থেকে বার্লিনে আসা এবং একদিনের বিবরণী জানিয়ে বলল যে টাকা পয়সা ত সব ফুরিয়ে গেছে, হোটেলের বিল মেটাতে গেলে ঘাটতি পড়বে।

গোমেজ বলল তোমরা ঘণ্টা দুই একটু ঘুরে বেড়াও তারপর এইখানেই ফিরে আসবে, দেখি আমি কি করতে পারি।

ওরা আগেই ফিরে এসেছিল। গোমেজের ফিরতে একটু দেরি হয়েছিল। গোমেজ এক হজার ডলার যোগাড় করে এনেছে। সেই টাকা সিসনেরসকে দিয়ে সকলে ভাগ করে নিতে বলল।

গোমেজ সিসনেরসকে বলল, কাল প্রত্যেক কমরেডের পাসপোর্ট সাইজ ফটো নিয়ে আসবে, তোমারও। তিন চার দিনের মধ্যে আমরা যাত্রা করব। ইতিমধ্যে তুমি আমার সঙ্গে এখানে দেখা করবে।

সাত দিনের মাথায় গোমেজ বলল, আমরা ত কাল যাচ্ছি। কাল ছুপুরে সকলকে ইস্ট বার্লিনের মেন স্টেশনে জড়ো করবে।

ইস্ট বার্লিন রেলস্টেশনের কোনো কোনো অংশে দিনের বেলাতেও আলোর অভাব। একটি অন্ধকার কোণে এই মেকসিকান কমরেডদের জন্যে চারজন নর্থ কোরিয়ান অপেক্ষা করছিল। কথা কম বলে, মুখ গম্ভীর। মেকসিকানদের প্রত্যেকের হাতে ফটো বসানো একটি করে কোরিয়ান পাসপোর্ট ছিল। ফটোর সঙ্গে মিল অবশ্যই আছে কিন্তু নামের সঙ্গে মিল নেই কারণ প্রত্যেককে কোরিয়ান নাম দেওয়া হয়েছে। নর্থ কোরিয়ানরা তাদের মেকসিকান পাসপোর্ট এবং তাদের পরিচয় পাওয়া যেতে পারে এরকম সব কাগজপত্তর নিয়ে নিল।

বিকেল পাঁচটায় গোমেজ নিজে মেকসিকানদের নিয়ে মসকোর রাতের গাড়িতে উঠল। গাড়ি যখন স্টেশন ছেড়ে চলল তখন বলল, আমরা মসকো ছাড়িয়ে অনেক দূরে যাব। আমরা যাচ্ছি পিয়ংইয়ং, নর্থ কোরিয়ার রাজধানী।

রাশিয়ার ও পোলাণ্ডের বর্ডারে কাস্টমস এবং ইমিগ্রেশন অফিসাররা ট্রেনে উঠেছিল। তারা জানত এই সতেরজন মানুষের দলটি কোরিয়ান নয়, মেকসিকান। কেজিবি সব জানিয়ে রেখেছিল। তবুও তারা প্রত্যেকের পাসপোর্ট দেখে নিল।

মসকো রেলস্টেশনে নর্থ কোরিয়ার প্রতিনিধিরা হাজির ছিল। তারা মেকসিকানদের গাড়ি থেকে নামিয়ে নিল তারপর এমব্যাসির গাড়ি করে হোটেলে নিয়ে তুলল। পিয়ংইয়ং-এর প্লেনের জন্যে ওদের পাঁচ দিন অপেক্ষা করতে হল।

যাতায়াতের ব্যবস্থা কেজিবি তদারক করে রেখেছিল। বলতে গেলে তারাই ত এদের নর্থ কোরিয়ায় পাঠাচ্ছে অতএব দায়িত্ব তাদের। কিন্তু প্লেনে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সব ভার নিল নর্থ কোরিয়ানরা।

গেরিলা ট্রেনিং এর ব্যবস্থা বেশ কড়া।

পিয়ংইয়ং থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে উত্তর-পশ্চিমে ট্রেনিং গ্রাউণ্ড।

ছুটো পাহাড়ের মাঝখানে একটা সমান জমিতে ট্রেনীদের থাকবার কাঠের ব্যারাক। রুক্ষ প্রকৃতি, গাছপালা বিশেষ নেই। ব্যারাকে বড় বড় অক্ষরে সর্বত্র লেখা আছে "অ্যালকোহল এবং সেক্স নিষিদ্ধ; ওগুলি নিস্প্রয়োজন"।

ব্যারাক ছাড়া আরও কয়েকটা বিল্ডিং আছে যথা প্রশাসনিক অফিস, লেকচার হল, ক্লাসরুম ইত্যাদি। শিখতে হয় নানা জিনিস। ছোট অস্ত্রের ব্যবহার, হাতে হাতে লড়াই, স্যাবোট্যাজ, ধ্বংস, টাইম বোমা রাখা অনেক কিছু।

ভোর ছ'টায় ট্রেনিং আরম্ভ হয়। প্রথমে ফিজিক্যাল এক্সসারসাইজ, দৌড়, দড়ি বেয়ে ওঠা নামা। সময় সময় উলঙ্গ হয়েও ছোটাছুটি দৌড়ঝাঁপ করতে হয়। আমোদ প্রমোদের কোনো ব্যবস্থা নেই। মাঝে কয়েকবার গ্রামে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আর ছু এক দিন সার্কাস দেখানো হয়েছিল।

তাদের কয়েকটি কারখানা দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং কয়েকটি গ্রামও। উদ্দেশ্য বেড়ানো নয়, কি করে কারখানা বা গ্রাম ধ্বংস করতে হয়। কারখানা ধ্বংস করতে হলে প্রথমে কোন মোক্ষম জায়গায় আঘাত হানতে হয়, কারখানার কোন কোন অংশ ছুর্বল, কোন মেসিনে সামান্য একটা লোহার টুকরো কোথায় ঢুকিয়ে দিলে মেসিন বিকল হয়ে যাবে, এসব শেখানো হত।

অগ্নিকাণ্ড, বিস্ফোরণ, হত্যাকাণ্ড, ক্যারাটে, ছদ্মবেশ, ওৎপাতা, অতর্কিতে আক্রমন, অসৎ উদ্দেশ্যে ভ্রমণ, ছোরা ও পিস্তলের প্রয়োগ এসবই শেখানো হত এছাড়া এক কেন্দ্র থেকে অন্য কেন্দ্রে খবর পাঠানো, দলে লোক ভর্তি এবং কিছু কিছু গুপ্তচরবৃত্তি সম্বন্ধেও ট্রেনিং দেওয়া হল।

অ্যামেরিকায় তৈরি আগ্নেয়াস্ত্র দিয়েই অস্ত্র ব্যবহার শেখানো হত কারণ হিসেবে। গোমড়া মুখো কোরিয়ান ট্রেনার কমরেড লী বলত গেরিলার প্রাথমিক নিয়ম হচ্ছে যে শত্রুর কাছ থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নিতে হবে। মেকসিকো তার মিলিটারি এবং পুলিশের জন্যে

অ্যামেরিকান অস্ত্র কেনে। মেকসিকোর মিলিটারি ও পুলিশের কাছ থেকে তোমরা যেসব অস্ত্র ছিনিয়ে আনবে সে সব ত মেড ইন অ্যামেরিকা তাই তোমাদের অ্যামেরিকান অস্ত্র দিয়েই ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে।

শুধু অস্ত্র নয়, টাকাও চাই, এজন্যে ব্যাংক লুট করতে হবে, দরকার হলে দু'চারটে মানুষও মারবে, মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করবে।

সবচেয়ে কঠিন মনে হত যখন তাদের কোরিয়ান সৈন্যদেরর সঙ্গে লড়াই করতে হত। মেকসিকানদের ত সময়ে সময়ে মিলিটারির সঙ্গেও লড়তে হবে, আরমারি লুট করতে যেতে হবে, মিলিটারি সাপ্লাইয়ের ট্রেন বা লরিও আক্রমণ করতে হবে, তারাও ত ছাড়বে না, লড়াই হবে, কি করে তার মোকাবিলা করতে হবে তা ও শিখতেই হবে।

দলে যে দু'জন মেয়ে ছিল তাদের জন্যে কোনো বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না। শুধু তাদের পিঠে যে প্যাক বইতে হত তার ওজন কিছু কম ছিল।

প্রতি রাত্রে আলোচনা সভায় প্রত্যেককে যোগ দিতেই হত। ক্লান্ত, জখম, অসুস্থ, এসব কোনো কথাই শোনা হত না। ট্রেণীদের বার বার বলা হত যে প্রতিদানে কেউ কিছু যেন আশা না করে। শুধু কষ্ট আর কষ্ট। আহত হয়ে কোথায় মরবে কেউ জানে না, তোমার চিকিৎসা করতে কেউ সেখানে ছুটে যাবে না। ধরা পড়লে কত দিন জেলে পচবে কে জানে, তোমাকে উদ্ধার করতে কেউ ছুটে যাবে না। এবং মনে রেখ, প্রাণ যায় তাও স্বীকার তবুও শত্রুর কাছে কিছুই স্বীকার করবে না, কিছুতেই না।

নর্থ কোরিয়ানরা মেকসিকানদের উত্তমরূপে ট্রেনিং দিয়েছিল, তাদের দৈহিক শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল, মনের জোর বেড়েছিল, কলা-কৌশল আয়ত্ব করেছিল।

গোমেজ নিজেও ট্রেনিং নিয়েছিল তবে সে বেশি দিন থাকতে পারে নি, তিন মাস ছিল ট্রেনিং ক্যাম্পে। তার হাতে রয়েছে অন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ, সাংগঠনিক কাজ।

ট্রেনিং ক্যাম্প থেকে গোমেজ গেল মসকো, সেখানে দশ হাজার ডলার সংগ্রহ করল তারপর ১৯৬১ সালের জানুয়ারী মাসে বার্লিন থেকে মেকসিকো। মেকসিকো পৌঁছে সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল।

ওলেগ নেচিপোরেনকো সব খবর রাখছিল। সে ঠিক লোক বেছে নিতে পেরেছে, গোমেজের জন্যে ওলেগ মনে মনে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে। গোমেজ নিশ্চয় চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করবে। তারও আশা পূর্ণ হবে, মেকসিকোতে সোভিয়েট রাশিয়া সমর্থিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। মেকাসকো একবার হাতে এলে পুরো ল্যাটিন অ্যামেরিকা তাদের হাতে এসে যাবে। ওলেগ স্বপ্ন দেখে মেকসিকোতে সাফল্যের পর তাকে মেকসিকোর রাষ্ট্রদূতের পদে উন্নীত করা হয়েছে।

তারপর মেকসিকো এমব্যাসিতে এমন একটি কাণ্ড ঘটল যে জন্যে প্রত্যেক সেভিয়েট দূতাবাস শংকিত থাকে। সেই ঘটনাটি ঘটবার পর ওলেগ নেচিপোরেনকোর স্বপ্ন ভেঙে গেল। মনে মনে সে কঠোর শাস্তির জন্যে প্রস্তুত হতে থাকল।

৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৬১ তারিখে সকালে এমব্যাসির পাশে সোভিয়েট কমারসিয়াল অফিস থেকে একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি টেলিফোনে কোলোমিয়াকভকে জানাল, রায়া হ্যাজ ভ্যানিশড, রায়ার কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, সে নিখোঁজ।

ওলেগ তখন রেফারেনচুরায় বসে গোমেজের ফাইল দেখছিল। সেই সময়ে কোলোমিয়াকভ তাকে দুঃসংবাদটি দিল, শুনেছ? রায়াকে পাওয়া যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে রায়া কিসেলনিকোভা পালিয়েই গেছে। খবর শুনে ওলেগ চোখে অন্ধকার দেখল।

রায়ার বয়স তিরিশ, সুন্দরী, নীল নয়না, ব্লণ্ড এবং চটুল ও সুরসিকা। বিধবা। স্বামী ছিল বিজ্ঞানী, গবেষণার সময়ে তেজস্ক্রীয়তার প্রভাবে ক্যানসার হয়, ফলে মৃত্যু।

এমব্যাসির কমারসিয়াল সেকশনে সে একজন সেক্রেটারি কিন্তু

তার আসল কাজ ছিল অন্যরকম। তার কাঁধে অনেক দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

রায়া ছিল সাহিত্যানুরাগী। পড়াশোনাও করেছে সাহিত্য নিয়ে। চাকরিতে ভর্তি হয়ে ইস্ট বার্লিনে এসে বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং পরে ওয়েস্ট বার্লিনে এসে মার্কিন জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত হয় এবং আকৃষ্ট হয়। নানা বিষয়ে সে জ্ঞান আহরণ করে। তার বুদ্ধি ছিল প্রখর, দ্রুত শিখতে পারত।

নানা বিষয়ে সে খবর রাখত, জ্ঞান ছিল নানা বিষয়ে। রাশিয়ান যুবকেরা তাকে খুব পছন্দ করত। এত সব জিনিসের কিছুই তাদের বৌরা জানে না, জানবার আগ্রহ নেই। তাছাড়া রায়া খোলাখুলিভাবে সকলের সঙ্গে মিশতে পারত। রায়া দারুণ পপুলার হয়েছিল, পার্টিতে তাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। শুধু রাশিয়ানরা নয় বিদেশীরাও রায়াকে পছন্দ করত।

রায়ার এমন একটা সরল ও আকর্ষণ-শক্তি ছিল যে কেজিবি অফিসাররাও তার সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারত। খোলা মনেই তারা রায়ার সঙ্গে কথা বলত। রায়া পাশে থাকলে তাদের সব গাম্ভীর্য দূর হত। কোনো কোনো অফিসার ত গোপন খবরও প্রকাশ করত। তাকে সকলে বিশ্বাস করত এমন কি কোলোমিয়াকভ এবং নেচিপোরেনকোও।

ওলেগ নেচিপোরেনকো ত তাকে তার স্ত্রী বলে ভাবত। লিডিয়ার সঙ্গে তার বিয়ে না হয়ে রায়ার সঙ্গে বিয়ে হলে কি সুখেরই না হত।

রায়া নিরুদ্দেশ হবার খবর পেয়ে ওলেগ চিন্তা করতে বসল সে তার অসতর্ক মুহূর্তে রায়াকে কি কি কথা বলেছে, ক্ষতিকর কিছু বলেছে কিনা। অনেক কেজিবি অফিসার এই চিন্তাই করতে লাগল।

দূতাবাসের সিকিউরিটি অফিসারেরা ত বটেই এমন কি অনেক কেজিবি অফিসারও রায়াকে খুঁজতে লাগল। হয় তারা রায়াকে ফিরিয়ে আনবে, নয়ত হত্যা করবে। সারা মেকসিকো তারা তোলপাড়-

করে ফেলল কিন্তু কোথায় রায়া? সে কি মেকসিকোয় আছে? কোনো সূত্রই পাওয়া যাচ্ছে না।

সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল। ১০ ফেব্রুয়ারি তারিখে মেকসিকান সরকার ঘোষণা করল যে রায়া কিসেলনিকোভা রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছে। সোভিয়েট দূতাবাস থেকে বলা হল যে তারা রায়ার সঙ্গে দেখা করতে চায়, তাদের সেই সুযোগ দেওয়া হোক। এই উদ্দেশ্যে কোলোমিয়াকভ পাঠাল ওলেগ নেচিপোরেনকোকে।

মসকো ত্যাগ করবার আগে রায়াকে প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছিল যে সে মেকসিকানদের সঙ্গে মেলামেশা করবে না, রাজনীতি আলোচনা করবে না, সোভিয়েট জীবনের কোনো সমস্যা নিয়েও আলোচনা করবে না। কিন্তু রায়া তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারে নি।

দোষ তার একার নয়। কেজিবি অফিসাররা তাকে প্রশ্রয় দিয়েছিল। রায়ার প্রিয় স্থান ছিল মেকসিকো সিটির অ্যানথ্রপলজি-ক্যাল মিউজিয়ম। এখানে সে অনেকের সঙ্গে আলাপ করেছিল। পশ্চিম বার্লিনে আগেই সে মার্কিন জীবনের পরিচয় পেয়েছিল। এখন মেকসিকানদের মুক্ত ও আনন্দময় খোলামেলা জীবন তাকে আকৃষ্ট করল। সোভিয়েট দূতাবাস তার কাছে মনে হল একটা জেলখানা, সেখানে পদে পদে নিষেধ, ভয়।

ওলেগের সঙ্গে রায়াকে দেখা করতে দেওয়া হল। ওলেগ তাকে অনেক বোঝালো এবং তাকে বলল যে সে ফিরে গেলে তাকে কিছু বলা হবে না, ধরে নেওয়া হবে হঠাৎ বোকামি করে কাজটা সে করে ফেলেছে। কেজিবি যে এই কথা বলে, লোভ দেখিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে কঠোর শাস্তি দেয় রায়া তা জানত।

তাই সে বলল: ওলেগ আমি দুঃখিত কিন্তু তুমি ত জান আমি ফিরে যেতে পারি না, ফিরে গেলে আমার কপালে কি ঘটবে তা কি তুমি জান না?

এই সময়ে মেকসিকান সিকিউরিটি অফিসার এসে বলল সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ব্যর্থ হয়ে ওলেগ ফিরে গেল।

এখন প্রশ্ন হল রায়া কি মেকসিকোতে আশ্রয় পেয়েই সন্তুষ্ট থাকবে? সে যা জানে তা কি প্রকাশ করে দেবে? অনেক ঘটনা, অনেক তথ্যই তার জানা আছে। রায়া যদি কিছুও বলে তাহলে রাশিয়ার অনেক চক্রান্তই ফাঁস হয়ে যাবে। সে নিজেও যেমন চক্রান্ত রচনায় সাহায্য করেছে তেমনি অনেক চক্রান্তের সে সাক্ষী।

ওলেগের দুর্ভাবনা হল গোমেজের বিষয় রায়া কতদূর জানে? শুধু গোমেজ নয়, সে যে গেরিলা বাহিনী গঠন করেছে, অস্ত্র সংগ্রহ করেছে সে বিষয়ে রায়া কতদূর জানে?

রায়ার যদি কিছু জানা থাকে গোমেজ ও তার গেরিলা সংগঠন সম্বন্ধে তা সে যদি প্রকাশ করে থাকে তাহলে এই কয়েক দিনের মধ্যেই মেকসিকো পুলিশ ধড়পাকড় আরম্ভ করে দিত। মেকসিকো পুলিশকে এখনও তৎপর দেখা যাচ্ছে না।

গোমেজকে সামনে রেখে কেজিবি যে চক্রান্ত আরম্ভ করেছে এখন তা থেকে সরে আসা যায় না তাই তারা গোমেজকে কিছু জানাল না, সাহায্য ও সহযোগিতা যেমন করছিল তেমনি করে যেতে লাগল।

ট্রেনিং নিয়ে প্রথম দলের গেরিলা নেতারা নর্থ কোরিয়া থেকে ফিরে এসেছে। তারপর আরও তেইশজন পাঠান হয়েছিল তারাও আগস্ট মাসের মধ্যে ফিরে এল। এই গেরিলা নেতারা এবার মেকসিকোতে বড় সংগঠন গড়ে তুলবে।

সকলে ফিরে আসবার পর সেপ্টেম্বর মাসে গোমেজ সকল ট্রেনিং প্রাপ্ত গেরিলা নেতাদের এক মিটিং আহ্বান করল। ঐ মিটিং-এ সিসনেরসও উপস্থিত ছিল।

গোমেজ বলল, এখন আমাদের প্রধান কাজ হল দ্রুত আমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। ক্যাডার তৈরি করতে হবে অনেক, গ্রামে, গঞ্জে, শহরে, পাহাড়ে সর্বত্র দেখতে হবে আজে-বাজে বা দুর্বল চিত্ত কেউ যেন না আসে আমাদের দলে।

ক্যাডারদের তিন ভাগে ভাগ করতে হবে। প্রথম দলের ক্যাডার নতুন কমরেড ভর্তি করবে। দ্বিতীয় দলের ক্যাডার নতুনদের ট্রেনিং

দেবে আর তৃতীয় দলের কাজ হবে লুটপাট করা। তারপর আমাদের যখন সংখ্যা বাড়বে তখন আমরা শহরের জন্যে আর এক দল গেরিলা বাহিনী গঠন করব। এই সব কাজ করতে আমাদের আর কোনো অসুবিধে নেই, সামনে কোনো বাধাও নেই।

গোমেজের এম-এ-আর দ্রুত প্রসার লাভ করল। দু'মাসের মধ্যেই গোমেজ বেশ বড় সড় একটি দল তৈরি করে ফেলল। মেকসিকোর বিভিন্ন শহরের শিক্ষণ কেন্দ্রে. কমরেড ভর্তির কেন্দ্র স্থাপিত হল। যারা ট্রেনিং দেবে তাদের জন্যেও একটি প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হল।

কেজিবি সবরকমে সাহায্য করছে, বুদ্ধি দিচ্ছে, টাকা দিচ্ছে। গেরিলাদের লুকিয়ে রাখবার জন্যে তিনটি বড় শহরে বাড়ি ঠিক করে রাখা হল। অনেক গেরিলা চাকরিতে ভর্তি হল। উদ্দেশ্য দু'টি, নিজেদের আড়ালে রাখা, দরকার হলে নিজ নিজ চাকরিস্থলে অন্তর্ঘাত-মূলক কাজ করবে এবং প্রাপ্ত বেতন থেকে কিছু অর্থ নিয়মিত দলকে দেবে।

মুরিলো নামে গেরিলা মেকসিকো সিটিতে একটা বিউটি পারলার খুলল। মতলব মন্দ নয়, মেয়েদের বিউটি পারলারে টেররিস্ট থাকতে পারে না আর সেখানে নিশ্চয় মেসিনগান বা হ্যাণ্ড গ্রেনেড আমদানি হতে পারে না। পুলিশ সন্দেহই করবে না, বিউটি পারলারে হানাও দেবেনা।

ব্যাংক ডাকাতি কি করে করতে হয় নর্থ কোরিয়ানরা তা শিখিয়ে দিয়েছিল। ডিসেম্বর মাসে প্রথম ব্যাংক ডাকাতি হল একেবারে নিখুঁত মিলিটারি কায়দায়।

মরেলিয়া শহরে ব্যাংকো ত্ত কমারসিওতে লোপেজ কিছু দিন চাকরি করেছিল। সে পরামর্শ দিল প্রথম ব্যাংক ডাকাতি এইখানেই হক।

লোপেজ বলল প্রতি মাসে তিনবার একজন করে কুরিয়ার চামড়ার ব্যাগ ভর্তি টাকা নিয়ে মেকসিকো সিটিতে ব্যাংকের হেড অফিসে জমা দিতে যায়। টাকা মানে মার্কিন ডলার।

লোপেজ একটা প্ল্যান দিল। গোমেজ তা অনুমোদন করল। মরেলিয়া শহরে চারজন গেরিলাকে পাঠান হল। আগে তারা সব কিছু লক্ষ্য করবে, কুরিয়ারটিকে চিনে রাখবে। কুরিয়ার বাসে চড়ে মেকসিকো সিটিতে যায়। কোন রুটের কত নম্বর বাসে কোন বাস স্টপে ওঠে, কোথায় নামে, এসব আগে দেখে রাখতে হবে।

কুরিয়ারটিকে চেনা গেল। বয়স হয়েছে, পাতলা গড়ন যদিও হাড়গুলো চওড়া। খুব বিশ্বাসী লোক। থ্রিস্টার কোম্পানীর টারমিনাস থেকে কুরিয়ার বাসে ওঠে।

চারজনের মধ্যে একজন ছিল মেয়ে। তার নাম হিলডা। হিলডা মরেলিয়াতে রয়ে গেল আর বাকী তিনজন মেকসিকো সিটিতে ফিরে এল। আসল ডাকাতি এখানেই হবে।

১৬ ডিসেম্বর তারিখে রাত্রে মেকসিকো সিটির আড্ডায় হিলডা টেলিফোন করে জানিয়ে দিল কুরিয়ার নাইট বাসে স্টার্ট করেছে। ঐ বাস মেকসিকো সিটির বাস টারমিনাসে পৌঁছবে সকাল ছ'টায়। বাসের নম্বরটাও হিলডা জানিয়ে দিল।

শেষ রাত্রি চারটের সময় গেরিলা তিনজন অভিযানে বেরিয়ে পড়ল। পথে একটা ট্যাকসি ধরল। ড্রাইভারের পাশে বসল একজন আর পিছনের সিটে দু'জন। রাস্তা তখন অন্ধকার, মানুষ চলছে না। কিছুদূর যাবার পর পিস্তলের বাঁট দিয়ে ট্যাকসি ড্রাইভারের মাথায় সজোরে আঘাত করে তাকে অজ্ঞান করা হল। তারপর তার মুখে কাপড় গুঁজে মুখ ও হাত পা বেঁধে পিছনের সিটে ফেলে রাখা হল।

ছ'টা বাজার আগেই ওরা বাস স্টেশনে হাজির। সিসনেরস এবং আরও দু'জন এসেছিল।

কুরিয়ার চামড়ার ব্যাগ হাতে বাস থেকে নামল। এদিন সঙ্গে একজন গার্ড রয়েছে বোধ হয় বেশি টাকা আছে। ওরা দু'জন বাস থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে এরা ওদের মাটিতে পেড়ে ফেলল। একটা বোমা ফাটাতেই যাত্রীরা সবাই পালাল। কুরিয়ার ও গার্ডকে জখম করে

ওরা টাকার ব্যাগটি নিয়ে সেই ট্যাকসিতেই উঠে চটপট সরে পড়ল।

পথে এক জায়গায় ট্যাকসি ফেলে রেখে ওরা এপথ সেপথ ঘুরে নির্ধারিত বাড়িতে হাজির হল। সেখানে গোমেজ হাজির ছিল। খালি ব্যাগটা ওরা রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। টাকা বার করে নিয়ে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে ওরা ভাগ হয়ে বিভিন্ন পথ ধরে ভাল মানুষের মতো গোমেজের কাছে এসে টাকা জমা দিয়েছিল। মোট চুরাশি হাজার মার্কিন ডলার ছিল। এই টাকা থেকে একটা জার্মান ভকসওয়াগন গাড়ি এবং একটা জাপানী দাতসান ভ্যান কেনা হল আর কেনা হল ছদ্মবেশ ধারনের জন্যে কিছু পরচুল ও কয়েকটা ওয়াকি-টকি। অস্ত্র কেনা এবং অন্যান্য খরচের জন্যে বাকি টাকা জমা রইল।

ক্রমশঃ দলের সংখ্যা বাড়তে লাগল। সেই এম এ আর সংগঠনও প্রায় সারা মেকসিকোতে ছড়িয়ে পড়ল। আরও কয়েকটা ব্যাংক বড়. দোকানের ক্যাশ লুট করে মোটা টাকা সংগৃহীত হল। আরও মেসিনগান, বোমা, অন্যান্য সরঞ্জাম জড়ো হল।

গোমেজ তারিখ ঠিক করল, সামনের বছর ১৯৬১ সালে জুলাই মাসে। ঠিক তারিখটা তার পাশের লোক ছাড়া কাউকে জানাল না। সেই তারিখে সে জানিয়ে দেবে যে মেকসিকো সরকারকে উচ্ছেদ করতে পারে এমন শক্তিশালী একটা দল তৈরী হয়েছে।

একই তারিখে একই দিনে মেকসিকোর পনেরোটি বিমান বন্দরে বড় বড় হোটেল, রেস্তরাঁ, সরকারী অফিস ও থানায় একই সময়ে বোমা ফাটবে। শহর থেকে দূরে রেল লাইন উবড়ে ব্রিজ ভাঙবে, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ লাইন বিচ্ছিন্ন হবে, বড় বড় রাস্তায় ব্যারিকেড করা হবে। সরকারকে হঠাৎ চমকে দেবে। জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেবে মানুষের ধনপ্রাণ রক্ষা করবার ক্ষমতা এই সরকারের নেই। রেডিও স্টেশন দখল করে এই কথাটা ভাল করে জানিয়ে দিতে হবে।

পুলিশ ও সরকারী কর্মচারীদের ওপর এমন তীব্র আক্রমণ চালান

হবে যে ভয়ে তারা কাজই করবে না। তারপর বিপ্লবকে পাহাড়ে ছড়িয়ে দিতে হবে। মিলিটারি ঘাঁটির ওপর তারাই আক্রমন চালাবে।

সংগ্রাম যখন চলতে থাকবে তখন পৃথিবীকে তাদের বক্তব্য জানাতে হবে। সেজন্যে চাই উত্তম প্রচার ব্যবস্থা। সোভিয়েট রাশিয়া সাহায্য করবে।

কিন্তু ১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে হঠাৎ যে একটা সামান্য কাণ্ড ঘটে গোমেজের তথা কেজিবি এর এই বিরাট আয়োজন বানচাল হয়ে যাবে এমন আশা মসকো বা মেকসিকোর কেউ করে নি।

জালাপা শহর থেকে তিরিশ মাইল দূরে একজন বয়স্ক কনস্টেবল বিকেলে তার ডিউটি শেষ করে গ্রাম্য পথ ধরে বাড়ি ফিরে চলেছে। এক জায়গায় পথের দুধারে পরিত্যক্ত কয়েকটা কাঠের ঘর আছে। এক সময়ে এ অঞ্চলে একটা কারখানা ছিল। কারখানা উঠে গেছে। মাঝে মাঝে রাত্রিবেলায় ভবঘুরেরা এখানে আশ্রয় নেয়।

কনস্টেবল হেঁটে বাড়ি যাচ্ছে। একটা ঘরে মানুষের কথা শোনা যাচ্ছে। এমন সময়ে ত কাঠের ঘরে কেউ থাকে না। একজন বেশ জোরে কি বলছে আর কেউ কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করছে। ঘরের বাইরে কনষ্টেবল দাঁড়াল, ওদের কথা শোনবার চেষ্টা করল। কিছুই বুঝতে পারল না। সন্দেহজনক মনে হচ্ছে।

কনস্টেবল উঁকি মেরে দেখল দেওয়ালে একটা ব্ল্যাকবোর্ড টাঙানো রয়েছে। বোর্ডে একটা নকশা এঁকে কি বোঝাচ্ছে। কি বোঝাচ্ছে? কিসের নকশা? এখানে ব্ল্যাকবোর্ড কেন?

কনস্টেবল গলা বাড়িয়ে বলল: গুড আফটারনুন ফ্রেণ্ডস, তোমরা কিসের নকশা আঁকছ।

যাই আঁকি না কেন? তোমার কি? কেটে পড়।

এক মিনিট বন্ধু, আমি একজন পুলিশ অতএব আমার জানবার অধিকার আছে।

পুলিশ হও আর যেই হও কেটে পড় নইলে মাথা ভেঙে দোব।

দু'জন ছোকরা ত তার দিকে তেড়ে এল। কনস্টেবল চট করে কোমর থেকে রিভলবার বের করে বলল: সাবধান আমার লক্ষ্য অব্যর্থ। ঐ ব্ল্যাকবোর্ড নিয়ে ওরা চারজন কনস্টেবলের সঙ্গে চলল। কনস্টেবল ওদের থানায় জমা করে দিল।

গ্রামের থানার পুলিশ নকশা দেখে কিছু বুঝতে পারল না। ছোকরাদের জিজ্ঞাসা করলে ওরা খেঁকিয়ে ওঠে। অতএব গ্রামের পুলিশ মেকসিকো সিটিতে টেলিফোন করল।

পরদিন সকালে মেকসিকো সিটি থেকে একজন পুলিশ অফিসার এল। সে তার পরিচয় দিল শুধু 'কর্নেল' বলে। ব্ল্যাকবোর্ডের নকশা দেখেই সে বলে দিল যে সেটা ইলেকট্রিক ট্রান্সমিশান টাওয়ারের নকশা। নিয়ে কি করছে? স্যাবোটাজ করবে নাকি?

কর্নেল ভীষণ ধূর্ত। ছোকরাদের চেহারা দেখে বুঝেছিল যে এদের মারধোর করলে বা ভয় দেখালে একটাও কথা বলবে না। সে নানারকম গল্প করে তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে জানতে পারলে যে জনৈক 'কমরেড অ্যানটোনিও ওদের গেরিলা যোদ্ধা হতে বলেছে, ওরা মেকসিকোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। সেই কমরেড এক মাস পরে ঐ কাঠের কুটিরে এসে তাদের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করবে। ইতিমধ্যে তারা লক্ষ্যভেদ-অভ্যাস করবে ও বোতল বোমা তৈরি করবে এরকম কথা ছিল। একজন ছোকরা বলল, কমরেড অ্যানটোনিও এম-এ আর নামে বিপ্লবী দলের নাম বলেছিল। জালাপার কাছেই তাদের ট্রেনিং দেবার কথা আছে।

এক মাস পরে সিসনেরসকে গোমেজ জালাপা যেতে বলল। সেখানে ট্রেনিং ক্যাম্পগুলি তদারক করা দরকার। সিসনেরস বাসে চেপে জালাপা এসে পৌঁছল। তারপর গুয়াডালুপে ভিকটোরিয়া রাস্তার ১২১ নম্বর বাড়িতে একটা 'গেরিলা হাউস'। বাড়িতে পৌঁছে সিসনেরস দরজায় নক করল।

যে দরজা খুলে দিল সিসনেরস তাকে চিনতে পারলনা। হয়ত কোন নতুন মেম্বার। ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে হ্যাণ্ডস আপ ট্রেটর-

বিশ্বাসঘাতক মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও, চিৎকার শুনে চমকে উঠল।

তার বুকের ওপর একজন সাব-মেসিন গানের নল উঁচিয়ে ধরেছে। যে সাব-মেসিন গানটি ধরেছে তার চোখে যেন আগুন জ্বলছে। সিসনেরস বুঝল কথা না শুনলে মৃত্যু।

তাকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হল। ঘরে একজন মাত্র লোক ছিল, সেই 'কর্নেল'। বেশ কয়েক মিনিট ধরে কর্নেল তার দিকে চেয়ে রইল শুধু, কোন কথা বলল না।

আগেই বলেছি কর্নেল অত্যন্ত ধূর্ত ব্যক্তি। সিসনেরসের কাছ থেকে সে অনেক কথাই বার করে নিল। গোমেজের সঙ্গে যে কেজিবি এর যোগাযোগ আছে এ সব খবর সিসনেরস জানত না কিন্তু এম এ আর সংগঠন বিষয়ে সে অনেক কিছু জানত। এ সবই সে বলে দিল নর্থ কোরিয়া থেকে ওরা যে ট্রেনিং নিয়ে এসেছে সে কথাও বলল।

ওদিকে চার দিন কেটে গেল। সিসনেরসের কোনো খবর নেই। গোমেজ চিন্তিত। সে ঠিক করল জালাপায় সে নিজেই যাবে। এবং একদিন বাস থেকে নেমে গেরিলা হাউসের সেই ঘরে দরজা ঠেলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক তীব্র আলো তার চোখ ধাঁধিয়ে দিল।

কে একজন মোলায়েম স্বরে বলল : আসুন সেনর গোমেজ, আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি।

থানায় নিয়ে যাবার পথে গোমেজ অনেক চিৎকার করেছিল, অনেকবার হাত পা ছুঁড়েছিল, জানতে চেয়েছিল কে তার নাম বলেছে, তার মুণ্ডু সে ছিঁড়ে ফেলবে। কিন্তু বৃথা। গোমেজ ছাড়া পেলে ত মুণ্ডু ছিঁড়বে।

মেকসিকোর সিকিউরিটি পুলিশ সারা মেকসিকো তোলপাড় করে ফেলল। এম-এ-আর-এর বিভিন্ন কেন্দ্রে হানা দিল। বহু অস্ত্র উদ্ধার করল, গ্রেফতার হল শত শত জেলখানা ভরে গেল। ব্যাংক ডাকাতির অনেক অর্থও উদ্ধার হল।

১৯৬১ সালের ১৩ মার্চ তারিখে ন্যাশনাল প্যালেসে মধ্যরাতে

মেকসিকোর প্রেসিডেন্ট অ্যালভারেজের কাছে মেকসিকোর সিকিউরিটি পুলিস গোমেজ পরিচালিত এম-এ-আর-এর কার্যাবলীর রিপোর্ট দাখিল করল।

একজন সিকিউরিটি অফিসার প্রেসিডেন্টকে বলল রাশিয়ার এমব্যাসিকে এজন্যে দায়ী করুন স্যার। মূল গায়েন হল ওলেগ নেচিপোরেনকো।' আমরা সব জানতে পেরেছি সব প্রমাণ, ছবি, নকশা হাতে পেয়েছি। আমরা গেরিলাদের ডায়েরি পেয়েছি তাতে রাশিয়ান এমব্যাসির কোলোমিয়াকভ, ডায়াকানভ এবং নেচিপোরেনকোর নাম এবং তাদের দেওয়া নির্দেশের প্রমাণও পেয়েছি। সমস্ত চক্রান্তটা রাশিয়ার কেজিবি অর্থাৎ স্টেট সিকিউরিটি কমিটির।

মেকসিকোর সিকিউরিটির বিভাগকে যারা সাহায্য করে থাকবে তারা যদি কিছু বলে থাকে তবে তা স্বেচ্ছায় বলেছে না চাপে পড়ে বলেছে তা জানা যায় নি।

১৫ মার্চ তারিখে মেকসিকো সরকার এই রাজনৈতিক সংকটের ব্যাপার ঘোষণা করল। ভাগ্যক্রমে চক্রান্ত ধরা পড়ে যায় নচেৎ মেকসিকো আর একটি ভিয়েতনামে পরিণত হত

এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর মেকসিকোর নাগরিকরা স্তম্ভিত। এত বড় ও ব্যাপক চক্রান্ত রচিত হয়েছিল? এ যে বিশ্বাস করা যায় না। তাদের ভয় কাটল কিন্তু ভয় পেয়ে গেল রাশিয়ান দূতাবাসের কয়েকজন। কেজিবি সেণ্টার তাদের সহজে ছাড়বে না। একটা ফলের গাছ পোঁতা হয়েছিল। জল ও সার দিয়ে সেই গাছ বড় করা হল। গাছে ফুল ফুটল, ফল ধরল। ফল পাকতে আরম্ভ করল, এইবার পেড়ে খাওয়া হবে কিন্তু পাকবার আগেই ফল গাছ থেকে পড়ে গেল। সেই ফল কাক ঠুকরে ঠুকরে ফেলল। ওরা খেতে পেল না।

মেকসিকো সরকার যে খবর প্রকাশ করেছিল তাতে কোথাও বলা হয়নি যে মেকসিকোর রাশিয়ান দূতাবাস জড়িত। কারও নামও করা হয়নি। নেচেপোরেনকো কোলোমিয়াকভ এবং ডায়াকানভ নিশ্চিন্ত হল এই ভেবে যে গোমেজ কিছু স্বীকার করেনি।

মসকোতে মেকসিকোর দূতাবাস থেকে ১৭ মার্চ তারিখে মেকসিকোর রাষ্ট্রদূতকে ফিরিয়ে আনা হল, নিঃশব্দে। দূতাবাসে রইল মাত্র চারজন কুটনীতিক।

পরদিন ১৮ মার্চ সকালে মেকসিকো সিটিতে রাশিয়ান দূতাবাসের চার্জ ডি অ্যাফেয়ার্স ডায়াকানভ মেকসিকোর ফরেন মিনিস্টার এমিলিও রাবাসার কাছ থেকে একটা জরুরী চিঠি পেলেন, আপনি এখুনি একবার আস্থন।

অন্যবারের মতো এবার রাবাসা উঠে গিয়ে ডায়াকানভের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে চেয়ারে এনে বসিয়ে দিলেন না। ডায়াকানভ নিজেই একটা চেয়ারে বসল। গম্ভীর গলায় রাবাসা বললেন ঃ

আপনি, ডিমিট্রি ডায়াকানভ, এবং বরিস কোলেমিয়াকভ, ওলেগ নেচিপোরেনকো, বরিস এ ভসকোবয়নিকভ এবং অ্যালেকজাণ্ডার ভি বলশাকভের মেকসিকোতে উপস্থিতি আমার দেশের নিরাপত্তার পক্ষে বিপর্জ্জনক মনে করি। আপনারা অবিলম্বে মেকসিকো ত্যাগ করুন এই আমাদের আদেশ।

কারণ জানতে পারি কি ?

কারণ ত আপনারা ভাল করেই জানেন, এ বিষয়ে আমি আলোচনা করতে চাই না। আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার এইখানেই শেষ।

মেকসিকোর কাছে চড় খেয়ে পাঁচজন রাশিয়ান কুটনীতিক এই ভাবে বিতাড়িত হল। প্রতিশোধ হিসেবে রাশিয়াও মেকসিকোর দূতকে তাড়াতে পারত কিন্তু তাকে ত আগেই দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। যে ক'জন আছে তাদের বিতাড়িত করাও তাই। রাশিয়াকে অপমান নীরবে হজম করতে হল।

একা কেজিবি নয় মার্কিনী সি আই এ-ও এইভাবেই দেশে বিদেশে বিপ্লব ঘটাবার চেষ্টা করে। কখনও সফল হয় কখনও বিফল।

পৃথিবীর সেই দীর্ঘতম রেললাইন যা ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেললাইন নামে পরিচিত, যে রেললাইন মসকো থেকে সাইবেরিয়া অতিক্রম করে চলে গেছে এশিয়াতে রাশিয়ার পূর্বতন বন্দর ব্লাডিভস্টক পর্যন্ত।

এই লাইনের একটি ট্রেন এসে থামল মসকো শহরে ইয়ারো-স্লাভস্কি রেলস্টেশনে। এটি এক্সপ্রেস ট্রেন। এর যাত্রাপথ এখানেই শেষ।

ট্রেন থেকে নামল সুদর্শন একটি যুবক, দেখে মনে হবে বুঝি নরওয়েবাসী। যুবকের নাম কারলো রুডলফ টুওমি। টুওমি রেড আর্মিতে ছিল, যুদ্ধও করেছে। আমেরিকায় তার জন্ম, সেই সূত্রে ইংরেজি তার মাতৃভাষা স্বরূপ, বর্তমানে সে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা দেয় এবং কেজিবি-এর একজন চর। সে থাকে কিরভ শহরে।

কিরভ থেকে তাকে মসকোতে ডেকে পাঠান হয়েছে। ডাকা হয়েছে কেজিবি সেণ্টার থেকে। কেন ডাকা হয়েছে সে জানে না। সেণ্টার ডাকলেই ভয়। কে জানে কোথায় সে বেফাঁস কথা বলে ফেলেছে, এখন তাকে কি শাস্তি নিতে হবে কে জানে?

তাকে বলা হয়েছিল সে যখন ইয়ারোস্লাভস্কি স্টেশনে নামবে তখন তার বাঁ হাতে যেন একটা ছাতা থাকে। সে প্লাটফরমে অপেক্ষা করবে, সেণ্টারের লোক তাকে ডেকে নেবে।

সাংকেতিক আলাপের প্রশ্ন ও উত্তর টুওমিকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অতএব টুওমি ছাতা হাতে রেলস্টেশনে যখন অপেক্ষা করছিল তখন একজন রুশ তাকে বলল:

গুড মর্নিং, তোমার এফিম খুড়ো কেমন আছে?

ভেরি সরি, খুড়ো মারা গেছে।

আহা! মারা গেল! যাক তুমি আমার সঙ্গে এস।

সাংকেতিক ভাষায় প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পরিচয় হল। টুওমি সেই অপরিচিত ব্যক্তিকে অনুসরণ করে চলল।

লোকটি টুওমিকে একটি ট্যাকসিতে তুলল তারপর ওকে নিয়ে এল মস্ত বড় এক হোটেলে। টুওমিকে নিয়ে তুলল চার তলায়। মিলিটারি হোটেল, বড় বড় অফিসাররাই এখানে থাকতে পারে, টুওমির মতো শিক্ষকরা নয়।

টুওমির জন্যে পুরো একটা স্যুইট নেওয়া হয়েছে। এত খাতির!

টুওমি ত ঘাবড়ে গেল। কোথায় ছিল কিরভ শহরে এক ঘরের একটা ছোট ফ্ল্যাটে, স্ত্রী আর তিনটে বাচ্চাকে নিয়ে ঠাসাঠাসি করে আর এই হোটেলে বেডরুমটাই ত তার পুরো ফ্ল্যাটখানার চেয়েও বড়।

পাশে বসবার ঘর, কি দারুন সাজানো, বড় বড় ফুলদানিতে কতরকম মরশুমী ফুলের বাহার! ঐ ঘরখানা ত আরও বড়। মাঝখানে যে টেবিলটা রয়েছে, টেবিলে একটা পোরসিলেন পাত্রে কতরকম ফল, কমলালেবু, আপেল, কলা, আঙুর। পাশেই রয়েছে বোতলভর্তি কইনাক, স্কচ ও ভদকা।

বাথরুমের কথা না বলাই ভাল। বাথটব, শাওয়ার, দেওয়ালের পোরসিলেন টালি ও অন্যান্য সরঞ্জাম। তাকভর্তি সাবান, শ্যাম্পু, টুথব্রাশ, টুথপেস্ট সব মিলিয়ে এক দারুন ব্যাপার। টুওমি ঘাবড়ে গেল। এদের কি মতলব? এরা ভুল করে নি ত?

লোকটি ত তাকে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল আর টুওমি বসে ভাবতে লাগল।

ঘণ্টাখানেক পরে বসবার ঘরের দরজা খুলে গেল, ঘরে ঢুকল একজন মেজর জেনারেল এবং একজন কর্নেল। তাদের সম্মান দেখাবার জন্যে টুওমি খটাস করে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল।

মেজর জেনারেল বললেন, আরে আরে বোসো। মিলিটারি কায়দা আপাততঃ থাক, তা তোমার এই স্যুইটখানা পছন্দ হয়েছে ত?

পছন্দ? কি বলছেন কমরেড? আমি তো কোনদিন ভাবতেই পারি নি যে এমন বিরাট একটা হোটেলে আমি ঢুকতে পারব? থ্যাঙ্ক ইউ কমরেড।

শোনো তোমাকে শীগগির একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যাতে তুমি আরামে থেকে চিন্তামুক্ত হয়ে সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পার সেইজন্যে তোমার এইরকম থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদি তুমি আমাদের প্রস্তাবে রাজি হও তাহলে ত এইরকম আড়ম্বরপূর্ণ জীবনে থাকতে হবে আর এই সঙ্গে এটাও জেনে রাখ যে কাজের ভার

তোমাকে দেওয়া হবে সে কাজ যাতে তুমি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পার সেজন্যে আমাদের দিক থেকে কোন ত্রুটি হবে না কিন্তু তুমি যদি ব্যর্থ হও তাহলে তোমার কি হবে তা আমরা বলতে পারি না। অতএব ভাল করে ভেবে দেখবে।

কারলো টুওমি জানে তাকে যে কাজের ভার দেওয়া হবে সে কাজ তাকে গ্রহণ করতেই হবে। সেণ্টার সিদ্ধান্ত আগেই নিয়েছে। তা নইলে তাকে একেবারে এত দামি হোটেলে, এত দামি ঘরে তুলত না অতএব তাকে রাজি হতেই হবে। ভবিষ্যত ত পরের কথা, রাজি না হলে এখনি তার বরাতে কি ঘটবে কে জানে ?

মেজর জেনারেলের বিরাট চেহারা, চওড়া কাঁধ, কপালে একটা কাটা দাগ, মাথার চুল কালো, চোখে কালো চশমা, চেন স্মোকার।

সিগারেটটা শেষ হয়ে এসেছিল, সেই সিগারেটেই নতুন একটা ধরিয়ে বললেন, ভনিতা করে সময় নষ্ট করবার দরকার নেই, প্রস্তাবটা তোমাকে সোজাসুজি বলছি, বিশেষ একটা গুরুত্বপূণ কাজে তোমাকে আমরা অ্যামেরিকায় ইউনাইটেড স্টেটসে পাঠাতে চাই এবং কাজটা বিপজ্জনক। তোমাকে অবিশ্যি বে-আইনি ভাবেই সে দেশে ঢুকতে হবে এবং যে সব কাজ করবে সেগুলিও বে-আইনী। যদি ধরা পড় তাহলে তোমাকে ওদেশে জেলে পচতে হবে আর যদি সফল হও তাহলে তুমি একটা কেউকেটা হতে পারবে অবিশ্যি এদেশে ফিরে আসার পর।

অ্যামেরিকায় যেয়ে স্পাইগিরি করতে হবে ? প্রস্তাবটা শুনে সে চমকে উঠল। অ্যামেরিকায় তার জন্ম বলে ওদেশের প্রতি ওর একটু দুর্বলতা আছে। কিন্তু এখন তাকে ওসব দুর্বলতা ভুলতে হবে. কর্তাদের অর্ডার তাকে মানতেই হবে। যখন তারা ওকে মনোনীত করেছে এবং এই দামী হোটেলে তুলে আদর আপ্যায়ন করছে তখন ওর ফেরার পথ নেই।

তবুও বলল, আমি কি এ কাজের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি ? আমি কি পারব ? আমি তো ভাবতেই পারছি না যে এত বড় দায়িত্বপূর্ণ···। টুওমি বলে।

জেনারেল বললেন, দেখ বাবু আমরা কিছু না জেনেই তোমাকে ডেকে পাঠাই নি, তোমার পুরো জীবনটাই আমরা উত্তমরূপে যাচাই করে দেখেছি তবে না তোমাকে আনানো হয়েছে, আমরা জানি তুমি এই কাজ পারবে তবে কাজের ভার না নেওয়া তোমার ইচ্ছে, কেউ তোমাকে জোর করবে না। জেনারেল অন্য দিকে চেয়ে চুপ করে রইলেন কিন্তু টুওমি বুঝল যে অন্য দিকে চেয়ে থাকলেও জেনারেল এবং কর্নেল তার মনোভাব বিচার করছেন। কিন্তু সে জানে এ কাজ তাকে নিতেই হবে, না নিলে তাকে শাস্তি দেওয়া হক বা না হক, তাকে আর অন্য কোনো দায়িত্বপূর্ণ পদ ত দেওয়া হবেই না, এমন কি কোনো বাজে জায়গায় তাকে বদলি করে দেওয়া হবে। তবুও কি করবে, কি বলবে, বুঝতে না পেরে টুওমি চুপ করে রইল।

জেনারেল ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, দেখ বাপু কাজটা তুমি যত কঠিন মনে করছ তত কঠিন নয় তবে অবশ্য ঝুঁকি আছে, সেদেশে তোমার কিছু বিপদ ঘটলে আমরা তোমাকে রক্ষা করতে পারব না, সেখানে তোমাকে অ্যামেরিকান সেজে অ্যামেরিকানদের মতোই বাস করতে হবে, তোমাকে সেখানে একা থাকতে হবে, তোমার বৌ ছেলেরা এখানেই থাকবে, আমাদের লোক তাদের দেখাশোনা করবে।

কতদিন তাদের ছেড়ে থাকতে হবে? টুওমি জিজ্ঞাসা করে।

আপাতত তোমাকে মসকোতে তিন বছর থাকতে হবে, আহারে বিহারে হাঁচিতে কাশিতে পুরোপুরি অ্যামেরিকান করবার জন্যে তোমাকে তিন বছর ধরে ট্রেনিং দেওয়া হবে. সময় হয় ত বাড়তে পারে তবে সবই তোমার ওপর নির্ভর করছে, তাড়াতাড়ি শিখতে পারলে তার আগেই তোমাকে অ্যামেরিকা পাঠাব।

টুওমি আবার প্রশ্ন করে, আমার ফ্যামিলির কি হবে? তারা কোথায় থাকবে?

পরিবারের জন্যে এত চিন্তা কোরো না, সে ভার আমাদের, তারা আরামেই থাকবে, তাদের কিছুরই অভাব থাকবে না।

তাদেরও কি একটা ভাল ফ্ল্যাটে রাখা যায় না জেনারেল?

হ্যাঁ, রাখা হবে, তাব একটু সময় লাগবে। তুমি এখন যা মাইনে পাচ্ছ তা তিনগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হবে এবং তোমার মাইনেতে তোমার হাত পড়বে না, পুরো মাইনেটাই তুমি তোমার স্ত্রীর হাতে তুলে দিতে পারবে কারণ মসকোর এবং বিদেশে তোমার সব খরচ গভর্ণমেন্ট বহন করবেন। অ্যামেরিকায় তোমার চাকরির প্রতিটি বছর দু'বছর করে ধরা হবে অতএব তুমি তোমার চাকরি জীবন থেকে আগেই অবসর নিতে পারবে। বাকি জীবন তুমি আরামেই কাটাতে পারবে। আমার বিশ্বাস বিদেশে যেয়ে তুমি তোমার পিতৃভূমির জন্যে কাজ করে নিজেকে তুমি গর্বিতই বোধ করবে, জীবনে কিছু করেছ, এই বিশ্বাস তোমার জন্মাবে, নয় কি ?

জেনারেল এবং কর্নেল দু'জনেই হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। তাঁরা এবার যাবেন। জেনারেল বললেন ঃ

তোমাকে এখনি জবাব দিতে হবে না। ভাল করে ভাব, আমরা কাল আসব, তুমি রাজি না হলেও এমন ভাল চাকরিটার জন্যে আমাদের হাতে অন্য লোকও আছে তবে আমার বিশ্বাস তুমি রাজি হবে কারণ স্কুল মাস্টারী করে তোমার পেট ভরে না ঠিক আছে, কাল আসব।

দীর্ঘ ট্রেন জার্ণির ক্লান্তি সেদিন রাত্রে টুওমিকে ঘুম পাড়াতে পারে নি। উত্তেজনায় তার ঘুম হয় নি। এই বিলাসবহুল ঘরে দামী কারপেটের ওপর সে যে এখন পায়চারি করছে মাঝে মাঝে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে মসকো শহরের আলোকমালা দেখছে, ফোম রবারের গদি অাঁটা চেয়ারে বসছে এইটাই ত তার কাছে আকাশ-কুসুম।

টুওমি তার অতীত জীবন চিন্তা করতে লাগল। তাকে এই কাজের ভার দেবার জন্যে কেজিবি হয়ত অনেক আগেই ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিল। নিশ্চয় তাই তা নইলে তারা তার জন্যে এত খরচ করত না। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাকে তার সম্মতি জানাতে হবে। সম্মত না হলে তার এবং তার স্ত্রী ও বাচ্চাদের কি হবে তা সে জানে ? কেজিবি-কে সে চেনে।

কারলো টুওমির জন্ম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তার জন্মের কিছুদিন পরে তার বাবা মারা যায়। তার মা আবার বিয়ে করে। লোকটি ফিনল্যাণ্ডের কিন্তু সে অ্যামেরিকায় বসবাস করত।

কারলো টুওমির এই বি-পিতা মার্কসীয় নীতিতে গভীরভাবে বিশ্বাসী। টুওমি যখন শিশু তখন থেকেই সে তার বাবার কাছ থেকে কামিউনিজমের পাঠ নিতে থাকে।

১৯৩৩ সালে টুওমির বয়স ষোলো। তখন ওরা মিচিগানে বসবাস করছিল। এই সময়ে টুওমির বাবা সবাইকে নিয়ে সোভিয়েট রাশিয়ায় চলে আসল এবং রাশিয়ার নাগরিকত্ব গ্রহণ করে। চার বছরের পরে স্টালিনের আমলে শ্রেণী সংগ্রাম শুরু হয়। একদিন রাত্রে সিক্রেটি পুলিশ এসে টুওমির বাবাকে তুলে নিয়ে যায়। সে আর ফিরে আসে নি, তার কোনো খবরও পাওয়া যায় নি।

তখন পরিবারকে প্রতিপালন করবার ভার পরে টুওমির ওপর। পরিবার বলতে অবশ্য তার মা ও বোন। জঙ্গলে গাছ কাটার একটা কাজ পায় টুওমি। টুওমি খুব উৎসাহী কর্মী ছিল। গাছ কাটা, কাঠ চেরাই, পরিবহণ। যাবতীয় কাজ সে শিখে নেয়। উত্তর জীবনে এই অভিজ্ঞতা তার কাজে লেগেছিল। ১৯৩৯ সালে ইউরোপে যুদ্ধ বেধে ওঠবার পর তাকে সামরিক বিভাগে যোগ দিতে হয়।

প্রাথমিক পর্যায়ে শত্রু পক্ষের সংবাদ সংগ্রহের কাজে তাকে ট্রেনিং দেওয়া শুরু হয় কিন্তু নাৎসীরা যখন রাশিয়া আক্রমণ করে তখন তাকে পদাতিক বাহিনীতে চালান করা হয়। ১৯৪৬ সালে টুওমিকে যখন মিলিটারি থেকে মুক্তি দেওয়া হয় তখন তার মূল ব্যাটালিয়ানের মাত্র আর একজন জীবিত ছিল।

বাড়ি ফিরে শুনল তার মা মারা গেছে আর যুদ্ধের ডামাডোলে তার বোন যে কোথায় হারিয়ে গেছে তা কেউ বলতে পারল না। টুওমির নিজস্ব সম্বল বলতে কিছু নেই। সোভিয়েট রাশিয়াও তখন যুদ্ধশেষে নিঃসম্বল। রাশিয়া ছেড়ে চলে যাবার সময় নাৎসীরা সব ধ্বংস করে দিয়ে গেছে, ফেলে গেছে মৃতের স্তূপ।

টুওমির পকেটে আছে বড় জোর শ'খানেক টাকা আর কিছু জামা কাপড়। এক জোড়া জার্মান বুট আর মায়ের শেষ চিঠিখানি।

টুওমি নিরুৎসাহ হল না, কষ্টের জীবনে সে অভ্যস্ত, তা ছাড়া রাশিয়ায় সকলে তখন কষ্ট ভোগ করছে। তবুও এরই মধ্যে পেট চালাবার জন্যে কিছু করতে হবে। যে কাজটি সে জানে সে কাজ আপাতঃ বন্ধ, জঙ্গলে এখন গাছ কাটা হচ্ছে না।

ঘুরতে ঘুরতে টুওমি পৌঁছল মসকো থেকে ৪৭৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে কিরভ শহরে। জায়গাটা তার বেশ পছন্দ। চারিদিকে অরণ্য ভূমি। অরণ্যে সে অনেকদিন কাটিয়েছে তাই তার বেশ ভাল লাগল। এই প্রাচীন শহরে একটা টিচারস্ ইনস্টিটিউট আছে। অন্যান্য বিষয় বস্তুর সঙ্গে এখানে ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। ইংরেজি শিক্ষকের একটি পদের জন্যে সে ঐ ইনস্টিটিউটে নাম লেখাল। ইতিমধ্যে যে কোনো কাজের জন্যে খোঁজ করতে লাগল।

সামান্য অর্থের বিনিময়ে থাকবার একটা আশ্রয় মিলল। পনেরো ফুট বাই সতেরো ফুট একটা ঘরে এক বিধবা তার দুই মেয়ে নিয়ে বাস করত। সেই ঘরে টুওমির আশ্রয় মিলল। ঘরের মধ্যে একটা ফায়ার প্লেস ছিল তবে পৃথক কোনো কিচেন বা বাথরুম ছিল না। এছাড়া ইঁদুরের উৎপাত ছিল।

বাস্তবিক তখন সেই সময়ে কোথাও আশ্রয় মেলা প্রায় অসম্ভব ছিল। সেই বিধবা তাকে আশ্রয় দেওয়াতে টুওমি সেই বিধবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল।

বিধবার বড় মেয়ের নাম নিনা। নিনার সঙ্গে টুওমির ভাব হল। ভাব থেকে ভালবাসা। প্রতি রবিবার নিনাকে নিয়ে টুওমি বেড়াতে যায়, সিনেমা দেখে, কোনো রেস্তরাঁয় কিছু খায়, হাত ধরাধরি করে নির্জন পথে বেড়ায়, গাছের নিচে একজনের কাঁধে আর একজন মাথা দিয়ে বসে গল্প করে। তারপর একদিন বিয়ে। নতুন বৌকে নিয়ে টুওমি বিয়ের রাত্রিটা ঐ ঘরেই কাটিয়েছিল। নিনার মা ও বোন ঐ ঘরেই ছিল, মাঝে টাঙাবার মতো একটা পর্দাও পাওয়া যায় নি।

টিচারস ইনস্টিটিউটে টুওমি সামান্য একটা চাকরি পেয়েছে। যা বেতন তাতে চলে না। অতএব ছুটির পর সে একটা কাঠগোলায় জ্বালানি কাঠ কাটে আর একটা বেকারি থেকে ৩ নম্বর টি স্টেট হাউসে রুটি পৌঁছে দেয়। সব মিলিয়ে কতই বা আর হয়, দেড়শ টাকা মত হবে। রেশন যা পায় তা সবটাই সে তার বিধবা শাশুড়িকে দেয়। নিনাও একটা রেডিমেড পোশাকের দোকানে চাকরি নেয়।

টুওমি ও নিনার কারও প্রতি কোনো অভিযোগ নেই। সারা ইউরোপ এখন দরিদ্র, অভুক্ত। সামনে প্রচুর ত্যাগ। ত্যাগ সহ্য করে দেশকে আবার গড়ে তুলতে হবে। সংগ্রাম করতে হবে, হারলে চলবে না। তবুও মাঝে মাঝে লোভ হয়, সেজন্যে বিপদেও পড়তে হয়।

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরের শেষ। ভীষণ শীত। টুওমি বরফ জমা রাস্তা দিয়ে এক স্লেজভর্তি রুটি বেকারি থেকে টানতে টানতে ৩ নম্বর টি স্টেট হাউসের দিকে যাচ্ছে। সদ্য স্যাঁকা তাজা রুটির কেমন সুন্দর একটা গন্ধ তার নাকে লাগছে। এত রুটি সে রোজ বয়ে নিয়ে যায় কিন্তু ওরা পেট ভরে কোনদিন রুটি খেতে পায় না। কিন্তু আজ যেন রুটির বাক্সটা ভারি মনে হচ্ছে? কি ব্যাপার! ঢাকা তুলে বাক্সর ভেতর সে উঁকি মেরে দেখল। পুরো তিন ট্রে রুটি আজ বাড়তি রয়েছে। বেকারির ছোকরা রুটি তুলতে নিশ্চয় ভুল করেছে। বাড়তি অর্ডার থাকলে ত তাকে নিশ্চয় জানিয়ে দিত।

টুওমি পকেট থেকে চালান বার করে দেখল, রোজ যা অর্ডার থাকে আজও তাই। বাড়তি রুটির কোনো উল্লেখ নেই।

টুওমি লোভে পড়ল। সে ঠিক করল ট্রে সমেত রুটিগুলো মেরে দেবে। সে উত্তমরূপে জানে ধরা পড়লে দশ বছর সাজা। কিন্তু কে ধরছে?

আর ঠিক তখনই সে স্থানীয় এম জি বি এর (পরে এরই নামকরণ হয় কেজিবি) ধূসর রঙের বাড়িটার পাশ দিয়ে তার স্লেজ টানতে টানতে যাচ্ছিল। তার বুকের স্পন্দন দ্রুত হল কিন্তু ক্ষণিকের জন্যে।

টি হাউসে যাবার আগে সে নিজের বাড়িতে গিয়ে রুটি ভর্তি সেই ট্রে নিনার হাতে তুলে দিল। নিনা অবাক। ভয়ও পেয়েছে। কোথায় পেলে এই রুটি? সভয়ে জিজ্ঞাসা করে নিনা।

সে তোমাকে ভাবতে হবে না, আমি কিছু মাখন আর ভদকা নিয়ে ফিরে আসব। দু'তিনজন বন্ধুকেও আনব। একটা পার্টি হবে এখন।

সোভিয়েট রাশিয়াতে ক্রীসমাস উৎসব পালিত হয় না। নিনার মা ও নিনা কিন্তু বাড়িতে প্রত্যহ যীশুর প্রার্থনা করে। শহরে পরিত্যক্ত যে গির্জাটা আছে ওর পাশ দিয়ে যাবার সময় ওরা বুকে ক্রুশ চিহ্ন এঁকে নেয় তর্জনি দিয়ে, অবিশ্যি রাস্তা নির্জন থাকলে।

নিনার মায়ের মনে পড়ল সেদিন ক্রীসমাস।

মাখন প্রকাশ্য বাজারে পাওয়া যায় না। ক্বচিৎ কখনও রেশনে মাখন পাওয়া যায় নইলে মার্গারিন বা কখন সখন চিজ। টুওমি সেদিন কোথা থেকে ৫০০ গ্রাম মাখন আর এক লিটার ভদকা নিয়ে এল।

ভদকাটা নিনা এক ডেকচি বরফে বসিয়ে ঠাণ্ডা করে নিল। ফায়ার প্লেসের আগুনে রুটি সেঁকে মাখন লাগিয়ে ঠাণ্ডা ভদকা সহযোগে ওরা পেট ভরে খেল। নিনার মা তখন অসুস্থ তবুও তিনি চাপা গলায় ক্যারল গাইলেন।

সোভিয়েট রাশিয়ায় আসবার পর এই হল টুওমির প্রথম ক্রীসমাস। নিনা ও তার মা বলল গত তিন বছর তারা এমন পেট ভরে কোনদিন খেতে পায় নি।

টুওমি আর একবার লোভে পড়ল। হায়! টুওমি জানে না যে তাকে প্রলুব্ধ করা হচ্ছে, তাকে লোভে ফেলা হচ্ছে। এম জি বি যে ভবিষ্যতে তাকে কাজে লাগাবার জন্যে ফাঁদে ফেলেছে তা সে জানে না।

শহরে জালানি কাঠের তীব্র অভাব। টি-হাউস বুঝি বন্ধ হয়ে যায়।

টি-হাউসের অদূরে ছিল সরকারী কাঠগোলা। কাঠগোলার রাত্রির চৌকিদারের সঙ্গে টি-হাউসের ম্যানেজার ষড়যন্ত্র করল তারপর টুওমিকে বলল স্টেট গ্যারাজে তার বন্ধুর কাছ থেকে একটা ট্রাক যোগাড় করতে। ট্রাক যোগাড় হল। ম্যানেজার বলল নাইটওয়াচ-ম্যানের সঙ্গে ব্যবস্থা করা আছে, তুমি কাঠ তুলে নিয়ে এস।

সারা শীতকালের মতো কাঠ চলে এল টি-হাউসে। টুওমির শ্রমের জন্যে ম্যানেজার আধ ট্রাক কাঠ টুওমিকে উপহার দিল।

এরপর দু'বছর কেটে গেছে। রুটি আর কাঠের কথা টুওমি ভুলে গেছে। সেদিন ১৯৪৯ সালের ৮ ডিসেম্বর। সন্ধ্যার পর থেকে খুব শীত পড়েছে। বাইরে তুষার পড়ছে। টি-হাউসে টুওমির কাজ শেষ হয়ে এসেছে। তারপর সে তার মিলিটারি গ্রেট কোটখানা গায়ে চড়িয়ে মাথায় আস্ট্রায়ান টুপি লাগিয়ে বাড়ি ফিরে নিনাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খাবে। নিনার সঙ্গে তার মন কষাকষি চলছে, সেটা সে আজ মিটিয়ে নেবে।

কাজ শেষ হল। গ্রেট কোট পরবার উপক্রম করছে এই সময় একজন লোক ভেতরে ঢুকল। তারও গায়ে গ্রেট কোট, মাথায় আস্ট্রায়ান টুপি। কোটের ওপর তুষার কনা।

লোকটি টুওমির সামনে এম জি বি এর কার্ড দেখিয়ে বলল, ফলো, মি, আমাকে অনুসরণ কর।

এমজিবি-কে এবার থেকে আমরা কেজিবি বলব।

কেজিবি এজেন্টকে অনুসরণ করে টুওমি স্থানীয়, হেডকোয়ার্টারে পেঁাছল। সদর দরজা পার হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ওকে মাটির নিচে একটা বড় ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। ঘরের মাঝখানে বড় একটা কাঠের টেবিল। টেবিলটা শূন্য এমন কি একটা টেবিল ক্লথও পাতা নেই ওপরে কোনো কাগজ পত্তর নেই। মাথার ওপর জোর পাওয়ারের একটা আলো ঝুলছে। আলোর মাথায় একটা শেড। আলোটা শুধু টেবিলের ওপরেই পড়েছে। ঘরের বাকি অংশ প্রায় অন্ধকার।

টেবিলের ওধারে চেয়ারে যে কেজিবি অফিসার বসে রয়েছে টুওমি

তার নাম জানত। তার নাম মেজর সেরাফিম অ্যালেকসিভিচ। শক্ত সমর্থ চেহারা, মাথাটা মস্ত বড়, চোখ দু'টো সাপের মতো। তার দু পাশে দু'জনে বসে রয়েছে। তাদের পরণে কো'না ইউনিফরম নেই।

সেরাফিম প্রায় চিৎকার করে উঠল। টুওমিকে ধমকে বলল।

একটা চোর কোথাকার ঐ টুলটায় বসো, এবার বল তুমি কেন মানুষের শত্রু হয়েছ।

কোনরকমে টুলে বসে টুওমি বলল, 'আমি আপনার প্রশ্ন বুঝতে পারছি না।'। তার অবস্থা তখন সঙ্গীন। চোখ মুখ বসে গেছে, বুক ঢিবঢিব করছে।

মেজর সেরাফিম আবার ধমকে উঠল, 'ন্যাকা! কিছু জানে না! সমাজতন্ত্রের প্রতি তোমার কর্তব্যে তুমি চরম অবহেলার পরিচয় দিয়েছ, তুমি ঘোর অন্যায় করেছ, স্যাবোটাজ করেছ, তোমাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। জবাব দিচ্ছ না কেন? চুপ করে আছ কেন?

সরকারি কাঠগোলার সেই নাইট ওয়াচম্যানকে কেজিবি গ্রেফতার করে টি-হাউসে কাঠ চালানের খবরটা জানতে পেরেছিল। মেজর সেরাফিম সেই কাহিনী টুওমিকে বলে প্রশ্ন করল।

এবার বল তোমার কি বলবার আছে?

টুওমি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল তারপর সাহস সঞ্চয় করে বলল, চায়ের দোকানটা চালু রাখবার জন্যেই আমরা কাঠ নিতে বাধ্য হয়েছিলুম তবে আমি বলতে চাই যে, আমি কি ক্ষমার অযোগ্য, কারণ আমি আমার প্রাণ তুচ্ছ করে পিতৃভূমির জন্যে যুদ্ধ করেছি এবং সাহসিকতার জন্যে আমি পুরস্কার ও সম্মান অর্জন করেছি। আমি নিজের স্বার্থে কখনও কোনো অন্যায় করি নি।

নিজের জন্যে চুরি কর নি? রুটি চুরি কর নি? একশো খানা রুটি? যখন তোমার অনেক ভাই খেতে পাচ্ছে না? তুমি শুধু চোর নও, তুমি মিথ্যাবাদী।

টুওমি বিমূঢ়। এই খবর কেজিবি কি করে জানল? তার মুখ

সাদা হয়ে গেল। ঠোঁটে শুকনো জিভ বুলিয়ে কোনো রকমে বলল, আমার বলার কিছু নেই, আমি দুঃখিত।

দু'হাত জোড় করে চুপ করে ক্ষমাপ্রার্থীর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল।

মিনিটখানেক সকলে নীরব। মেজরের দু'পাশে যে দু'জন লোক বসেছিল তাদের মধ্যে একজন বলল, তোমাকে জেলে পচতে হবে। তোমার ফ্যামিলির কপালেও অনেক দুঃখ আছে।

মেজরের অপর পাশের লোকটি বলল, তবুও ও যখন দোষ স্বীকার করছে তখন দেখ কিছু করা যায় কি না।

টুওমি বলল, আপনারা কি বলতে চাইছেন ?

আপাততঃ এইটুকু বলতে পারি যে তোমাকে অন্য কোনো কাজের ভার দিতে পারি এবং সে কাজে যদি ব্যর্থ হও তাহলে…। কথা শেষ করল না।

টেবিলের ড্রয়ার খুলে মেজর কাগজ কলম বার করে বলল, লেখ আমাকে যে কাজের ভার দেওয়া হবে সে কাজ আমি গোপন রাখব, কাউকে বলব না, ওপরওয়ালাদের নির্দেশ বিনা-বাক্যব্যয়ে পালন করব।

মেজরের নির্দেশ মতো লিখে নিচে নিজের নাম ঠিকানা সই করল। টুওমি কাগজখানি মেজরকে ফেরত দেবার পরে মেজর টুওমির হাতে ছোট এক টুকরো কাগজ দিল। টুওমি পড়ে দেখল ওটা একটা ঠিকানা।

আপাততঃ বিপদ কেটে গেল। টুওমির মনে সাহস ফিরে এসেছে। ঠিকানা পড়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মেজরের দিকে চাইল। মেজর বলল, ঠিকানাটা হারিয়ো না, আজ থেকে এক সপ্তাহ পরে রাত্রি ন'টায় আমার সঙ্গেঐ ঠিকানায় দেখা করবে। মনে থাকে যেন ! যাও।

ব্লাকমেল করে গুপ্তচরের দলে ভর্তি করার কেজিবি-এর এই একটা চমৎকার উদাহরণ। কেজিবি দলে সহজে কেউ ভর্তি হতে চায় না তাই কেজিবি তাদের মনোনীত ব্যক্তির জন্যে ফাঁদ পাতে। ফাঁদে যারা পা দেয় কেজিবি তাদের ধরে দলে ভর্তি করে। রাজি না হলে কঠোর শাস্তি পাবার ভয় আছে, হয় ত মৃত্যুদণ্ডও, তার চেয়ে

স্পাই হওয়া ভাল। স্পাই হলে বেতন বাড়বে, অনেক সুযোগ সুবিধে পাওয়া যাবে। আরামে থাকা যাবে। আপাততঃ বিপদ থেকে ত বাঁচা গেল !

টুওমিকে যে বাড়িটার ঠিকানা দেওয়া হয়েছিল সেই বাড়িখানা কিরভ শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। দোতলা সাধারণ একটা বাড়ি কিন্তু এটা যে কেজিবি-এর একটা 'সেফ-হাউস' তা টুওমির জানা ছিল না। এই বাড়িটার পাশ দিয়ে সে কতবার গেছে। এই বাড়ির ভেতর তাকে যে একদিন ঢুকতে হবে যার ফলে তার জীবনধারাটাই বদলে যাবে তা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি।

যে সব শহরে কেজিবি-এর শাখা অফিস আছে সেই সব শহরের অন্যত্র একটা করে 'সেফ হাউস' আছে। এই সব বাড়িতে স্পাইদের সঙ্গে দেখা করা হয় এবং তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়।

ঠিক এক সপ্তাহ পরে শীতের রাতে টুওমি সেই বাড়িতে হাজির হল। বাড়িটার একতলায় পার্টিশন করা খুপরি খুপরি অনেক ঘর আর ওপর তলায় স্বয়ংসম্পূর্ণ দু'টো ফ্ল্যাট। অর্থাৎ একতলায় অফিস, দোতলায় থাকবার ব্যবস্থা।

মেজর সেরাফিম তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। ওকে বসতে বলল। তাকে জর্জিয়ান ব্র্যাণ্ডি ছিল। সেরাফিম বলল।

বাইরে ত খুব শীত এখনও কাঁপছ দেখছি, তুমি খানিকটা ব্রাণ্ডি খেয়ে আরাম করে বসো।

ব্রাণ্ডি পান করে টুওমি গুছিয়ে বসল। কেজিবি সংগঠন সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলে সেরাফিম বলল যে ইংলিশ ইনস্টিটিউটে তার পদোন্নতির ব্যবস্থা করা হয়েছে। বেতনও বৃদ্ধি করা হয়েছে। এবার থেকে সে সকল শিক্ষক, ছাত্র ও অভ্যাগতদের সঙ্গে খোলাখুলি ভাবে মেলামেশা করতে পারবে কারণ পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পদমর্যাদাও বাড়ল। টুওমি ভাবছে এসবের নিশ্চয় কোনো উদ্দেশ্য আছে নইলে তার পদোন্নতি ঘটানো হয়নি। যাই হোক সেরাফিম বলতে লাগল।

ইনস্টিটিউটে অন্যান্য শিক্ষক বা ছাত্ররা এবং অভ্যাগতরাও কি বলে কি বিষয়ে অলোচনা করে, ভাল বা মন্দ আমরা সব শুনতে চাই। তাদের বিষয় তুমি কি ভাব আমরা জানতে চাই না, তারা কি বলে, বিশেষ করে পুঁজিবাদী দেশ সম্বন্ধে তাদের কি মনোভাব, সোভিয়েট রাশিয়া সম্বন্ধেই বা তারা কি বলে আমরা সব জানতে চাই। তুমি ভাল করবে, তুমি একজন বুদ্ধিজীবি, দেশবিদেশের মানুষ সম্বন্ধে আগ্রহী তবে কখনও বাড়াবাড়ি করবে না। বুঝেছ?

হ্যাঁ, কমরেড আমি বুঝেছি।

বেশ, তোমাদের ইংরেজির প্রফেসর ফিলিমনোভের ওপর বিশেষ নজর রাখবে, আমরা জানি সে অন্য দেশের রেডিও অনুষ্ঠান শোনে। তুমি তার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তার বিশ্বাসভাজন হবে, সে যেন রেডিও শোনবার জন্যে তোমাকে তার বাড়িতে ডাকে। লক্ষ্য করবে সে বিদেশী রেডিওতে কি অনুষ্ঠান শোনে।

ফিলিমনোভকে টুওমি চিনত কিন্তু ফিলিমনোভ উচ্চপদে থাকায় কথা বলার সুযোগ হত না। এখন টুওমির পদোন্নতির ফলে এখন আর বাধা রইল না! দু'জনের আলাপ পরিচয় হল।

বছরখানেক কাটল। টুওমি যথাসাধ্য তার কর্তব্য পালন করে। কর্তারা মাঝে মাঝে তাকে নির্দেশ দেয়। পারিবারিক অবস্থাও তার ভাল হয়েছে। সংসারে এখন অভাব নেই।

নভেম্বর মাস। টুওমি তার ফাউনণ্টেন পেনটা ইনস্টিটিউটে ফেলে এসেছে। সেটি এখনই আনা দরকার। তখন রাত্রি। কলমটি আনবার জন্যে ইনস্টিটিউটে ঢুকে টুওমি দেখল জমজমাট একটা পার্টি চলেছে। দু'জন শিক্ষার্থী বুঝি কোথা থেকে খানিকটা সুরা যোগাড় করেছে। সেই সুরা পান চলছে।

ফিলিমনোভের দু'হাতে দুটো কাপ, একটা কাপে সুরা অপর কাপে জল। ফিলিমনোভ একবার এ কাপে আর একবার ও কাপে চুমুক দিচ্ছে।

টুওমি ইংরেজিতেই বলল, গুড ইভনিং স্যার।

অধ্যাপক ফিলিমনোভও চোস্ত ইংরেজিতেই জবাব দিয়ে কিছু কথা বললেন। অক্সফোরডিয় উচ্চারণ, ভাষাও সুন্দর, আস্তে আস্তে বলেন।

টুওমি বলে তার ইচ্ছে সে লণ্ডনের বিবিসি রেডিও শুনে নিজের উচ্চারনের ত্রুটি সংশোধন করে কিন্তু তার তেমন কোনো রেডিও নেই সিযাতে বিবি ধরা যায়।

ফিলিমনোভ বলে, আরে সেজন্যে চিন্তা কি, তুমি আমার বাড়িতে আসতে পার। আমার একটা ভাল জার্মান রেডিও আছে। রেডিও শোনার সূত্রে ফিলিমনোভের বাড়িতে সপ্তাহে দু'দিন করে টুওমি যেতে আরম্ভ করল। রেডিও শোনা ছাড়া অন্য বিষয়েও আলোচনা হয়। ফিলিমনোভ বেশ কিছু বিপজ্জনক মন্তব্য করল, সোভিয়েট রাশিয়ায় বসে এবং রাশিয়ান হয়ে এইসব মন্তব্য করা রীতিমতো রাষ্ট্রবিরোধী। এবং এইসব মন্তব্য যথাস্থানে পৌঁছে গেল।

কয়েক মাস এইভাবে বেশ চলল তারপর সেরাফিম একদিন বলল ফিলিমনোভ সম্পর্কে তোমার কাজ শেষ, ওর বাড়ি আর যাবার দরকার নেই, তোমার কাজে আমরা সন্তুষ্ট। এবার তোমাকে অন্য কাজের ভার দেওয়া হবে।

পরদিন সকালে ইনস্টিটিউটে টুওমিকে দেখে ফিলিমনোভ মুখ ফিরিয়ে নিল। তার সঙ্গে কথা বলল না। ঘৃণায় তার মুখ কুঞ্চিত। টুওমি বুঝল ফিলিমনোভকে ব্ল্যাকমেল করে কেজিবি তাকেও স্পাই হতে বাধ্য করেছে। ফিলিমনোভ রাজি না হলে আজ তাকে এখানে দেখা যেত না?

টুওমিকে আরও একটা কাজের ভার দেওয়া হল। কিরভে একটা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। সেখানে তাকে পড়াতে হবে। ইতিমধ্যে নিনার দু'টি বাচ্চা হয়েছে। টুওমির যা আয় তাতে টান পড়ল। কেজিবি তার আয় বাড়িয়ে দেয়নি তবে বেড়াতে যাওয়া ও ছুটি উপলক্ষ্য করে কেজিবি তাকে এককালীন মোটা টাকা দিয়ে তার ঘাটতি পূরণে সাহায্য করত। স্বচ্ছল না হলেও অভাব রইল না।

কেজিবি আর একটা কাজ করেছে। টুওমির হারানো বোনের

সন্ধান পেয়েছে। উত্তর রাশিয়ায় আরচানজেল বন্দরে মেয়েটি মজুরণীর কাজ করছে। দু'তিন বছরের মধ্যেই টুওমি অনেক কিছুই দেখল, শুনল ও জানল, এইসঙ্গে অনেক অভিজ্ঞতাও হল। তার সাহস আছে, বুদ্ধি আছে, কৌতূহলী, প্রখর স্মরণশক্তি, লোকের সঙ্গে সহজে ও সহজভাবে মিশতে পারে। গুপ্তচর হবার নানা গুণের অধিকারী।

পরিচিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে চরবৃত্তি করতে গোড়ার দিকে তার অনুশোচনা হত কিন্তু সে যা কিছু করছে দেশের জন্যে করছে, এই মনোভাব সঞ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার অনুশোচনা বিলুপ্ত হল।

একজনকে সে বাগে আনতে পারছে না। সুযোগ পেয়েও ভুল করেছিল। লোকটির নাম নিকোলাই ভ্যাসিলেভিচ, রাশিয়ান সাহিত্যে সুপণ্ডিত। রসবোধ, সাধুতা এবং বদান্যতার জন্যে ভ্যাসিলেভিচ সুপরিচিত। ঋষি প্রতিম চেহারার জন্যে সে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। ক্লাসে যখন লেকচার দেয়, ছাত্র ছাত্রীরা মুগ্ধ হয়ে শোনে, অন্য ছাত্রছাত্রীরাও ভিড় জমায়। এমন অধ্যাপককে বাগে পেয়েও টুওমি সুযোগ কাজে লাগাতে পারে নি।

এহ'ল ১৯৫৫ সালের কথা। ইনস্টিটিউটে নিউ ইয়ারস ডে পার্টি হচ্ছে। টুওমির কানে এল একজন ছাত্র ভ্যাসিলেভিচকে প্রশ্ন করছে তিনি কেন পার্টির মেম্বার হচ্ছেন না।

নিকোলাই ভ্যাসিলেভিচ উত্তর দিলেন, 'দেখ বাপু কমিউনিজম একটা খাঁচা। খাঁচায় আবদ্ধ থাকতে আমার জন্ম হয়নি, আমি ঈগল হয়ে জন্মেছি'। অত্যন্ত মারাত্মক উক্তি।

টুওমি যখন পরদিন পার্টির রিপোর্ট পেশ করল তখন নিকোলাই ভ্যাসিলেভিচের এই উক্তি উল্লেখ করতে ভুলে গেল অথচ সে অধ্যাপকের কথাগুলি যথাযথ নোট করে নিয়েছিল। অধ্যাপকের ওপর তাকে নজর রাখতে বলা হয়েছিল অতএব এই ব্যতিক্রম তার পক্ষে বড় ত্রুটি।

চার দিন পরে সেরাফিম বয়স্কদের ইসকুলে টুওমিকে টেলিফোন

করল। সেরাফিম অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিল নইলে এসব ব্যাপারে সে কখনও কাউকে টেলিফোন করে না।

সেরাফিম বলল। তুমি যা ইচ্ছে ওজর দেখাতে পার কিন্তু পনেরো মিনিটের মধ্যে আমার সঙ্গে অবশ্যই দেখা করবে।

কণ্ঠস্বর আদেশের মতো শোনালো। সেফ হাউসে ঢুকে সেরাফিমের মুখ দেখে টুওমি বুঝতে পারল তার বরাতে দুঃখ আছে। সেরাফিম বলল।

দেখ বাপু 'কমিউনিজম একটা খাঁচা, খাঁচায় আবদ্ধ থাকতে আমার জন্ম হয় নি। আমি ঈগল হয়ে জন্মেছি' এই কথাগুলো কি কখনও শুনেছ? সর্বনাশ! সে ত শুনেছে, নোট বইয়ে লিখেও নিয়েছিল, রিপোর্টে লিখতে ভুলে গেছে এখন কি হবে? দলে তাহলে আরও একজন স্পাই আছে।

তবুও যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক হয়ে সে বলল, হ্যাঁ শুনেছি, নিকোলাই ভ্যাসিলেভিচ নিউ ইয়ারস ডে পার্টিতে কথাগুলো বলেছিল।

তাহলে তোমার রিপোর্টে লেখ নি কেন?

কথাগুলো কিন্তু, এই দেখুন. আমার নোট বইয়ে রিপোর্ট করেছিলুম কিন্তু রিপোর্ট লেখবার সময় ভুল হয়ে গেছে।

সাবধান, এমন ভুল আর কখনও কোরো না। তোমার ভাগ্য ভাল যে সেদিন পার্টিতে আমিও ছিলুম, আমাকে দেখেছিলে বোধ হয়। যাইহোক আগে কিছু ভাল ভাল রিপোর্ট করেছ বলে এবার তোমাকে ক্ষমা করা হল, মনে রেখ শীগগির তোমাকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেওয়া হবে, আর একবার ভুল হলে নিজেই নিজের সর্বনাশ ডেকে আনবে এবং আরও একটা কথা বলি আমাদের কখনও ধাপ্পা দেবার চেষ্টা কোরো না।

আমি ত ধাপ্পা দিই নি, ত্রুটি স্বীকার করেছি।

তাই এবার বেঁচে গেলে।

পর বছর শীতের শেষে অ্যালেভটিনা স্টেপানোভা টুওমির ইংরেজি

ক্লাসে ভর্তি হল। অ্যালেভটিনা বিধবা বয়স উনত্রিশ, সুন্দরী নয় কিন্তু চটুল, সুগঠনা, দেখলে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে। হাই ইস্কুলে ফরাসি ভাষা শেখায়, এখন ইংরেজিটাও শিখতে চায়।

একদিন ছুটির শেষে হাসিমুখে আবদার করে বলল, তুমি যদি আমাকে আমার বাড়ি গিয়ে মাঝে মাঝে পড়াতে পার ত ভাল হয়, পড়াবে? টুওমি রাজি হল। রবিবারে তু'ঘণ্টা করে পড়াবে।

চমৎকারভাবে সাজানো গোছানো তু'ঘরের ছোট ফ্ল্যাট। মা ও ছোট ছেলেকে নিয়ে অ্যালেভটিনার সুখের সংসার। খোলা জানালা দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত প্রকৃতিক শোভা দেখা যায়। সঙ্গী বা বন্ধু হিসেবে অ্যালেভটিনা চমৎকার মেয়ে, সুগৃহিনী ও অতিথি বৎসল। টুওমিকে কখনও চা ও কেক খাওয়াতে ভোলে না। কেক সে বা তার মা তৈরি করে। টুওমির ভাল লাগে।

কিছুদিন পরে। অ্যালেভটিনার ফ্ল্যাটে।

অ্যালেভটিনা নীল রঙের একটা ফ্রক পরেছে। ফ্রকটা তার দেহের খাঁজে খাঁজে বসেছে, স্তনযুগ ও নিতম্বের সুডোল রেখা সুস্পষ্ট। ফ্রকের গলা বেশ বড়। বুকের খাঁজ উপভোগ করা যাচ্ছে। একটু মেকআপও করেছে আজ। অ্যালেভটিনা বলল, আগে চা খেয়ে নিই তারপর পড়া আমিও চা খাই নি, তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।

চা খেতে খেতে অ্যালেভটিনা জিজ্ঞাসা করল, তুমি নাকি ইউনাইটেড স্টেটসে্ জন্মেছ? সত্যি?

হ্যাঁ সত্যি।

তা তোমার সেখানে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না?

টুওমি ভাবে কি ব্যাপার? অ্যালেভটিনা ত কোনদিন তাকে ব্যক্তিগত প্রশ্ন করে না? সে সতর্ক হয়। বলে। জন্মভূমির প্রতি একটা আকর্ষণ থাকা স্বাভাবিক, কোথাও জন্ম হওয়াটা একটা তুর্ঘটনা কিন্তু পিতৃভূমির প্রতি মানুষের কর্তব্য ও আকর্ষণ চিরন্তন, আমার ভবিষ্যত সোভিয়েট রাশিয়া, আমেরিকা নয়।

চা খাওয়া শেষ হল। কথা বলতে বলতে অ্যালেভটিনা

জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। দূরে একবার চেয়ে বলল আজ আকাশ বেশ পরিষ্কার, দেখে যাও, আজ পাহাড়ের মাথায় স্নো দেখা যাচ্ছে' চমৎকার! টুওমি ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। অ্যালেভটিনা একটু সরে এসে ওর গা ঘেঁসে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল।

দেখতেই পাচ্ছ মা আজ বাড়ি নেই। নাতিকে নিয়ে বেড়াতে গেছেন, ফিরতে দেরি আছে. আজ আমরা একলা।

টুওমি আগেই সতর্ক হয়েছিল, অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, এই কৌশল সে জানে। সেও বলল ঃ

তাই নাকি অ্যালেভটিনা, তাহলে ত আজ পড়াশোনা ভালই হত কিন্তু আমাকে এখনি বাড়ি ফিরতে হবে, একটা বাচ্চার অসুখ, নিনাকেও একটু হেলপ করতে হবে, আমি যাই।

টুওমি বাড়ি ফিরে গেল। এই ঘটনার কয়েকদিন পরে অ্যালেভটিনা বলল সে আর ইংরেজি ক্লাসে আসবে না এবং টুওমিরও আর ওর বাড়িতে যাবার দরকার নেই।

কয়েক সপ্তাহ পরে। টুওমি বাড়ি ফিরছিল। চোখে পড়ল আগে একটি যুবতী যাচ্ছে, পিছন দিকটা তার নজর কেড়ে নিল। পিছন দিক থেকে হলেও এমন ফিগারটি সে চেনে। নিঃসন্দেহে অ্যালেভটিনা। কোনদিকে না চেয়ে সোজা হেঁটে চলেছে। কোথায় যাচ্ছে?

অ্যালেভটিনা একটা রাস্তায় বাঁক নিল। এরাস্তা দিয়ে টুওমির যাবার কথা নয় তথাপি সে অ্যালেভটিনাকে অনুসরণ করল। আগেকার মানুষের অজ্ঞাতে কি করে অনুসরন করতে হয় সে কৌশল সে জানে। কিন্তু অ্যালেভটিনা ও কোন বাড়িতে ঢুকল? এটা ত একটা সেফ হাউস? সেরাফিমের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে টুওমি ও বাড়িতে কয়েকবার এসেছে। ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। অ্যালেভটিনার মারফত কেজিবি তাকে একবার বাজিয়ে নিয়েছে।

এই ঘটনার ঠিক দুই মাস পরে কারলো টুওমির মস্কোতে ডাক পড়েছিল।

সারারাত্রি টুওমি ঘুমোতে পারে নি। অ্যামেরিকা তাকে যেতেই হবে। দেশপ্রেম তার আছে, দেশের জন্যে কর্তব্য করতে সে পিছপাও নয়। অ্যামেরিকা গেলে তার কোনো ক্ষতি নেই। সেণ্টারকে খুশি করতে পারলে লাভ ও যশ দুই মিলবে, ব্যর্থ হলে কপালে কি আছে তা সে জানে, কিন্তু ব্যর্থ হবে কেন ? ব্যর্থ যাতে না হতে হয় সে জন্যে ত কেজিবি সর্বতোভাবে সাহায্য করে কারণ মূল স্বার্থ ত তাদের।

অ্যামেরিকা যেতে সে রাজি আছে কিন্তু এখানে নিনা একা পড়বে। বড় ছেলে ভিকটরের বয়স সবে নয়, তারপর মেয়ে ইরিনা, তার বয়স ছয় আর তার পরেরটি ত একেবারে শিশু, মাত্র চার বছর।

সেণ্টার তার পরিবারকে দেখবে ঠিকই, স্বাচ্ছন্দ্য ও অর্থের কোনো অভাব রাখবে না কিন্তু সবটাই তাই নয়। বাচ্ছাদের প্রতি দায়িত্ব তা নিনা একা পালন করতে পারবে, কতটা সামলাতে পারবে ?

কিন্তু ভেবে লাভ নেই। তাকে প্রস্তাব গ্রহণ করতেই হবে। অ্যামেরিকা যেতে রাজি না হলে কেজিবি তাকে এখনি রাশিয়ার ভেতরেই দূরে কোথাও বাজে কাজের ভার দিয়ে পাঠিয়ে দিতে পারে। তখনও নিনাকে একা পড়তে হবে। বলা বাহুল্য উভয়েই চরম দুর্দশার সম্মুখীন হবে। হয়ত নিনা ও বাচ্ছাদের সঙ্গে তার কোনো-দিন দেখাই হবে না।

তাই পরদিন যখন মেজর ও কর্ণেল ফিরে এসে টুওমিকে জিজ্ঞাসা করল তুমি আমাদের প্রস্তাব নিশ্চয় বিবেচনা করেছ, কি স্থির করলে ?

আমি আমার কর্তব্য পালন করতে চাই।

মেজর ও কর্ণেল দুজনেই সন্তুষ্ট। তারা বলল, এখন বাকি রইল ওপর মহলের সরকারী অনুমোদন তা যথাসময়ে এলেই তোমাকে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সাংকেতিক বার্তা মারফত জানিয়ে দেওয়া হবে। তুমি এখন বাড়ি যাও, পরিবারের সঙ্গে এই কয়েকটা সপ্তাহ কাটাও।

কারলো টুওমি কিরভে ফিরে গেল।

১৯৫৭ সালের ২৬ এপ্রিল তারিখে মসকো থেকে টুওমি একখানা টেলিগ্রাম পেল, পাঠক্রমটির জন্যে তোমাকে মনোনীত করা হয়েছে। এই সাংকেতিক বার্তা সে জানত।

টেলিগ্রাম পেয়ে টুওমি যেদিন মসকো পৌঁছল সেদিন স্মরনীয় "মে ডে"। কর্ণেল তার জন্যে রেল স্টেশনে অপেক্ষা করছিল। স্টেশন থেকে সোজা তাকে নিয়ে তুলল একটা বাড়িতে। লিফটে চেপে ওরা উঠল ছ'তলায়। কর্ণেল একটা ঘরের দরজা খুলল। ঝাঁটা রাখবার ছোট ঘর। এ ঘরে কি হবে?

আসলে ঘরের মধ্যে আছে লুকনো একটা সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়ে ওরা এল সাত তলায় একটা ফ্ল্যাটে। দারুণ ফ্ল্যাট। তাকে আগে হোটেলের যে ঘরে তোলা হয়েছিল, এই ফ্ল্যাটের ঘর সে ঘরের চেয়ে অনেক ভাল আরও দামী আসবাব কারপেট পর্দা দিয়ে সাজানো।

ভাল করে লক্ষ্য করে টুওমি দেখল। ঘরের প্রতিটি সামগ্রী মেড ইন অ্যামেরিকা, মায় ঘরের রেডিও, টি ভি, রুম হিটার, রেকর্ড প্লেয়ার, রেকর্ড, বই, পত্র পত্রিকা সব কিছু অ্যামেরিকান। যে সব ইংরেজ ও অ্যামেরিকান লেখক সোভিয়েট রাশিয়ায় জনপ্রিয় তাদেরও বই রয়েছে যেমন, ডিকেন্স, মার্ক টোয়েন, জ্যাক লণ্ডন, থিওডর ড্রেসার, ষ্টাইনবেক এবং হেমিংওয়ে। এছাড়া রয়েছে নিউ ইয়র্ক টাইমস, টাইম ও অন্যান্য নানারকম পত্রিকা।

একটা ঘরে একটা মুভি প্রজেক্টর এবং বেশ কিছু মার্কিন ফিল্মও রয়েছে। টুওমি অবাক। তাকে এখন থেকেই অ্যামেরিকান বানানো হবে।

জানালা দিয়ে মসকো নদী এবং ক্রেমলিন প্রাসাদের চুড়োগুলো দেখা যায়। রোদও প্রবেশ করে প্রচুর।

কর্ণেল বলল, শহরটা ঘুরে দেখ, অপেরা দেখ, ছুটি উপভোগ কর খাও-দাও মনের আনন্দে থাক কয়েকটা দিন, যত পার ঘুমোও কিন্তু রোজ কিছুক্ষণ একসারসাইজ কোরো, শরীরটা ঠিক থাকবে। আমরা ঠিক সময়ে ফিরে আসব, কোন চিন্তা নেই।

নিনা ও ছেলেমেয়েদের জন্যে একটু মন কেমন করলেও পাঁচটা দিন টুওমি দারুণ ফূর্তিতে কাটাল। ছ'দিনের মাথায় সকাল আটটায় টেলিফোন বেজে উঠল, আজ সকালে বাড়ি থেকে বেরিও না। কেউ যাচ্ছে তোমার কাছে।

ঘুম থেকে উঠে দাড়ি কামিয়ে স্নান সেরে ব্রেকফাস্ট খেয়ে টুওমি অপেক্ষা করতে লাগল। ঘণ্টা খানেক পরে দরজা একটু ফাঁক করে একজন জিজ্ঞাসা করল. হ্যালো কেউ বাড়ি আছেন। তারপর দরজা খুলে সে ঘরের ভেতরে এসে টুওমিকে দেখে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল আমার নাম অ্যালেকসি আইভানোভিচ, তোমার চিফ ইনস্ট্রাক্টর ও পরামর্শদাতা।

অ্যালেকসির পুরো নাম অ্যালেকসি আইভ্যানোভিচ গলকিন। সাধারণ চেহারা, তবে মাথার চুল কালো, ব্যাকব্রাশ করা, চোখে স্টেনলেস স্টীল ফ্রেমের চশমা। ইউনাইটেড নেশনশে চাকরির সূত্রে গলকিন আমেরিকায় পাঁচ বছর ছিল। আসলে সে ছিল কেজিবি এজেণ্ট। এই সুযোগে গলকিন অ্যামেরিকান জীবনধারা উত্তমরূপে আয়ত্ব করেছিল এমন কি তাদের আঞ্চলিক জীবনধারা লক্ষ্য করবার জন্যে সে প্রায়ই বাসা বদল করত। অ্যামেরিকা থেকে ফিরে মার্কিনগামী কেজিবি এজেণ্টদের সে ইনস্ট্রাক্টর নিযুক্ত হয়েছিল।

টুওমিকে সে বলল তোমাকে তিন বছর ধরে ট্রেনিং দেওয়া হবে এর মধ্যে তোমাকে পুরো মার্কিন বনে যেতে হবে। সবকিছু নিখুঁত হওয়া চাই এমন কি কথা বলার ঢং। টাই বাঁধার নট পর্যন্ত।

এক বছর আগে ঘরে ঢুকে অ্যামেরিকানরা যে ভাষায় মার্টিনি চাইত আজ সে ভাষায় চায় না যে ভাষায় চায় সে ভাষাটিও রাশিয়া থেকে শিখে অ্যামেরিকায় যেতে হবে। আমাদের স্টকে প্রচুর মার্কিন ফিলম আছে, কথোপকথনের অনেক ভয়েস টেপ করা আছে, এসব ত শেখাবই উপরন্তু গুপ্ত ফটোগ্রাফি, সাইফার কোড, সিক্রেট রাইটিং, রেডিও ট্রান্সমিটিং ও রিসিভিং, মাইক্রোডট ইত্যাদি

নানা বিষয় শিখতে হবে। সিক্রেট এজেণ্টের দৃষ্টিভঙ্গিতে মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন পড়তে হবে।

কিছু ড্রিংক করেন ?

হ্যাঁ, মার্কিন কায়দায় ড্রিংক করাও শিখতে হবে তারপর অ্যামেরিকান হিষ্টরি, জিওগ্রাফি রাজনীতি এসবও জানতে হবে। মনে রাখবে তুমি একজন অ্যামেরিকান সেইভাবে তোমাকে চলতে হবে কথা বলতে হবে, শুনতে হবে, সব কিছু মার্কিনী জানতে হবে।

একটা প্যাডে টুওমি কিছু নোট করছিল। গলকিন সেদিকে আড় চোখে চেয়ে বলল, ওসব কি লিখছ ? আরে না না, আমাদের শাস্ত্রে কিছু লেখা নিষেধ. সবকিছু মাথায় রাখতে হবে।

আমি দুঃখিত, এবার থেকে আর লিখব না।

হ্যাঁ মনে রেখ. আর শোনো, আমি একা তোমার ইনস্ট্রাক্টর নই. আরও কেউ কেউ আসবে এবং নানা বিষয় শেখবার জন্যে তোমাকে নানা জায়গায় যেতেও হবে। আরও একটা কথা, স্পষ্টভাবে কিছু বুঝে নেবার জন্যে তুমি আমাদের যতবার ইচ্ছে প্রশ্ন করবে। একটা বিষয় আমাকে বোধ হয় কম খাটতে হবে, ইংরেজি ভাষাটা তুমি ভাল জান, মার্কিন জীবন সম্বন্ধে তোমার কিছু ধারনাও আছে. ঐ দেশে জন্মেছ এবং বাল্যকালে কিছুদিন ছিলে।

গেলাসে চুমুক দিতে দিতে গলকিন বলল, তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা কি বল ত ?

টুওমি চুপ করে রইল।

গলকিন বলল, অ্যামেরিকায় পৌঁছবার পর তুমি হবে একজন অ্যামেরিকান নাগরিক। তুমি যে অন্য দেশ থেকে উড়ে গিয়ে জুড়ে বসেছ তা করলে ত হবে না, তোমাকে প্রমাণ করতে হবে তুমি একজন অ্যামেরিকান নাগরিক এদেশেই জন্মেছ, লেখাপড়া শিখেছ, চাকরি করছ, যদি কেউ প্রশ্ন করে তখন তা যথাযথ প্রমাণ করতে হবে অতএব তোমার জন্যে আসল একটি অ্যামেরিকান জীবন তৈরি করা হবে যার ভিত্তি আছে, প্রমাণ আছে কিন্তু সহজে প্রমাণ করা যাবে না।

বুঝেছি আমি যে অ্যামেরিকান সিটিজেন তার যেন আইডেনটিটি অর্থাৎ ত্রুটিহীন পরিচয় থাকে কিন্তু কমরেড অ্যামেরিকায় যেয়ে আমাকে কি করতে হবে ?

কমরেড ? এই মূহুর্ত থেকে কমরেড বলা অভ্যাস ত্যাগ কর। ভুলেও কাউকে আর কমরেড বলবে না বরঞ্চ 'বাডি' বলতে পার, ওদেশে তাই চলে, হ্যাঁ, অ্যামেরিকায় পৌঁছে তোমাকে একটা চাকরি খুঁজে নিতে হবে তারপর ধীরে ধীরে তোমাকে এমন সব অ্যামেরিকান খুঁজে বার করতে হবে যারা আমাদের হয়ে কাজ করবে। অবিশ্যি কিছু অ্যামেরিকান এজেন্ট আমাদের আছে, পরে হয়ত এই সকল এজেন্টের ভার তোমার ওপর দেওয়া হবে। তোমাকে সম্ভবতঃ নিউ ইয়র্ক সিটির বাইরে কাজ করতে হবে।

ঠিক আছে, আচ্ছা অ্যামেরিকা যাবার আগে আমি যতদিন দেশে থাকব তার মধ্যে আমাকে কি আমার ফ্যামিলির সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হবে ?

নিশ্চয়। মাঝে মাঝে তুমি কিরভ যাবে, বৌ ছেলেদের দেখে আসবে, হয়ত আমরাও তাদের মসকো নিয়ে আসব বেড়াবার জন্যে।

এরপর একে একে কয়েকজন ইনস্ট্রাক্টর এল, নানা বিষয় শিক্ষা দিতে হবে ত! এদের মধ্যে একজন ছিল মহিলা, ফেনা সোলাসকো। টুওমিকে মহিলা শেখাত এটিকেট এবং সেক্স। বেশ কঠোরভাবেই টুওমির ট্রেনিং চলল।

টুওমি শিখল 'সেন্টার' মানে মসকো কেজিবি হেডকোয়ার্টার, 'সুইম' মানে ভ্রমণ, গ্রেফতার অর্থে লিখতে হবে 'ইলনেস', 'ওয়েট অ্যাফেয়ার' মানে হত্যা, 'লেজেণ্ড' হল মূল কাহিনী, 'শু' মানে জাল পাসপোর্ট, 'কবলার' হল যে পাসপোর্ট জাল করতে পারে, 'মিউজিক বক্স', হল রেডিও প্রেরক যন্ত্র এবং রাশিয়ার অন্য কোনো গুপ্তচর সংস্থা হল 'নেবর'।

টুওমি উত্তমরূপে শিখল মাইক্রোডট বা মাইক্রোফটোগ্রাফি যার দ্বারা পোস্টকার্ড ভর্তি লেখা সামান্য একটি বিন্দু চিহ্নতে কমিয়ে আনা

যায়। সেই বিন্দুটি কোনো নির্দোষ মুদ্রিত কাগজে বসিয়ে দেওয়া যায়। সেই মুদ্রিত কাগজের প্রাপকের কাছে এমন যন্ত্র থাকে যার সাহায্যে সেই বিন্দুর পাঠোদ্ধার করা যায়।

অদৃশ্য কালি দিয়ে কি করে লেখা যায় ও তা পড়া যায়, সে কৌশলও সে শিখল, কোনো সংবাদ সাংকেতিক ভাষায় পরিণত বা সংকেতিক ভাষায় প্রেরিত বার্তার পাঠোদ্ধার, বেতার মারফত সংবাদ প্রেরণ ইত্যাদি অনেক কিছু সে শিখল।

কোনো ব্যক্তি অনুসরণ করছে কি না তা কি করে জানা যাবে এবং অনুসরণকারীকে কি করে এড়ানো যায়, এসবও তাকে শেখানো হল। স্পাই অভিধানে ব্যবহৃত নানারকম শব্দ যথা 'কাট' 'ড্রপ' ইত্যাদিও সে শিখল।

টুওমি যে একজন মার্কিন নাগরিক এটা প্রমাণ করবার প্রয়োজন হলে যে কাল্পনিক কাহিনী তৈরি করা হয়েছিল সেটি টুওমিকে পাখি পড়ার মতো মুখস্ত করানো হল এবং কাহিনীটি টুওমি আয়ত্ব করেছে কি না সে জন্যে হঠাৎ হঠাতই তাকে প্রশ্ন করা হত।

কাহিনীটি হল এইরকম : টুওমি জন্মেছিল মিচিগানে তারপর ওরা বিভিন্ন শহরে বাস করেছিল। সে বাল্যকালের কথা, টুওমির সব মনে নেই। ১৯৩২ সালে তার বোন মারা যাবার পর তার বি-পিতা (Step father) নিরুদ্দেশ হয়, তাকে আর দেখা যায় নি। পরের বছর সে আর তার মা মিনেসোটায় চলে আসে। এখানে তার দিদিমার একটা ফার্ম ছিল। কিছু সবজি চাষ ছিল। গরু ছিল। দুধ থেকে মাখন ও চিজ তৈরি হত। হাঁস মুরগি ও শূকরও ছিল। ডিম, মাংস, মাখন ও চিজ এবং সবজি বিক্রি করে দিদিমার দিন চলত। টুওমি ও তার মা এল দিদিমাকে সাহায্য করতে। বছর পাঁচ পরে টুওমি উত্তর মিচিগানে বেড়াতে গিয়েছিল। এখানে তার বাল্যসখি হেলেন ম্যাটসনের সঙ্গে দেখা হয়। হেলেনকে টুওমি বিয়ে করে।

এদিকে কায়মের অবস্থা খারাপ হতে থাকে। ১৯৪১ সালে চাকরির চেষ্টায় টুওমি নিউ-ইয়র্কে যায়। ব্রংক্স অঞ্চলে ডেকাটুর

অ্যাভিনিউতে একটা ফ্ল্যাট বাড়িতে সে থাকত। বাড়িটা পরে ভেঙে ফেলা হয়েছিল। এই সময়ে অ্যামেরিকা যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। সৈন্যদলে যোগ দেবার জন্যে টুওমিরও ডাক পড়ে কিন্তু স্ত্রী; মা ও বৃদ্ধা দিদিমার একমাত্র প্রতিপালক বলে তাকে বাদ দেওয়া হয়।

নিউ ইয়র্কে কাজ না পাওয়ায় সে চলে যায় ক্যানাডায়। ভ্যাংকুভারের ফ্রেজার নদীর ধারে জঙ্গলে সে গাছ কাটা, কাঠ চেরাই ইত্যাদির একটা চাকরিতে ভর্তি হয়। পরে তাকে ভ্যাংকুভারে লাম্বার ইয়ার্ডে বদলি করা হয়। চেরাই করা কাঠ এখানে পোক্ত করে চালান দেওয়া হত। এসব কাজও সে শিখে নেয়। ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত টুওমি এই চাকরি করেছিল তারপর সে চলে যায় মিলঅকি শহরে। প্রথমে সে একটা মেসিন শপে চাকরি করত তারপর চাকরি পায় জেনারেল ইলেকট্রিক কম্পানির শিপিং ডিপার্টমেণ্টে। এরপর সে নিজে ব্যবসা আরম্ভ করে, ফারনিচারের একটা দোকান করেছিল।

এসময় সে মানসিক অশান্তি ভোগ করছিল। স্ত্রী হেলেনের চরিত্রে তার সন্দেহ হচ্ছিল। ১৯৫৬ সালে হেলেন কোথায় উধাও হয়, তা সে জানে না। মনে সে দারুণ আঘাত পায় ব্যবসায় মন দিতে পারছিল না। ১৯৫৭ সালে ব্যবসা উঠেই গেল।

আবার সে নিউ ইয়র্কে ফিরে এল, ইচ্ছা বুককিপিং শিখে নতুন করে আরম্ভ করবে। তার শেষ চাকরি ব্রংক্স অঞ্চলে এক কাঠ ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠানে। বর্তমানে সে একটা বাসা খুঁজে বেড়াচ্ছে কারণ যে বাড়িতে আছে নতুন রাস্তা তৈরির জন্যে বাড়িটা ভাঙা হচ্ছে।

জন্মের সময় তার নাম দেওয়া হয়েছিল কারলো আর টুওমি। এই নামই আগাগোড়া ব্যবহৃত হবে।

বাস্তবে একজন হেলেন ম্যাটসন মিচিগানের এক শহরে বাস করত। ১৯৩৮ সালে তার বিয়েও হয়েছিল তারপর কিছুদিন পরে সে বেপাত্তা হয়ে যায়। বর্ণনা মতো দিদিমা এখন মৃত। ব্রংক্সের যে ফ্ল্যাট বাড়িতে টুওমি বাস করত বলা হয়েছে সে বাড়ি ভেঙে ফেলা হয়েছে, বাসিন্দারা ছড়িয়ে পড়েছে। ভ্যাংকুভার লাম্বার ইয়ার্ডের মালিক

বদলে গেছে, বর্তমান মালিক জানে না। অতীতে আগে কারা চাকরি করত। মিলঅকি মেসিন শপের মালিকও মারা গেছে। জিই সিপিং ডিপার্টমেন্টে যারা চাকরি করত সকলেই ছিল অস্থায়ী এবং বহু লোক কাজ করত, অন্যজনের নাম মনে রাখা সম্ভব নয়, হয়েও ত গেল অনেক দিন।

এই কাহিনী তার মাথায় উত্তমরূপে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। বার বার জেরা করা হল যাতে টুওমি কোনো বেফাঁস উত্তর না দেয় এবং কি ভাবে উত্তর দেওয়া হবে তাও শেখানো হল। প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে ইসকুলের ছাত্রের মত যেন উত্তর না দেয়।

অ্যামেরিকান ট্যুরিস্ট সাজিয়ে টুওমিকে দু'মাসের জন্য ইউরোপ ভ্রমনে পাঠান হল। ভ্রমনের সময় তার বর্ণচোরা রূপ কোথাও ধরা পড়েনি। এই ভ্রমণ টুওমি খুব উপভোগ করেছিল।

দু'মাস পরে মস্কো ফেরবার পর গলকিন বলল, তোমাকে বোধ হয় নির্ধারিত সময়ের আগেই অ্যামেরিকা যেতে হবে। আন্তর্জাতিক অবস্থা ঘোরালো, কিউবাকে উপলক্ষ্য করে রাশিয়ার সঙ্গে অ্যামেরিকার যুদ্ধ না বেধে যায়।

ইতিমধ্যে টুওমির ফ্যামিলিকে উত্তম বাসস্থান দেওয়া হয়েছে। সেখানে সবরকম আধুনিক স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা আছে। নিনাকে মাসোহারা দেবারও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এর আগে টুওমি তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে ব্ল্যাক সি তীরে এক মাস বেড়িয়ে এল। সকলেই বেশ আনন্দে আছে। টুওমি অ্যামেরিকা যাবার জন্য মনে মনে প্রস্তুত। ডাক পড়লেই চলে যাবে, জানে না আর ফিরবে কি না। ছেলে মেয়ে ও স্ত্রীকে আবার দেখতে পাবে কি না। সে ত জানে কেজিবি যাদের বিদেশে পাঠিয়েছে তারা অনেকেই ফিরে আসে নি।

একদিন একজন অফিসার এসে টুওমিকে ডাকল, আমার সঙ্গে চল। অফিসার ওকে নিয়ে গেল এক ড্রেস মেকারের দোকানে, অ্যামেরিকান এমব্যাসি থেকে অল্পদূরে।

দোকানে ঢুকে টুওমি লক্ষ্য করল এ দোকানে যত পোশাক রয়েছে সবই অ্যামেরিকার তৈরী। দোকানে অ্যামেরিকান জুতো, টাই ও ট্রাভেলিং ব্যাগও বিক্রি হচ্ছে। টুওমির জন্য তিনটে স্যুট ও দু'টো সোয়েটার, তিন জোড়া জুতো, কয়েক সেট টাই, রুমাল ও ট্রাভেলিং ব্যাগ কেনা হল।

বাড়ি ফেরার পর ফেনা নামে সেই মহিলা বলল তিনটে স্যুটই তুমি এখানেই পরবে। যখন অ্যামেরিকায় পেঁাছবে তখন যেন কেউ ধরতে না পারে যে এগুলো সদ্য কেনা।

টুওমিকে আরও কিছু ট্রেনিং দেওয়া হল, যা শিখেছে তার আরও কয়েকবার পরীক্ষা দিতে হল। তার ফ্যামিলি কিরভে ফিরে গিয়েছিল। তাদের জন্যে এখন ভাল ব্যবস্থাই করা হয়েছে। গলকিন একদিন এসে বলল তোমাকে দু'দিন ছুটী দেওয়া হয়েছে, শেষ বারের মত তোমার ফ্যামিলির সঙ্গে দেখা করে এস ?

শেষ বারের মতো ?

কে বলতে পারে ? প্রথমে তুমি থাকবে নিউ ইয়র্কে। সেখানে গুছিয়ে বসে আমাদের খবর পাঠাবে, নিউ ইয়র্ক বন্দর দিয়ে কি পরিমান মিশাইল, যুদ্ধাস্ত্র এবং সৈন্য চালান যাচ্ছে। এছাড়া তুমি মার্কিনদের স্পাই করবার চেষ্টা করবে। অনেক রাশিয়ান অ্যামেরিকান বনে গেলেও মূল পিতৃভূমি রাশিয়ার প্রতি এখনও নাড়ীর টান আছে। অনেক মার্কিনের মার্কসীয় নীতির প্রতি সহানুভূতি আছে, এদের দলে টানবার চেষ্টা করবে। নিউ ইয়র্ক থেকে তোমাকে পরে পাঠান হবে ওয়াশিংটনে। সেখানে যেসব কেজিবি এজেন্ট আছে তাদের তদারক করবে। ইতিমধ্যে আমি তোমার প্যাসেজের ব্যবস্থা করে রাখবো।

কিরভে পোঁছে টুওমির ভালই লাগল। সে দেখল তার ফ্যামিলি বেশ আরামেই আছে। সে নিশ্চিন্ত হল যে সে যখন বিদেশে থাকবে ওরা সুখে থাকবে।

মস্কো ফেরবার আগের দিন বিকেলে সে তার ছেলে ভিকটরকে নিয়ে বেড়াতে বেরলো। বেড়াতে বেড়াতে বলল :

ভিকটর আমি দেশের একটা বড় কাজের ভার নিয়ে বিদেশে যাচ্ছি, আমি হয়তো আর ফিরব না। তুমি এখন থেকে নিজেকে শক্ত কর, নিজেকে তৈরী কর। আমি যদি সত্যিই না ফিরি তাহলে তোমাকেই তোমার মা ও বোনদের দেখতে হবে। তবে আমি তোমা-দের মাঝে মাঝে চিঠি দোব, তোমরাও চিঠি দেবে, ঠিকানা তোমার মায়ের কাছে আছে।

পরদিন ভোরেই টুওমি সকলের কাছে বিদায় নিয়ে মস্কোর ট্রেনে উঠল। নিনা ও তুই মেয়ের চোখে জল এসে গিয়েছিল। ছেলে ভিক্টর কিন্তু মন খারাপ করে নি।

মস্কো ফিরে শুনল তার যাত্রার দিন-ক্ষন ঠিক। শেষ বারের মতো আরও কিছু নির্দ্দেশ এবং তাকে আশ্বাস দেওয়া হল যে পরিবারের জন্য তাকে কোন চিন্তা করতে হবে না, তাদের দেখাশোনা করার জন্য লোক মোতায়েন করা হয়েছে।

কারলো টুওমিকে বিদায় জানাবার জন্যে মস্কো এয়ারপোর্টে সেদিন সন্ধ্যায় কেউ হাজির ছিল না, তবে কেজিবি-এর লোকেরা অলক্ষ্যে নজর রাখছিল।

তার সঙ্গে আছে জাল পাসপোর্ট, ১৫০ টা মার্কিন ডলার। তাছাড়া তার লাগেজের মধ্যে লুকানো আছে আরও কয়েকটা জাল পাসপোর্ট। কারলো টুওমি যে একটা মেসিন শপে জেনারেল ইলেক-ট্রিকের শিপিং ডিপার্টমেণ্টে এবং লাম্বার ইয়ার্ডে কাজ করেছিল তার প্রমান স্বরূপ কিছু কাগজ পত্র, অদৃশ্য লেখার সরঞ্জাম এবং একখানা সাইফার প্যাডও তার ব্যাগ ও শেভিং সেটের মধ্যে লুকানো আছে।

সে এখন অ্যামেরিকান ট্যুরিষ্ট। তার জাল পাসপোর্ট ও ভিসা তাই বলে। এইগুলি দেখিয়েই সে প্লেনে উঠল। প্লেনও উঠল আকাশে। মসকো শহরের আলো দেখা যাচ্ছে। টুওমির মন ভারাক্রান্ত, এই বোধ হয় শেষবারের মতো সে মসকোর আলো দেখছে।

'অ্যামেরিকান ট্যুরিষ্ট' কারলো টুওমি মসকো থেকে এল বারলিন, বারলিন পেড়িয়ে ব্রুসেলস এবং তারপর প্যারিস। প্যারিসে এক

সপ্তাহ কাটিয়ে টুওমি ক্যানাডার রাজধানী মন্ট্রিলে ল্যাণ্ড করল ১৯৫৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর তারিখে। এখানে তার পরিচয় ফিনল্যাণ্ডীয় অ্যামেরিকান অর্থাৎ একদা তাদের দেশ ছিল ফিনল্যাণ্ডে পরে অ্যামেরিকায় বসবাস করে অ্যামেরিকান হয়ে গেছে।

কাস্টমস চেকিং পার হয়ে এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে এসে বাথরুমে ঢুকল। সেখানে তার প্রথম পাসপোর্টখানা নষ্ট করে টয়লেটে ফ্লাশ করে দিল। এখন তার নাম রবার্ট বি হোয়াইট, ব্যবসায়ী, চিকাগো থেকে আসছেন। না, কেউ তাকে অনুসরণ করছে না. সে নিশ্চিত।

নিশ্চিত? কেজিবি খুব সতর্ক. সবদিক উত্তমরূপে আটঘাট বেঁধে কাজ করে ঠিকই কিন্তু সি আইএ-ও কম যায় না। সে পরিচয় পরে জানা যাবে। এই কাহিনীর শেষে।

মন্ট্রিল থেকে চিকাগোর জন্যে পুলম্যান সারভিসে ৩০ ডিসেম্বরের জন্যে অগ্রিম বার্থ রিজার্ভ করে রাখল তারপর ট্রান্সকন্টিনেন্টাল ট্রেনে চেপে ভ্যাংকুভার যাত্রা করল, পৌঁছল ক্রীসমাসের আগের দিন। যে লাম্বার ইয়ার্ডে কাজ করত, সেই জায়গাটা একবার দেখে এল।

ভ্যাংকুভারে দু'দিন কাটিয়ে মন্ট্রিলে ফিরে এল। বার্থ রিজার্ভ করা ছিল। ৩০ ডিসেম্বর চিকাগো-গামী নাইট ট্রেনে উঠল। ট্রেনে উঠল শেষ মুহূর্তে, ট্রেন যখন চলতে আরম্ভ করেছে। নিজের বার্থে উঠে পর্দা টেনে দিল তারপর শুয়ে তার 'অ্যামেরিকান জীবন' মনে মনে আওড়াতে লাগল।

বর্ডার পার হয়ে মিচিগানে পোর্ট হুরনে ট্রেন থামল। বাইরে তখন তুষারপাত হচ্ছে। ট্রেন এখন ইউনাইটেড স্টেটসের ভেতরে। এখানে কাস্টমস চেকিং হবে। একজন ইনস্পেক্টর টুওমির পাসপোর্ট ইত্যাদি দেখে জিজ্ঞাসা করল ক্যানাডায় কিছু কিনেছ বা ইউ-এস-এতে ডেলিভারি দেবার জন্য কোনো জিনিসের অর্ডার দিয়েছ?

ক্যানাডায় একটা শার্ট কিনেছি।

ঠিক আছে, রাত্রে তোমাকে ঘুম থেকে তোলার জন্য দুঃখিত, হ্যাভ এ গুড ট্রিপ হোম।

ট্রওমি তাহলে সত্যিই এখন ইউনাইটেড স্টেটসের ভেতরে? এবং এত সহজে সে এক দেশে প্রবেশ করল! ওমা? এ আবার কে? হাতে আবার বুরবনের একটা পাইন্ট বোতল, কি বলছে? হাউ-অ্যাবাউট এ ড্রিংক বাডি? কি হে ইয়াড় একত্রে একটু মদ্যপান করলে কেমন হয়? না, না, এখন মদ্যপান নয়, আমাকে ঘুমোতে দাও।

বেশ বাবা তুমি ঘুমোও, জন্ম জন্ম ঘুমোও, আমি না হয় একাই বোতলটা শেষ করি।

তাই কর আমাকে আর জ্বালিও না।

বেশ করে কম্বল ঢাকা দিয়ে ট্রওমি পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল।

চিকাগো থেকে তেসরা জানুয়ারি ট্রওমি নিউ ইয়র্কে এল, এখানে উঠল জর্জ ওয়াশিংটন হোটেলে, খাতায় নাম লিখল কাবলো আর ট্রওমি।

রাত্রে খুব ঘুমলো। সকালে উঠে ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরোল। ব্রংক্স এলাকায় যে ফ্ল্যাটবাড়িতে সে 'বাস করত' বলা হয়েছে সেই ঠিকানায় গিয়ে দেখল বাড়ি ভেঙে মাঠ করা হয়েছে! রাস্তা তৈরি হচ্ছে।

সেন্টার বলে দিয়েছিল সে যেন চিঠিপত্তর সব কিছু টাইপ করে পাঠায়। হোটেলে ফেরবার পথে একটা টাইপ রাইটার কিনে নিজের ঘরে বসে টাইপ করা প্র্যাকটিস করতে লাগলো।

কেজিবি এজেন্ট হয়ে যে কাজটা তার প্রথমেই করা উচিৎ ছিল সেটা করলো না। ঘরে কোনো আড়ি পাতা যন্ত্র বসানো আছে কিনা তা দেখল না। গলকিনও বলে দেয় নি।

মস্কোতে সেন্টারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার জন্য নিউ ইয়র্ক শহরে তাকে চারটে 'ড্রপ' ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল। 'ড্রপ' হল স্পাই জগতের সাংকেতিক ভাষা। কতকগুলি জায়গা ঠিক করা হয়

যেখানে স্পাই তার বার্ত্তা রেখে দেয়। অপর পক্ষ সেই স্থান থেকে বার্তা সংগ্রহ করে, এবং তার কোনো বার্ত্তা থাকলে সেই স্থানে রেখে যায়। বলা বাহুল্য এই 'ড্রপ' পথ চলতি সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে পড়ে না।

প্রথম 'ড্রপ' ছিল নিউ ইয়র্কের কুইনস্ অঞ্চলে একটি রেলওয়ে ব্রিজের নীচে। দ্বিতীয়টিও কুইনস্ অঞ্চলে সেণ্ট মাইকেলস কবরখানার উত্তর পশ্চিমে একটি ল্যাম্পপোষ্ট। তৃতীয়টি ছিল ব্রংক্স অঞ্চলে একটি সাবওয়ে ব্রিজের নিচে এবং চতুর্থটি ছিল ইয়ঙ্কার্স অঞ্চলে ম্যাকলিন এবং ভ্যান কোর্টল্যাণ্ড অ্যাভিনিউয়ের কাছে।

নিউ ইয়র্কে ইউনাইটেড নেশনস-এ যে সোভিয়েট প্রতিনিধি দল থাকে তাদের মারফত সাংকেতিক ভাষায় সে তার পৌছন খবর জানিয়ে লিখল যে ব্রংক্স ড্রপে ১০ জানুয়ারি সে একটি বার্ত্তা রেখে দেবে। এই বার্ত্তা মারফত সে সেণ্টারকে জানিয়ে দিল ২৬ জানুয়ারি তারিখে সে দু'মাসের জন্যে ট্যুরে যাবে। মিনেসোটা এবং উইসকনসিন ঘুরে আসবে কারণ তার জীবন কাহিনীতে এই দুই রাজ্যের কতকগুলি স্থানের উল্লেখ আছে। সেগুলি দেখা দরকার।

উত্তরের আসায় ১৭ জানুয়ারি সে প্রথম ড্রপে গেল। যথাস্থানে সে তার বার্তার উত্তর পেল। ব্রিজের লোহার গার্ডারের গায়ে বল্টুর মতো একটি ফাঁপা ছোট কৌটো লাগানো ছিল। কৌটোটি চুম্বক তাই লোহার গার্ডারে আটকে ছিল, দেখে মনে হবে বুঝি ওটি গার্ডারের গায়ে বসানো অনেক বল্টুর মধ্যে আর একটি বল্টু।

হোটেলে ফিরে গিয়ে বার্তাটি বার করে সে পড়ল। তার ট্যুর অনুমোদন করা হয়েছে। বাড়ির খবর ভাল। বার্তাটি পাঠিয়েছে "চিক"।

২৬ জানুয়ারি টুওমি তার ট্যুর আরম্ভ করল। ঘুরতে বেশ ভালই লাগছিল। বিনা বাধায় ঘুরতে ঘুরতে তার একটা আত্মবিশ্বাস জন্মাচ্ছিল। সে যে কাজের ভার নিয়ে এসেছে তাতে সে নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবেই।

মিলঅকি শহরে একটা বোর্ডিং হাউসে ঘর নিল। এখানে আটটা স্থান তাকে দেখতে হবে, এই শহরে ত 'কাজ করেছিল'! শহরটা বেশ সুন্দর. তার ভালই লাগছিল।

তারিখটা ৯ মার্চ। রাঁধুনি ব্রেকফাস্ট দিল। বেশ ভাল ব্রেকফাস্ট। খুশি হয়ে সে রাঁধুনির কয়েকটা ছবি তুলে বলল আমি এখুনি বেরোব, দোকানে তোমার ছবি ছাপিয়ে দেবার জন্যে দিয়ে আসব।

ব্রেকফাস্ট সেরে কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে সে বেরোল। বোর্ডিং হাউস থেকে বেরিয়ে বোধহয় দশ গজ গেছে এমন সময় পাশ থেকে একজন তাকে বলল।

মিঃ টুওমি তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।

মিঃ টুওমি? কে তাকে ডাকে? তার নাম জানল কি করে?

সভয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে দেখল ছ'জন হৃষ্ট পুষ্ট ছোকরা। এরা ত এফ বি আই? এদের ছবি ত সে মসকোতে দেখেছে এরা এই ধরনের পোশাক পরে, এইরকম টুপি মাথায় দেয়। দু'জনের মধ্যে একজনকে সে চিনতে পারল। মন্ট্রিল চিকাগো নাইট ট্রেনে এই যুবক তাকে মদ খাওয়াতে চেয়েছিল। টুওমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেল, মুখের রক্ত অদৃশ্য, বুক ঢিব ঢিব করতে লাগল। সর্বনাশ! এরা তাহলে বর্ডারের ওপার থেকেই ওকে অনুসরণ করছে। সে কি ধরা পড়ে গেল নাকি? কোথায় তার ত্রুটি হল? সে ত কোনো ভুল করে নি, সেণ্টার যেমন নির্দেশ দিয়েছিল তার প্রতিটি সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। তবুও সে যে সহসা এমন একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হবে তা সে আশা করে নি, এমন একটি মুহূর্তের জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না। সেণ্টারও কিছু শিখিয়ে দেয় নি।

যাই হক সে তার মূল কাহিনী আঁকড়ে থাকবে। সে জিজ্ঞাসা করল ঃ

তোমরা কে?

আমরা কে তা তুমি বোধ হয় বুঝতে পেরেছ মিঃ টুওমি!

কোথাও একটা ভুল করেছ।

হতে পারে, তবে আমরা এখন তোমাকে জেলখানায় নিয়ে যাব? নাকি তুমি আমাদের সঙ্গে কথা বলে জানবে ভুলটা কোথায়?

আমাকে জেলে কেন নিয়ে যাবে? ভুল তোমরাই করেছ, আমার যথেষ্ট কৈফিয়ৎ আছে।

বেশ তাহলে আমাদের সঙ্গে চল, গাড়িতে ওঠ।

টুওমি গাড়িতে উঠল। গাড়ি চলল শহরের বাইরে। গাড়িতে আরও দু'জন লোক ছিল। প্রথমে টুওমির সঙ্গে যে কথা বলেছিল সে বলল।

আমার নাম ডন, আর এ হল জিন, গাড়ি চালাচ্ছে তোমার বাঁ দিকে বসে আছে স্টিভ আর ডান দিকে বসে আছে জ্যাক। ডনের চেহারা বেশ ভাল, ভদ্র ও শান্ত বলে মনে হয়। সেই বোধহয় এদের মধ্যে সিনিয়র। বাকি তিনজনের চেহারা প্রায় একই রকম তবে কেউ কুৎসিত নয়।

ঘণ্টাখানেক গাড়ি চলবার পর একটু সরু রাস্তায় ঢুকল। গাড়ি থামল বাংলো প্যাটার্নের একটা বাড়ির সামনে। একজন যুবক দরজা খুলে দিল। তাকে একটা বড় ঘরে নিয়ে যাওয়া হল।

টুওমিকে ডন আদেশ করল। উলঙ্গ হও।

কেন?

আমরা দেখতে চাই তোমার শরীরে হত্যা বা আত্মহত্যার কোনো সামগ্রী লুকনো আছে কিনা।

ফেনা সোলাসকোর কথা টুওমির মনে পড়ল। সেও প্রথম দিন টুওমিকে উলঙ্গ হতে বলেছিল এবং মাঝে মাঝে দীর্ঘ সময়ের জন্যে উলঙ্গ করে রাখত। টুওমি কারণ জিজ্ঞাসা করলে ফেনা বলত অভ্যাস করে রাখত কাজে লাগবে। আজ কাজে লাগল।

স্টিভ হাতে রবারের গ্লাভস পরে টুওমির দেহ পরীক্ষা করল। তার পোশাক ও পকেটে ও সঙ্গে ব্রিফকেসে প্রাপ্ত কাগজপত্র পরীক্ষা করা

হল। পাশের ঘরে কেউ বেতার টেলিফোনে কারও সঙ্গে কথা বলছে কি কথা তা বোঝা যাচ্ছে না। ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছিল। বাইরে শীত থাকলেও টুওমির বিশেষ কষ্ট হয় নি।

সব রকম পরীক্ষা শেষ হল। টুওমি পোশাক পরে সোফায় বসল। আর সকলেও বসল। ইতিমধ্যে লাঞ্চের সময় হয়ে গিয়েছিল। কোথাও থেকে লাঞ্চ ও ড্রিংক এসে গেল। মন্দ নয়।

লাঞ্চের পর ডন বলল, এবার গল্প বলা যাক। টুওমি তোমার পরিচয়টা সঠিকভাবে জেনে নেওয়া যাক।

এই সেরেছে! টুওমি ভাবে, কিন্তু সে, তাকে সেখানো জীবন-কাহিনীই আঁকড়ে থাকবে এ ছাড়া তার বলবার আর কিছু নেই। একজন প্রশ্ন করল মিলঅকিতে তুমি কি করছিলে?

চাকরী খুঁজছিলুম।

মিলঅকিতে তুমি কাকে চেন?

বিশেষ কাউকে নয়। এখানে একদা আমি একটা মেসিন শপে কাজ করতুম তারপর জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানীর শিপিং ডিপার্টমেণ্টে কাজ করেছি, এরপর কি করলুম! হ্যাঁ, ফারনিচারের একটা দোকান করেছিলুম। ১৯৫৬ সালেই বোধ হয়, আমার বৌ আমাকে ছেড়ে চলে যায়, ফলে আমি খুব আঘাত পাই তারপর আমি নিউ ইয়র্কে চলে যাই। এখানে এসে দেখছি আমার বন্ধুরা মিলঅকি ছেড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে।

নিউইয়র্কেই তো কাজ পাবার সম্ভাবনা বেশী তা এখানে এলে কেন?

নিউ ইয়র্ক আমার ভাল লাগছিল না, খোলামেলা জায়গাতেই আমি মানুষ হয়েছি তাই মিলঅকি আমার পছন্দ।

নিউ ইয়র্কে কোথায় থাকতে?

ব্রংক্সে ৪৭৩৮ নম্বর ডেকাটুর অ্যাভিনিউয়ে একটা ফ্লাট বাড়িতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ছিলুম। বাড়িটা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে, এখানে আসবার আগে আমি জর্জ ওয়াশিংটন হোটেলে ছিলুম।

বেশ মজা, মিলঅকিতে তোমায় কেউ চেনেনা। নিউ ইয়র্কে যে বাড়িতে থাকতে সে বাড়ি ভেঙ্গে ফেলা হল। এখন খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে জর্জ ওয়াশিংটন হোটেলে কতদিন আছ? এর মধ্যে আবার কানাডা গিয়েছিলে? আচ্ছা বেশ নিউ ইয়র্কে কোথায় কাজ করতে?

টুওমি মনে মনে প্রমাদ গনল। বেশ বুঝল সে ধরা পড়ে গেছে। ক্যানাডার বিষয় কোনো কৈফিয়ত দিতে পারবে না আর জর্জ ওয়া-শিংটন হোটেলে খোঁজ করলে? তবে সে ত ডিসেম্বর মাস থেকেই ওখানে আছে। জিজ্ঞাসা করলে তখন দেখা যাবে। আপাততঃ সে উত্তর দিল।

ব্রংক্সে একটা কাঠগোলায়।

তোমার কি গাড়ী আছে? ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে?

না।

কাঠ গোলায় যেতে কি করে?

বাসে করে।

কত নম্বর রুট? ভাড়া কত?

এমন প্রশ্ন যে উঠতে পারে তা সেও ভাবে নি সেণ্টারও ভাবে নি। সত্যিই ত! এটা তার জানা উচিৎ ছিল। আমতা আমতা করে বলল, আমি ঠিক মনে করতে পারছি না।

জ্যাক বলল. বাঃ বেশ মজা ত, দিনের পর দিন বাসে চেপে যাওয়া আশা করছ তার রুট নম্বর, ভাড়া কিছুই জান না?

ডন তা' অস্বোয়াস্তি বুঝতে পেরে বলল, ঠিক আছে, নিউ ইয়র্ক এখন থাক, টুওমি তোমার বাল্যকাল ও তার পরবর্তী জীবনের বিষয় কিছু বল।

বিশ্বাসযোগ্যভাবেই সে তার কাহিনী বলতে লাগল এবং ভাবতে লাগল বোধহয় ওদের চোখে ধুলো দিতে পারবে। ঘরের সকলে টুওমির কথা শুনলো কিন্তু কোনো মন্তব্য করল না।

বিকেলে চায়ের পর একজন বলল, কারলো তুমি যা বলেছ আমরা সে গুলি যাচিয়ে দেখেছি, মিলঅকিতে জেনারেল ইলেকট্রিক

কোম্পানিতে এবং ব্রংক্স ফ্লাট বাড়ির শেষ দু'জন ম্যানেজারের সঙ্গেও কথা হয়েছে। কেউ তোমার অস্তিত্ব স্বীকার করেনি, কোথাও তোমার কোন রেকর্ড নাই।

কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে টুওমি বলল, তোমরা বোধ হয় ঠিক লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পার নি।

ডন বলল, কারলো তুমি সত্যি কথা বলছ না, আচ্ছা ফটোটা দেখ ত? লোকটা কে?

আরে এত আমার স্টেপ ফাদার।

আর এরা কে?

আমার মা, বোন, স্টেপফাদার আর আমি।

মনে করে বলত ছবিখানা কবে তোলা হয়েছিল?

না, ছবিখানা আমি আগে দেখি নি।

নাই বা দেখলে কবে ছবি তোলা হয়েছিল মনে করতে পারছো না? আমি বলছি, ১৯৩২ সালে, যখন তোমরা অ্যামেরিকা ছেড়ে সোভিয়েট ইউনিয়নে চলে গিয়েছিলে, তাই না?

টুওমি নির্বাক! তার মুখের দিকে চেয়ে সকলে মিটি মিটি হাসছে।

ডন বলল, আপাততঃ প্রশ্নোত্তর থাক, কিছু ড্রিংক করা যাক।

টুওমিকে নানা রকম প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করলেও লোকগুলো কিন্তু রুক্ষ বা অভদ্র নয়। বরঞ্চ এক বন্ধু যেমন ভাবে অপর বন্ধুকে ক্ষেপায়, এরাও সেই ভাবে টুওমির সঙ্গেই ব্যবহার করেছিল.

সন্ধ্যার সময় ফায়ার প্লেসের সামনে বসে এরা নানা বিষয় গল্পগুজব আরম্ভ করল। গল্পগুজব করতে করতেই স্টিভ যেন কথাচ্ছলে জিজ্ঞাসা করল:

আচ্ছা কারলো তুমি জর্জ ওয়াশিংটন হোটেলে তোমার ঘরে বসে খট খট করে হরদম কি টাইপ করতে?

টুওমি আবার অবাক। এরা সব খবর রাখে। এদেশে পা দিতে না দিতেই এরা পেছনে লেগেছে। কোথা থেকে পুরনো ফটো খুঁজে বার করেছে। ছবি কোথা থেকে পেল? ওরা কি আগেই

জানত যে কারলো টুওমি নামে একজন কেজিবি এজেন্ট অ্যামেরিকায় আসছে? তখন থেকেই ওরা ওর ব্যাকগ্রাউণ্ড খুঁজে রেখেছে। ও ভাবত কেজিবি-এর তুল্য আর কোনো সিক্রেট সারভিস পৃথিবীতে নেই, এখন ত দেখছে বাবারও বাবা আছে।

আপাততঃ সে বলল, টাইপ করা শিখছি, নতুন মেসিন কিনেছি, কিছুক্ষন পরে আবার প্রশ্ন আরম্ভ হল। প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে টুওমি বলল, বেশ বাবা আমি সত্যি কথা বলছি।

বল—

আমি ভেবে দেখলুম সত্যি কথা বলে ফেলাই ভাল, এটা ঠিক যে আমার স্টেপ-ফাদার ১৯৩৩ সালে আমাদের অ্যামেরিকার বাইরে নিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু আমরা সোভিয়েট ইউনিয়নে যাই নি গিয়েছিলুম ফিনল্যাণ্ড তবে আমি সব সময়ে চেষ্টা করতুম অ্যামেরিকায় ফিরে যেতে। এইতো গত বছর আমি ফিনল্যাণ্ডের একটা মালবাহী জাহাজে খালাসির চাকরি পেয়েছিলুম। সেই জাহাজ মাল নিয়ে ক্যানাডার কুইবেক বন্দরে যখন ভিড়ল তখন আমি বন্দরে নেমে আর জাহাজে ফিরে যাই নি, পরে ইউনাইটেড স্টেটসে এলুম, কাজটা অবশ্যই বে-আইনী তবুও জন্মভূমির প্রতি একটা আকর্ষণ আছে ত!

আর যায় কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নের ঝড়; সে জাহাজের নাম কি? ক্যাপটেনের নাম কি? ফার্স্ট মেট কে ছিল? জাহাজে কি মাল ছিল? ফিনল্যাণ্ডের কোন বন্দর থেকে জাহাজ ছেড়েছিল? ক্যানাডায় কবে পৌঁছল? টুওমি তার এইসব জাল কাগজ কোথায় পেল।

টুওমি কোনটারই সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারল না। ইতিমধ্যে ডন উঠে গিয়েছিল, ফিরে এস বলল।

ভেরি ব্যাড কারলো, নৌবিভাগের কর্তারা বলছে তোমার বর্ণনা অনুযায়ী ফিনল্যাণ্ডের কোনো জাহাজ নেই এছাড়া আরও একটা মজা দেখবে? এই দেখ, বলে ডন জোলাপের বড়ি ভর্তি একটা শিশি টেবিলের ওপর রেখে বলল, যদিও এই বড়ি 'মেড ইন ইউ এস এ'

এটা তুমি মসকো থেকে এনেছ, তোমার ব্রিফকেসে পেয়েছি আর এই শিশিটা দেখ একই ওষুধ কিন্তু এটা অ্যামেরিকায় কেনা, এইবার দেখ।

টওমির ব্রিফকেসে পাওয়া শিশি থেকে ডন একটা ট্যাবলেট বার করে পকেট থেকে ছুরি বার করে বড়িটাকে ছু' টুকরো করে কাটল। আবার অ্যামেরিকায় কেনা শিশি থেকে একটা ট্যাবলেট বার করে সেটাও ছুরি দিয়ে ছু'টুকরো করে কেটে বলল ঃ

এই দেখ এই ট্যাবলেটটা আগাগোড়া সাদা আর তুমি যে ট্যাবলেট এনেছ তার ভেতরটার রং পিংক, কারণটা কি ?

আমি জানিনা।

আমরা ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করেছি, তোমার ট্যাবলেটে একটি বিশেষ রসায়ন আছে, এই রসায়ন অ্যামেরিকায় তৈরি হয় না, আসলে ওটি অদৃশ্য লেখবার কালি।

টওমি বলল, তার কিছু বলার নেই।

শোনো টওমি তুমি ধরা পড়ে গেছ। তুমি একজন সোভিয়েট এজেন্ট, আমরা ঠিক করেছি তোমাকে রাশিয়ায় ফেরত পাঠিয়ে দোব এবং তুমি জান তুমি তোমার কর্তাদের যত সত্যি কথাই বল তোমার কোন কথা তারা বিশ্বাস করবে না। আমরা তোমাদের কেজিবি-কে বলি, টেরর মেশিন……

আর একজন বলল, তার চেয়ে তুমি যদি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা কর তাহলে……

কথা শেষ হতে না হতেই টুওমি বলল, যে দেশের শাসন ব্যবস্থা ক্রমশঃ ভেঙে পড়ছে সে দেশের সঙ্গে আমি কি সহযোগীতা করব ? তোমরা এখন পড়ছ, আমরা উঠছি।

এই প্রথম টুওমি স্বীকার করে ফেলল এবং ডন ও বন্ধুরা সঙ্গে সঙ্গে তাকে চেপে ধরল। জ্যাক বলল ঃ

তাই নাকি ? তুমি ত এই ছু'তিন মাস ধরে অ্যামেরিকার অনেক জায়গায় বেড়ালে, অনেক কিছু দেখলে, শুনলে, কি মনে হল ? আমরা কোলাপ্স করে যাচ্ছি ?

রাতারাতি কোলাপ্স করে না তবে তোমাদের পুঁজিবাদ টিকবে না, টুওমি বলল।

তর্কবিতর্ক আরম্ভ হল। অনেকক্ষণ তর্ক চলবার পর ডন্ বলল, তর্ক করে কিছু প্রমাণ করা যায় না, আমাদের সমস্যা আছে ঠিকই কিন্তু ব্যালট বক্স মাধ্যমে সমাধান করার স্বাধীনতা আমাদের আছে, যাক ওসব কথা এখন থাক, কারলো আমরা তোমার কাছে যে প্রস্তাব করেছি সে বিষয়ে কি বলার আছে বল, তুমি আমাদের জন্যে কাজ করতে রাজি আছ?

জ্যাক বলল, তোমাকে ত আমরা দেশের জন্যে কোন কাজ করতে দোব না, যত দেরি হবে ততই তোমার বিপদ। তোমাদের ওপর সিক্রেট চেকিং হয়, সে আমরা জানি অতএব যা করবে তাড়াতাড়ি স্থির কর।

টুওমি ভীষণ মুষড়ে পড়ল। এখানে পা দিতে না দিতেই সে ফেঁসে গেল? অথচ তার কোনো ত্রুটি নেই। ওরা ঠিকই বলেছে। কেজিবি ওর কোন কথাই বিশ্বাস করবে না। টুওমির দুর্ভাবনা তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ের জন্যে। তাদের দুর্দশার শেষ থাকবে না, রাস্তায় বসতে হবে। দেশ থেকে তাদের বার করে আনাও অসম্ভব। যাদের পরিবারে এমন ঘটেছে তাদের দুর্দশা ত সে নিজের চোখে দেখেছে। অথচ এদের সঙ্গে গোপনে সহযোগিতা করলে তার বৌ ছেলেমেয়ে আপাততঃ বাঁচবে। সহযোগিতার অর্থ সে বোঝে, সে কেজিবিকে যেসব খবর পাঠাবে তা এদের জানিয়ে পাঠাতে হবে। ওরা খবরগুলি কিছু সংশোধন করে দেবে। মাঝে মাঝে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করবে।

ডনকে জিজ্ঞাসা করল: কিভাবে সহযোগিতা করতে হবে?

সোজা, তুমি আগে একটা চাকরি যোগাড় করে নাও এবং তোমার সেণ্টারের নির্দেশমতো কাজকর্ম চালিয়ে যাও তবে সব কিছু আমাদের জানিয়ে বা অনুমতি নিয়ে করতে হবে। আমরাও তোমাকে সাহায্য করব। তুমি যে খবর পাঠাবে আমরা সেগুলি দেখে দোব।

দেখে দেবে? কিন্তু এভাবে চলবে না, সেণ্টার ধরে ফেলবে।

ডন বলল, চলবে এবং চলছে, তোমাকে আমরা বলছি এ জিনিস এখনও চলছে, অনেক রাশিয়ান ডবল এজেন্টের কাজ করছে।

বেশ তাই হবে। তবে আমি কি শিখেছি, কিভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং কেজিবি সম্বন্ধে কিছুই বলব না।

বেশ বোলো না, কেজিবি-এর বিষয় আমরা সবই জানি এবং এও জানি যে তুমি স্বেচ্ছায় একদিন সবকিছু বলবে।

মিলওকি থেকে টুওমি একা বাসে চেপে নিউ ইয়র্ক ফিরে গেল। নিউ ইয়র্কে জ্যাক এবং স্টিভের সঙ্গে নির্ধারিত স্থানে গোপনে দেখা করে। পরস্পরে খবর আদান প্রদান করে। জ্যাক ও স্টিভরা টুওমিকে মাঝে মাঝে খবর সরবরাহ করে তবে সে খবর রাশিয়াতে পাঠাবার আগে জায়গা বিশেষে সংশোধন করে দেয়।

টুওমি নিজেও খবর সংগ্রহ করে। বেশির ভাগ সময়েই ওদের জানিয়ে খবর পাঠায়। ওদের না জানিয়েও কিছু কিছু খবর পাঠিয়েছে।

রাশিয়া থেকে মাঝে মাঝে নিনা ও ভিকটরের চিঠি পায়। যেদিন ওদের চিঠি আসে সেদিন টুওমি খুব আনন্দে থাকে। ওরা লেখে ওরা খুব ভাল আছে।

ইতিমধ্যে ড্রপ মারফত টুওমি মোটা টাকা পেয়েছে। নিউ ইয়র্কে সে আরামেই আছে, কোন অভাব নেই। এইভাবে যদি তিনটে বছর কাটিয়ে দিতে পারে তাহলে অন্য দেশে ট্রানস্ফার চাইবে।

জ্যাক একদিন টুওমিকে ওর বাড়িতে নিমন্ত্রন করল। জ্যাক, জ্যাকের স্ত্রী ও তাদের দুই ছেলে নিজেদের পরিবারের একজনের মতই ব্যবহার করল। জ্যাক বোধহয় তার কোনো পরিচয় দেয় নি। ওরা টুওমিকে একজন অ্যামেরিকান মনে করেছিল।

টুওমির খুব ভাল লাগলো। ভাবল অ্যামেরিকানরা তো খুব সহজেই পরকে আপন করে নিতে পারে। ওদের ব্যবহারে কোনো কৃত্রিমতা লক্ষ্য করে নি। বাড়ি ফেরবার সময়ে জ্যাকের বৌ নিজের হাতে তৈরী কিছু খাবার টুওমিকে দিয়ে আবার আসতে বলল।

জ্যাকের বাড়ির বুকশেলফে নানারকম বই। বইগুলির মধ্যেও কার্ল মার্কসের ডাস ক্যাপিটাল, লেনিন ও স্ট্যালিনের জীবনী এবং ফাণ্ডামেন্টালস অফ মার্কসিজম-লেনিনিজম বই দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। জ্যাককে জিজ্ঞাসা করেছিল, এসব বই তুমি পড় ?

জ্যাক বলেছিল, না পড়লে সেদিন তোমার সঙ্গে তর্ক করলুম কি করে ? তোমাদের বিষয়, কিছু না জানলে তোমাদের সঙ্গে সংগ্রাম করব কি করে ?

কারলো টুওমি সেদিন খাবারের প্যাকেট হাতে নিয়ে খুশি মনে বাড়ি ফিরেছিল। টুওমি মনে মনে জ্যাকের বন্ধু হয়ে গেল। ডনকেও তার খুব ভাল লেগেছে।

হোটেল থেকে উঠে এসে টুওমি রুজভেল্ট অ্যাভিনিউয়ের অদূরে সাততলা একটা পুরনো বাড়ির পাঁচতলায় একটা ফ্লাট ভাড়া নিল। এই বাড়িটার বিশেষত্ব যে এখানে অস্থায়ী চুক্তিতে ঘর বা ফ্লাট ভাড়া দেওয়া হয়। এছাড়া বাড়িটার চারটে প্রবেশপথ আছে অতএব কে কোথা দিয়ে কখন আসছে বা কোন ভাড়াটে উঠে যাচ্ছে, নতুন ভাড়াটে আসছে, কেউ তার খবর রাখে না।

এই বাড়িতে ডন ও জ্যাকের দল মাঝে মাঝে টুওমির সঙ্গে রাঁদেভু করত অর্থাৎ মিলিত হত। কথাবার্তা বলত।

কেরানীগিরি চাকরীর জন্য টুওমি বুককিপিং ও টাইপরাইটিং শিখছিল। সে খুব ভাল ছাত্র। সময়ের আগেই কোর্স শেষ করে একটা প্রাইভেট এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ মারফত ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অ্যামেরিকার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ জুয়েলার 'টিফানি' প্রতিষ্ঠানে সে একটা চাকরি পেল।

টুওমি মনে মনে হাসল। দেশে গাছের জঙ্গলে কাজ করত আর এখানে কাজ করছে জহরতের জঙ্গলে।

টিফানির কর্ত্তারা টুওমিকে বলল, মন দিয়ে কাজ করলে তোমার ভবিষ্যত এখানে উজ্জ্বল। মস্কো সেণ্টার থেকে চিঠি পেল, তাড়াহুড়ো কোরো না, থিতু হয়ে বোসো, যত পার মানুষের সঙ্গে আলাপ করবে।

যা পাঠিয়েছ তাতে আমরা সন্তুষ্ট। টাকা নিয়মিত পাবে। তোমার ফ্যামিলি ভালো আছে।

টুওমি টিফানিতে চাকরি করতে লাগল, মাস তিনেক কেটে গেল। টুওমির কাজে টিফানির কর্তারা সন্তুষ্ট, ডন ও জ্যাকের দলও সন্তুষ্ট, মসকোর সেণ্টারও সন্তুষ্ট।

ভিয়েনাতে সামিট কনফারেন্স বসেছে, মসকো থেকে এসেছেন নিকিতা ক্রুশ্চভ আর ওয়াশিংটন থেকে এসেছেন জন এফ কেনেডি। তুই জনে তুই রাষ্ট্রের প্রধান।

ভিয়েনায় সামিট কনফারেন্সে ক্রুশ্চভ দাবি করলেন পশ্চিম বারলিন রাশিয়াকে দিতে হবে। কারণ পুরো বারলিনটাই রাশিয়ার অধিকৃত পূর্ব জার্মানির ভেতরে অবস্থিত অতএব পুরো বারলিনটাই সোভিয়েট রাশিয়া দাবি করছে। অ্যামেরিকা রাজি না হলে ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা ক্রুশ্চভ বলতে পারছে না।

জন কেনেডি গম্ভীর মুখে অ্যামেরিকা ফিরে পেণ্টাগনকে বললেন, তৈরি হও, ইউরোপে সমস্ত মিলিটারি পয়েণ্টগুলো প্রস্তুত রাখো।

মসকো কেজিবি সেণ্টার থেকে অ্যামেরিকায় সমস্ত কেজিবি স্পাইদের কাছে নতুন নতুন নির্দেশ যেতে শুরু করল। টুওমির কাছেও নির্দেশ এল। এখন থেকে সব সময় চোখ কান খুলে রাখবে। নিউ ইয়র্কের কতকগুলি "নো অ্যাডমিশান" স্থানে নজর রাখতে বলা হল, তার মধ্যে আছে কয়েকটা ডক। এছাড়া ট্রেনে, প্লেনে বা জাহাজে সৈন্য সামন্ত যাচ্ছে কি না তাও জানাতে হবে।

এই নির্দেশ পেয়ে টুওমি একটু অসুবিধায় পড়ল। টিফানিতে চাকরী করতে করতে ঐসব স্থানে যাওয়া সম্ভব নয় অথচ বেকার থেকেও ইতস্তত ঘুরে বেড়ান যায় না।

টুওমি স্টিভের সঙ্গে পরামর্শ করল। স্টিভ বলল টিফানিতে চাকরী বজায় রেখে তোমার পক্ষে ডকের খবর সংগ্রহ অসম্ভব। দেখি কি করতে পারি।

কয়েকদিন পরে এক রবিবার বিকেলে জ্যাক ও স্টিভ টুওমিকে

ফোনে ডেকে বলল, সুখবর আছে। একটা জাহাজী কোম্পানীতে বুক-কিপারের একটা চাকরী খালি ছিল। এফ. বি. আই. মারফত সেই চাকরিটা ঠিক করা হয়েছে। ওরা অনুমান করেছে আমরা আসলে একজন সি আই এ এজেন্ট পাঠাচ্ছি। টুওমি মনে মনে হাসে, সে হল একজন কেজিবি এজেন্ট, হয়ে গেল সিআইএ এজেন্ট।

টিফানির চাকরী ছেড়ে টুওমি সেই জাহাজী কোম্পানী, এ এল বারবাংক অ্যাণ্ড কোম্পানীতে যোগ দিল। বেতন সপ্তাহে ৮০ ডলার। এইখানে চাকরির সূত্রে জাহাজের নানারকম খবর সংগ্রহ করা তার পক্ষে সুবিধা হল। এখানে তার কাজে মালিকরাও সন্তুষ্ট। তার মাইনেও বেড়ে গেল। টুওমি আরও একটা ভাল ফ্লাটে উঠে এল।

টুওমি মসকোতে অনেক খবর পাঠাতে আরম্ভ করল। কোনো কোনো খবর ডন বা জ্যাক সংশোধন করে দেয়। খবরের গুরুত্ব বুঝতে পেরে সেণ্টার 'ড্রপ' বদল করল। টুওমিকে এখন অন্য ড্রপে খবর রেখে আসতে হয়। তার প্রতি নির্দেশ ছিল সেণ্টারের কাছ থেকে কোনো বার্তা পেলে সেটির প্রাপ্তি স্বীকার করতে হবে। যীশুর বানী সম্বলিত যে কার্ড কিনতে পাওয়া যায়, সেইরূপ একটি কার্ড "পাবলিক রিলেশানস অফিসার, মিশন অফ দি ইউ এস এস আর টু দি ইউনাইটেড নেশানস" ঠিকানায় টুওমি যেন ডাকে দেয়।

মসকো সেণ্টার থেকে যে সব নির্দেশ আসতে থাকল, টুওমি লক্ষ্য করল সেগুলির ভাষা তখন অন্য রকম, নির্দেশের সুরও অন্য রকম। নির্দেশ সে যথাযথ পালন করে যাচ্ছে। তার একটা মস্ত গুন আছে, সে যে কোনো স্তরের যে কোনো ব্যক্তির সঙ্গে দ্রুত আলাপ জমাতে পারে। ডকের কাছে যে সব বার ও রেস্তরাঁ আছে, টুওমি সেখানে নাবিকদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে খবর সংগ্রহ করতে আরম্ভ করল। এফ বি আই তার একটা কোড নাম দিল, 'ফ্রাংক'।

১৯৬২ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর তারিখে তার চিঠি পত্রের সঙ্গে একটা বড় খামে বিজ্ঞাপনের কয়েকটা প্যাম্ফলেট এল। প্যাম্ফলেট গুলোর একটা কোণ মোড়া। যেন খামে ভরবার সময় কোণটা মুড়ে গেছে।

আসল ব্যাপার তা নয়। ঐ মোড়া অংশে অদৃশ্য কালিতে সাংকেতিক ভাষায় কোনো বার্তা আত্মগোপন করে আছে।

বার্তা পড়ে টুওমি অবাক। বার্তায় লেখা আছে :

একজনের সঙ্গে তোমাকে কবে, কোথায় ও কি ভাবে দেখা করতে হবে তা জানিয়ে দিচ্ছি। তারিখ ২৩ সেপ্টেম্বর রবিবার সকাল ৯ টা। স্থান : ওয়েস্ট চেস্টার কাউন্টিতে গ্রেস্টোন রেলওয়ে স্টেশনের বিপরীতে হাডসন নদীর তীরে। তোমার সঙ্গে মাছধরার ছিপ, ধরা মাছ রাখবার জন্যে গোলাপি রঙের প্লাস্টিকের একটা ঝুড়ি এবং মাছ ধরার জন্যে লাইসেন্স তোমার সঙ্গে থাকবে। এইসব সঙ্গে নিয়ে তুমি ইয়ঙ্কার্স টাউনের উত্তর দিকে যাবে। সেখানে পৌঁছে ওয়ারবারটন অ্যাভিনিউ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে গ্রেস্টোন স্টেশানে পৌঁছে গাড়ি রাখবার জায়গায় অর্থাৎ পার্কিং লট-এ গাড়িখানা রাখবে। পুল পার হয়ে নদীর ওপারে যাবে তারপর নদীর ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে টেলিফোনের ৪২৯ নম্বর খুঁটির সামনে থামবে। এইখানে তোমার মাছ ধরবার জায়গা। যাকে দেখতে পাবে সে তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে, "মাপ করবেন, গত বছর ইয়ঙ্কার্স ইয়ট ক্লাবে আমাদের কি দেখা হয়েছিল ?" তুমি উত্তর দেবে "না মশাই আমি তো ১৯৬০ সালেই ক্লাব ছেড়ে দিয়েছি।" যে লোককে তুমি দেখবে তাকে তুমি চেনো। তুমি যদি এই নির্দেশ বুঝতে পেরে থাক তাহলে আমাদের ইউনাইটেড নেশানস মিশন-এর ঠিকানায় একটা বাইবেল পোস্টকার্ড পাঠাবে। কার্ডে সই করবে "আর স্যাণ্ডস"। যদি না বুঝতে পেরে থাক তাহলে সই করবে "ডি সি নট"। চিফ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই ধরনের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার অভাবনীয়। মসকোতে তাকে বার বার বলা হয়েছে যে দু'জন এজেন্টের মুখোমুখি সাক্ষাৎকার বিপজ্জনক। গলকিন তাকে বলে দিয়েছিল যে ভীষণ জরুরী না হলে আমাদের কোনো প্রতিনিধি তোমার সঙ্গে দেখা করবে না। তাহলে কি কোনো ভীষণ জরুরী পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে ? টুওমি শঙ্কিত হয়। এফ বি আই-এর সঙ্গে তার যোগাযোগ সেন্টার কি

টের পেয়েছে? তাকে কি রাশিয়ায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে? অথবা ঐ জায়গায় তাকে হত্যা করা হবে?

টুওমি জ্যাককে সব বলল। জ্যাক বলল, হতে পারে তোমাকে সন্দেহ করেছে, তবে ওরা হঠাৎ কিছু করবে না। ভয় পেয়ো না, আমরা রবিবার যথাস্থানে প্রস্তুত থাকব।

রবিবার নির্দ্ধারিত স্থানের কাছে এসে টুওমি দেখল রাস্তার ধারে একজন গাড়ি পালিশ করছে। টুওমি একে চেনে। লোকটি একজন সোভিয়েট এজেন্ট।

টুওমি আরও দেখল চারজন লোক ছোট একটা নৌকা নিয়ে দাঁড় টানা অভ্যাস করছে। অদূরে পাথরের উপর বসে দু'জন লোক ছিপ ফেলছে। টুওমি এদেরও চিনতে পারল। এরা হল সি আইএ-র লোক। টুওমিকে যদি ওরা অপহরণ বা হত্যার চেষ্টা করে তাহলে ওরা বাধা দেবে।

৪২৯ নম্বর টেলিফোন খুঁটির কাছে পৌঁছে টুওমি যাকে দেখল তাকে সে এখানে দেখবে এমন আশা সে কখনই করে নি। অতএব প্রশ্নোত্তরের কোনো প্রশ্নই উঠল না। সে হল টুওমির শিক্ষক গলকিন। গলকিন তার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে আলিঙ্গন করল। তবুও টুওমির ভয় কাটল না।

আমাকে এখানে দেখে খুব অবাক হয়েছ না? গলকিন বলল। তা হয়েছি বৈকি কারণ তোমাকে আমি এখানে কখনই আশা করিনি, টুওমি উত্তর দিল।

চল আমরা নদীতে ছিপ ফেলিগে যাই, ছিপ ফেলে কথা বলব, গলকিন বলল।

গলকিনের কথাবার্তা শুনে টুওমির ধারণা হল যে ওরা সম্ভবতঃ টুওমিকে সন্দেহ করেছিল এবং টুওমি কিছু সন্দেহজনক কাজ করেছে কিনা দেখবার জন্যে গলকিন আগেই অ্যামেরিকায় এসেছে। তবে গলকিন যে সন্দেহজনক কিছুই পায় নি তা তার পরবর্ত্তী কথা শুনে বোঝা গেল। কারণ গলকিন তাকে নতুন কাজের নির্দেশ দিল।

গলকিন বলল, মনে হচ্ছে অ্যামেরিকা শীঘ্রই সৈন্য সমাবেশ করার নির্দেশ দেবে অতএব তোমাকে খুব সজাগ থাকতে হবে।

তারপর গলকিন তাকে বলল কয়েকটি বন্দরে নজর রাখতে। এয়ার ক্রাফট ক্যারিয়ার, ব্যাটলশিপ, ডেস্ট্রয়ার এবং অ্যাটমিক সাবমেরিন ঐ সব বন্দর ছাড়ছে কিনা টুওমি যেন জানায়।

টুওমি সাহস করে জিজ্ঞাসা করল তাকে কবে রাশিয়ায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। গলকিন বলল, সামনের বছরে রাশিয়ায় যাবার জন্য তাকে মাস তিনেক ছুটি দেওয়া হবে। তবে তাকে দীর্ঘদিনের জন্য অ্যামেরিকায় ফিরে আসতে হবে।

দীর্ঘদিনের জন্য যদি হয় তাহলে কি টুওমি তার ফ্যামিলি নিয়ে আসতে পারে? গলকিন বলল, তা এখন বলা যাচ্ছে না। টুওমি রাশিয়ায় গেলে বিবেচনা করা যেতে পারে।

টুওমি এ ভাষা জানে। এর অর্থ হল টুওমিকে তার ফ্যামিলি আনতে দেওয়া হবে না। তবে ছুটিতে রাশিয়া যেয়ে টুওমি চেষ্টা করবে।

গলকিন আরও কিছুক্ষণ কথা বলে চলে গেল। টুওমি ও নিশ্চিন্ত হয়ে শহরের পথ ধরল। সেণ্টার এখনও ধরতে পারেনি যে সে একজন ডবল এজেণ্ট। সেই দিনই সে গলকিনের সঙ্গে কথাবার্তার বিস্তারিত বিবরণ ডন ও জ্যাকদের জানিয়ে দিল। তারা একটা রিপোর্ট তৈরী করল। রিপোর্টখানা তারা পাঠাবে ওয়াশিংটনে।

ডন ও জ্যাকের দল টুওমিকে কিছু কিছু খবরও দিতে লাগল, টুওমি নিজেও খবর সংগ্রহ করে সেণ্টারে পাঠায়। সে তার বাড়ি থেকে নিনা ও ভিকটরের চিঠি পায় কিন্তু খুব কম। বেশী কিছু লেখা থাকে না। তুমি কেমন আছ। আমরা ভাল আছি। অপেরা দেখেছিলুম বেড়ালের বাচ্চা হয়েছে। এর বেশী কিছু নয়। অ্যামেরিকায় টুওমি কেমন করে দিন কাটায় কি খায় বা অ্যামেরিকার কোনো খবর জানবার জন্যে ওদের যেন কোনো আগ্রহ নাই। টুওমির সন্দেহ কারও নির্দেশে ওরা চিঠি লেখে।

টুওমি ভাবে তাকে যদি সামনের বছর রাশিয়া যাবার জন্যে ছুটি

দেওয়া হয় এবং পুনরায় অ্যামেরিকায় ফেরৎ পাঠানো হয় তাহলে তার সঙ্গে আসতে দেবে না। তাকেও হয়ত আর অ্যামেরিকা থেকে ফিরতে দেবে না।

ইতিমধ্যে ডন ও জ্যাকদের সঙ্গে তার খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। তাদের পারিবারিক জীবন তার খুব ভাল লেগেছে। সে অনুভব করল দেশকে সে ভালবাসলেও সে যেন ক্রমশঃ অ্যামেরিকান হয়ে যাচ্ছে, অ্যামেরিকান জীবনধারা সে গ্রহণ করেছে।

ওদিকে কিউবাকে নিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে মন কষাকষি কমেছে। কিউবা থেকে রাশিয়া তার সমস্ত রকেট বেস তুলে নিয়েছে। যুদ্ধটা আর বাধে নি। অতএব টুওমির কাজ কিছু হালকা হয়েছে।

পরে এক রবিবারে নিউ ইয়র্ক জায়েন্টস বনাম ওয়াশিংটন রেডস্কিনের রাগবি ফুটবল ম্যাচ দেখতে গেল। স্টেডিয়মে যখন পৌঁছল তখন অ্যামেরিকান জাতীয় সঙ্গীত "স্টার স্প্যাংগল্ড ব্যানার" গান হচ্ছে। দারুণ উদ্দীপনা। খেলার শেষে যখন জয়ী দলকে অভিনন্দন জানিয়ে সকলে উল্লাসে ফেটে পড়ছিল তাতে কারলো টুওমিও যোগ দিয়েছিল। বাড়ি ফিরে সে অনুভব করল যে সে তার রাজনীতিক মতবাদ থেকে দূরে সরে এসেছে। সে এখন মার্কিন গনতন্ত্রে বিশ্বাসী।

জানুয়ারী মাস পড়তেই টুওমি ছুটি কাটাতে মসকো যাওয়ার জন্যে তৈরী হতে লাগল। কেজিবি সেণ্টার তাকে একখানা জাল মার্কিন পাসপোর্ট পাঠিয়ে দিয়েছে, একটা বার্থ সার্টিফিকেটও পাঠিয়েছে। সেণ্টার আরও লিখেছে যে জুন মাসে তোমার ছুটির অর্ডার যেতে পারে ইতিমধ্যে তুমি কি ভাবে আসবে এবং তোমার অনুপস্থিতে তোমার বাড়িওলাকে এবং তোমার যোগাযোগ রক্ষাকারী বন্ধুদের কি বলে আসবে সে সব আমাদের জানাবে।

ভারমণ্টে ফ্রাংকলিন কাউন্টিতে সোয়ামটন থেকে মাইল দুই দূরে কি একটা রকেট বেস তৈরী হচ্ছে? যদি থাকে তার সঠিক পজিশান জানিয়ে একটা ম্যাপ পাঠাবে। এলিজাবেথ টাউনের উত্তরে পাহাড়ের

ওপরও কি একটা রকেট বেস আছে? খুব সতর্কতার সঙ্গে খবর দুটো সংগ্রহ করে জানাবে।

টুওমি বুঝল এই খবর অন্য কোনো স্পাই পাঠিয়েছে, তাকে দিয়ে যাচাই করে নিতে চায়। তাহলে সেও যেসব খবর পাঠায় সেগুলিও অন্য কোনো স্পাই দ্বারা যাচাই করিয়ে নিচ্ছে। তার পাঠান খবরে সেণ্টার নিশ্চয় এখনও কোনো অসঙ্গতি পায় নি মনে হয়।

যাই হোক উপরের চিঠির প্রাপ্তিস্বরূপ সেণ্টারের নির্দেশ অনুসারে 'এন আকলিন' সই করা ম্যাডোনার ছবি সম্বলিত একখানা পোস্ট কার্ড টুওমি যথাস্থানে পাঠিয়ে দিল।

যে জাহাজী কোম্পানীতে টুওমি চাকরি করছিল সেখানে সে জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত চার মাসের ছুটির জন্য আবেদন করল, কারণ জানাল সে এই ক'টা মাস ফিনল্যাণ্ডে থাকবে, সেখানে তাদের আত্মীয় স্বজন আছে।

ছুটি মঞ্জুর হলেও রাশিয়া যেতে দেরি আছে। জ্যাককে সঙ্গে নিয়ে ভারমণ্ট ও এলিজাবেথ টাউনের রকেট বেস দেখে এল, খবর সত্যি। রকেট বেস একদা ছিল কিন্তু এখন বন্ধ। ফেরবার সময় এলিজাবেথ টাউনে ওরা একটা উৎসবে যোগ দিয়ে খুশি মনে বাড়ি ফিরল।

বাড়ি ফিরে টুওমি একখানা চিঠি পেল। চিঠি এসেছে ডাকে, সেণ্টার থেকে। সেটা যে একখানা চিঠি তা সাধারণ ব্যক্তির বোঝবার উপায় নেই, দেখলে মনে হবে 'ম্যাক্সওয়েল হাউস' কফির প্রচারপত্র। কিন্তু তারই ভেতরে সাংকেতিক ভাষায় অদৃশ্য কালিতে চিঠি ছিল।

চিঠি পড়ে টুওমি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। চিঠিতে লেখা আছে, তোমাকে বলা হয়েছিল তুমি কি ভাবে আসবে এবং তোমার অনুপস্থিতে কি ভাবে ওখানে কাজ চলবে কিন্তু তুমি তা অগ্রাহ্য করে ছুটির আবেদন তো করেছই এমন কি কোথায় যেতে চাও তাও উল্লেখ করেছ। ফলে তোমার মসকো আসা আপাততঃ না মঞ্জুর করা হল।

অবস্থা বুঝিয়ে টুওমি সেণ্টারকে চিঠি লিখল এবং অনুরোধ করল তাকে যেন ছুটি দেওয়া হয়।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মসকো থেকে দু'লাইনের জবাব এল। তাতে তার ছুটির বিষয় কিছু লেখা নেই। তাতে শুধু লেখা আছে :

অবিলম্বে তোমার বন্ধুদের সঙ্গে সকলরকম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন কর এবং পরবর্তী আদেশের জন্য অপেক্ষা কর।

জ্যাক ও স্টিভের সঙ্গে টুওমি পরামর্শ করল। কি ব্যাপার? এমন আদেশ এল কেন?

ব্যাপারটা পরে জানা গিয়েছিল। লণ্ডনে রাশিয়ান দূতাবাসের কর্মী কর্নেল ওলেগ পেনকভস্কি অ্যামেরিকায় রাশিয়ান স্পাইদের নামের তালিকা ফাঁস করে দিয়েছিল। এই কারণে কেজিবি অ্যামেরিকা থেকে তার স্পাই চক্র গুটিয়ে নিয়েছিল। এই জন্যেই টুওমির কাছে এইরকম কড়া চিঠি গিয়েছিল।

টুওমি ত এফ বি আই-এর আশ্রয়ে আছে, তার আত্মগোপন করার প্রশ্ন ওঠে না তবে সে গুপ্ত খবর সংগ্রহ বন্ধ করল।

জুন মাসের শেষের দিকে টুওমি চিকাগো গিয়েছিল। হঠাৎ সে জ্যাকের টেলিফোন পেল! জ্যাক তাকে বলল, ওয়াশিংটন চলে এস, কোন প্লেনে আসবে জানাও, এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করব।

এত জরুরী? কি ব্যাপার? টুওমি ঘাবড়ে গেল।

ওয়াশিংটন এয়ারপোর্টে পৌঁছে টুওমি দেখল জ্যাক একা আসে নি, সঙ্গে ডনও এসেছে। ওরা দু'জন টুওমিকে নিয়ে দূরে একটা হোস্টেলে গিয়ে উঠল। সেখানে এফ বি আই-এর আরও দু'জন সিনিয়র অফিসার অপেক্ষা করছিল।

ডন বলল, টুওমি আমাদের খবর হচ্ছে সেণ্টার তোমাকে শীগগির রাশিয়া ফিরে যেতে বলবে। অতএব তুমি স্থির কর তুমি রাশিয়া ফিরে যাবে না এদেশে থাকবে। আমাদের আরও খবর হচ্ছে যে তুমি যে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছিলে এটা সম্ভবতঃ কেজিবি টের পায় নি তবে আমরা একথা জোর করেও বলতে পারি না। তুমি ইচ্ছে করলে এদেশেও থাকতে পার। তবে আমাদের সঙ্গে তোমার আর

কোনো সম্পর্ক থাকবে না তবে তুমি চাইলে আমরা তোমাকে সাহায্য করব।

জ্যাক বলল, তোমাকে একটা পেশা খুঁজে নিতে হবে, আমরাও তোমাকে সাহায্য করব। আর যদি চাও ত তোমার সিকিউরিটিরও ব্যবস্থা করব কিন্তু তার বেশি কিছু নয়।

টুওমি বলল, আমি যদি এদেশে থাকি তাহলে কি তোমরা আমার ফ্যামিলি ফিরিয়ে আনতে পারবে।

না, আমরা সে চেষ্টা করব না, ডন বলল।

আমি যদি রাশিয়া ফিরে যাই তাহলে কি আমি তোমাদের জন্যে কাজ করতে পারব ?

মোটেই না, তোমার সঙ্গে আমাদের আর কোনো সম্পর্ক থাকবে না, এটা তোমাকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছি। ডন বলল, তুমি না হয় ভেবে দেখ, তোমাকে আমরা সময় দিচ্ছি।

টুওমি চিন্তা করল। প্রথমেই সে চিন্তা করল তার পরিবারের কথা। তারপর তার নিজের কথা। অ্যামেরিকার জীবনে সে এমনই অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে তার অ্যামেরিকা ছেড়ে যাবার মোটেই ইচ্ছে নেই। ডন বলছে যে সে যে ডবল এজেন্ট রূপে কাজ করছিল এ সন্দেহ কেজিবি করে নি অতএব তার ফ্যামিলির উপর অবিচার হবে না এবং সে যদি অ্যামেরিকায় হারিয়ে যায় তাহলে কেজিবি ভাবতে পারে যে কারলো টুওমি কোনো দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে। কিন্তু সে যদি রাশিয়া ফিরে যায় এবং কেজিবি যদি জানতে পারে যে সে এফ বি আই-এর সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল তাহলে তাকে হত্যা করা হবে এবং তার পরিবারের উপর নির্যাতন চলবে।

ডন জিজ্ঞাসা করল, কি ভাবছো কারলো ?

আমি অ্যামেরিকাতেই থাকব, টুওমি বলল।

গুড, জ্যাক বলল। এরপর সকলে টুওমির সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল।

কারলো টুওমি অ্যামেরিকায় কোথায় হারিয়ে গেল। একদা সে রাশিয়াতে জঙ্গলে গাছ কাটার কাজ করত। অ্যামেরিকার

নির্জন অরণ্য অঞ্চলে সে জঙ্গলে ইজারা নিয়ে সেই কাজই করতে লাগল। কেজিবি তার সন্ধান পায় নি।

ডনকে একদিন টুওমি জিজ্ঞাসা করেছিল, আমি অ্যামেরিকায় আসা মাত্র তোমরা আমাকে ধরলে কি করে?

ডন বলেছিল, সেটা আমাদের সিক্রেট, বলব না, শুধু এইটুকু বলতে পারি তুমি নতুন কোন নাম নাও নি। কারলো টুওমি নামটা আমাদের সাহায্য করেছিল।

ডন যা বলে নি তা হল এই; ড্রেসমেকারের দোকানে নিয়ে যেয়ে কারলো টুওমিকে যখন অ্যামেরিকান সাজানো হল তখনই একজন সি আই-এ এজেন্ট অ্যামেরিকায় পাঠিয়ে ছিল। টুওমি যখন অ্যামেরিকান টুরিস্ট সেজে ইউরোপে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তখন তাকে সি-আই-এ অনুসরণ করত এবং তার অনেক ফটোও তুলেছিল।

সি-আই-এ জানত যে রাশিয়ানরা ক্যানাডার পথে অ্যামেরিকায় স্পাই পাচার করে। এই পথে তারা নজর রাখছিল। টুওমির ফটো তো তারা আগে পেয়েছিল। চিনতে ভুল করে নি। ফলে অ্যামেরিকায় পৌছবার পরই সে ধরা পড়ে যায়।